ফিরে দেখা
নারী অধিকার, মানবাধিকার ও যৌনকর্মীদের লড়াই
© সংহতি

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০২

প্রকাশক
সংহতি
১৭০ গ্রীন রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
দীপা হকের 'রাত্রি' সরিজ থেকে নেয়া
কায়সার হকের সৌজন্যে

প্রচ্ছদ ডিজাইন
জাফর ইকবাল

আলোকচিত্র
শামসুল আলম টেংকু/ভোরের কাগজ
শিহাব/সংবাদ

সার্বিক তত্ত্বাবধান
ইন্সক্রিপশন

মুদ্রণ
এড্ সাম ট্রেড সিন্ডিকেট

মূল্য : ১০০ টাকা

ফিরে দেখা

নারী অধিকার, মানবাধিকার ও যৌনকর্মীদের লড়াই

মুখবন্ধ

টানবাজার ও নিমতলীতে বসবাসকারী নারীদের উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে যে মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তিতে এই প্রকাশনা। সে আন্দোলনের সময় আমাদের সাথে যুারা সহযোগিতা করেছিলেন তাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সংহতির ৮৬টি সংগঠনের বাইরে পরোক্ষভাবে অনেকেরই সহযোগিতা এই আন্দেলনের গতি সঞ্চার করতে সহায়ক হয়েছে। অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই বিষয়টিকে যারা জনসমক্ষে উপস্থাপন করেছেন তাদের সাহস ও মানবাধিকারের প্রতি নিষ্ঠা সত্যিই প্রশংসনীয়।

এই প্রকাশনা আন্দোলনের দুই বৎসর পরে বের হচ্ছে। ইতমধ্যে যৌন কর্মীদের অধিকার এবং অবস্থান সম্পর্কে ভাববার অনেক সময় আমরা পেয়েছি। এই প্রকাশনার পেছনে রে য়ছে অনেকর অবদান, যেমন- নারীপক্ষ'র মঙ্গলবারের সভা, সংহতির নিয়মিত বৈঠক, যৌনকর্মীদের বিভিন্ন তৎপরতা, সাংবাদিকদের আলোকচিত্র ও নিষ্ঠার সঙ্গে সংবাদ পরিবেশন, বিভিন্ন কলামিষ্টদের লেখা, আইনজীবীদের মতামত ও পরামর্শ। প্রকাশনাটির পরিকল্পনা, গবেষণা এবং বিন্যাসের কাজটি করেছে নারীপক্ষ। বিভিন্ন পত্রিকায় পক্রাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধের প্রাথমিক সংকলরে কাজটি করেছেন গোলাম ফারুক ও তানভীর। এই প্রকাশনার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে অক্সফাম বাংলাদেশ। দীপা হকের প্রচ্ছদ ছবি আমরা পেয়েছি কায়সার হকের সৌজন্যে। আলোকচিত্র শিল্পী শামসুল আলম টেংকু এবং শহাব তাদের ছবিগুলো দিয়ে আমাদের প্রকাশনাকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন।

১৯৯৯ এর আন্দোলন বাংলাদেশে নারী অধিকার ও মানবাধিকার আন্দোলনের একটি নতুন দিক উন্মোচনন করেছিল। আশা করি এই বাইয়ে তার একটি আভাস মিলবে।

সর্বোপরি যৌনকর্মে নিয়োজিত যে হাজার নারী রয়েছেন তাদের মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার পূর্ণ জীবন আমাদের কাম্য।

সম্পাদক মন্ডলী

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের প্রধান দাবিগুলো হচ্ছে অধিকার সংক্রান্ত। ১৯৯৯ এর গ্রিষ্মে টানবাজারের বাসিন্দা উচ্ছেদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তা পরিনত হয় মৌলিক মানবাধিকার আদায়ের আন্দোলন। ১৯৯৯ এর আন্দোলন-নারী ইস্যুকে কিভাবে রাজনৈতিক ও গণ মাত্রা দেওয়া যায় তার একটা চমৎকার উদাহরণ।

পতিতাবৃত্তিকে ঘিরে বিতর্ক

এই প্রকাশনাটি বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস। খুব সম্ভবত জাতির ইতিহাসে এই ঘটনা স্থান পাবে না। এই ঘটনা শুধু নারীদের সংগ্রামকে ঘিরেই আবার্তিত হয়নি বরং সেই সংগ্রামে জড়িত এমন একটি প্রান্তিকগোষ্ঠিকে কেন্দ্র করে ঘটেছে যারা দেহ ব্যবসায় বা যৌনকর্মে নিয়োজিত রয়েছে। আর আমরা সবাই জানি এই জাতীয় সংগ্রাম কিভাবে ইতিহাস থেকে বিস্মৃত হয়ে যায়। প্রান্তিক গোষ্ঠির মধ্যেও যৌনকর্মীদের স্থান সবচেয়ে নিচে। তারা যেন বৈধ সমাজের বাইরেরর এমন এক এলাকার বাসিন্দা যেখানে অবরাধীদের বসবাস। এইসব নারীরদ পক্ষে নাগরিকত্ব বা অন্য অধিকার দাবি করা বেশ দুরূহ। ১৯৯৯ সালের গ্রীষ্মে এই নারীদের অধিকার আদায়ের দাবিতে ঢাকার রাজপথ ও সভাসমাবেশ মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এটি একটি অন্যন্য ঘটনা। নারী আন্দোলনের মূল ইস্যুগুলির মধ্যেম অন্যতম ইস্যু হিসেবে আমরা দেখেছি, নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের আন্দোলন, নারীর মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন, নারীর বৈষম্য দূরীকরনের আন্দোলন, নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতন প্রতিরোধের আন্দোলন ইত্যাদি। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মূলধারার নারী সংগঠনগুলো দেহ ব্যবসার মতো ইস্যু নিয়েও কাজ করছে। পরিণতিতে তারা একদা অগ্রহণযোগ্য নারী গোষ্ঠিগুলের মধ্যেও নারী অধিকার বিষয়ে প্রচারণা চালাতে শুরু করেছে। এই প্রক্রিয়া আমাদের নিজেদের কিছু সীমাবদ্ধতা এবং স্ববিরোধিকার মুখোমুখি দাড় করিয়ে দিয়েছে। আরো গরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে মতৈক্য স্থাপনের পাশাপাশি একটি আমাদের আন্দোলনের সফলতা অর্জনে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। একতার ভিত তৈরী হয়েছিল নারীর অধিকার স্থাপনের বিষয়ের উপর।

আমাদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় মিত্র ছিল সংবাদপত্র। তারা আন্দোলনের খবর গুরুত্বের সঙ্গে পত্রাশের পাশাপাশি এর বিভিন্ন দিক আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছে। রোধ হয় এই প্রথম যৌনকর্মীদের নৈতিকতার দিক থেকে গ্লানিকর বা করুণার বস্তুরূপে উপস্থান করা হয়নি বরং তাদেরকে নাগরিক সমাজের একটি অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যাদের দাবি যুক্তিসঙ্গত এবং গুরুত্ব সহকার শোনার মত। এই পুস্তক শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণ নয়, এতে আন্দোলন চলাকালে যে সমস্ত কৌশল বিকাশ লাভ করেছে সেগুলোর উপস্থাপনও রয়েছে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে প্রান্তিক এবং ক্ষেত্র বিশেষে

অপরাধী গোষ্ঠিগুলোর নারী ও মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রামে এই পুস্তক হ্যান্ডবুক হিসেবে কাজ করবে। আমরা আরো আশা করি যে, এই পুস্তক দেশের চলমান নারী আন্দোলরে মূল ভাবনাগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করবে।

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের প্রধান দাবিগুলো হচ্ছে অধিকার সংক্রান্ত। আমরা যারা এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত তাদেরকে প্রতিনিয়তই এমন সব আদর্শ এবং ভাবধারার মুখোমুখি হতে হয় যেগুলো নারীর অবস্থান নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে নারীকে অধঃস্তন করে রাখা হয়। এর পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজন ঐ সমস্ত কাঠামোর যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন এবং সেগুলো যাচাই করে দেখা। যে মুহূর্তে নারী বৈতনিক কর্মস্থলে প্রবেশ করে সেই মুহূর্তে নারীর জন্য সমাজের বেধে দেওয়া 'অন্দর বাহির' বিভাজন রেখাটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। নারীর বৈতনিক কর্মস্থলে প্রবেশের বিষয়টি তার সামাজিক াবস্থানের উপর কী প্রবাব লেফবে তা যদি আমরা উপেক্ষা করি তাহলে দেখব অর্থনৈতিক ও উন্নয়নের দিক থেকে এটা খুব ন্যায়সঙ্গত হবেনা। নারীর প্রজনন ভূমিকাই নির্ধারণ করে দেয় নারীর সামাজিক অবস্থান যেমন শিশু জন্ম দেয়া এবং লালন পালন। কিন্তু নারীর ভূমিকা পরিবর্তনশীল, সেই কারনেই এই 'অন্দর বাহির' বিভাজনটিকে ধরে রাখা যাবেনা। নারীই এতদিন অন্দরে থেকে শিশু প্রতিপালন এবং হৃহের কাজগুলো করত, ফলে নারীর বাইরে কাজ করায় একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়। আলোচ্য আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসা ইস্যুগুলোর একটি হচ্ছে নারীর কর্মস্থল। সংহতির আন্বেদালনে যে পশ্নসটি মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেটি ছিল নারীর যৌনতা সম্পর্কে পতিতাবৃত্তিকে দেহ ব্যবসা বলার মধ্য দিয়ে এই প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে। যৌনকর্মকে কাজ বলা যাবে কিনা প্রশ্নটি শুধুমাত্র নারীর কাজকে ঘিরেই না, বরং যৌনতার প্রকৃতি এবং কাজ হিসেবে যৌনবৃত্তির ব্যাপারগুলো এটাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। এগুলো আমাদেরকে নারীর যৌনতা, যৌনক্ষেত্রে তার নিযুক্তি, প্রভৃতি প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়। নারীর প্রজনন ভূমিকাই যদি তাকে আবদ্ধ রাখে তাহলে ঘরের বাইরে যৌনকর্মী হিসেবে নারীর অবস্থান নিশ্চিতভাবে একটি সমস্যাকীর্ণ বিষয়। ১৯৯৯ এর গ্রীষ্মে যৌনকর্মীদের গণআন্দোলন নারীর কাজ যৌনতার মতো বিষয়গুলোকে গণবির্তকের বিষয়ে পরিণত করে।

নারী শ্রম এবং নারীর যৌনতা

প্রথমেই অন্দর-বাহির বিভাজন ধারণার দিকে নজর দেয়া যাক। এই বিভাজন প্রচলিত পুজিবাদী সমাজে নারীর অবস্থান নির্ধারণ করে। বাহির জগৎ পুরুসের জগতেরই অনুরূপ। এই থেকেই অর্থনৈতিক এবং উৎপাদনশীল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়, উপার্কিত হয় অর্থ আর এই অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই নিরূপিত হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। এর বিপরীতে রয়েছে পারিবারিক পরিবেশ যেখানে শিশুরা জন্মগ্রহণ করে এবং লালিত হয়, যেখানে আদর্শিক সাংধস্কৃতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে, এগুলো অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মূল্যায়িত হয় না। অন্দর বাহির বিভাজন রেখায় নারী শ্রম এই অন্দর জগতেই সীমিত থাকে কিন্তু নারীবাদি বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, এই জাতীয় বিভাজন অত্যন্ত কৃত্রিম এবং বাস্তরে পৃথিবী এ ধরনের চিহ্নিত বিভাজনে বিভক্ত নয়। তবে নারীর বৈতরিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের বিভাজনের কারনে তাদের উভয়ক্ষেত্রে কর্মকে হিসাবের মধ্যেই আনা হয় না। অন্দর ও বাহিরের এই দ্বৈত ধারণাটিই একটি আসার বিষয় হওয়া সত্ত্বেও নারীর মজুরিভিত্তিক শ্রমকে এটা প্রভাবিত করে। নারীরা এমন সব জায়গায় বা পেশায় কাজ করতে ইংচ্ছুক যা তাদের গৃহস্থালি কাজের জন্যও সময় এবং সুবিধা দেবে। ফলে নারীর কাজকে গৌণ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নারীর কাছেও তার পেশাগত বা বৈতনিক কাজ গৃহস্থালি কাজেরই সম্পুরক। ফলে অন্দর-বাহিরের মধ্যে একটা সমন্বয় আনার জন্য নারীরা নিজেও খন্ডকালীন চাকরি, টুকরা কাজ ইত্যাদিতে বেশি আগ্রহী। পাশাপাশি তার গৃহস্থালি কাজের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন সব কাজ করতে নারীদের বিশি দেখা যায়। নারীরা শিক্ষকতা বা চিকিৎসার মতো পেশায় নিয়োজিত থাকতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। কেননা এগুলোকে তারা মাতৃত্ব বা সেবাদান কর্মে একটি সম্পূরক রুপ হিসেবেদেখেন। অনরূপভাবে নারী শ্রমিকরা ভারী শিল্পের পরিবর্তে পোশাক বা ক্ষুদ্র শিল্পে কাজ খুজে পায়। নারী শ্রমকেও ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন নির্মাণ শিল্পে মেয়েদের সুযোগ সীমিত। আমরা তাদেরকে বহনকারী হিসেব বা ইট ভাঙ্গার কাজে দেখতে পাই। কিন্তু তাদেরকে রাজমিস্ত্রী, ইলেকট্রিশিয়ান বা পানির মিস্ত্রী হিসেবে দেখা হয় না। এমনকি যে সমস্ত কাজ তারা করে সেগুলোতেও পুরুষদের চেয়ে কম বেতন পায়। তার কারণ ধরে নেওয়া হয় যে, তাদের কাজের পরিমাণ কম। এইজন্য নারীর কর্মপরিসর সীমিত। তারা ঘরে যে কাজ করে সেগুলোর দ্বারাই কমবেশি তাদের বাইরের শ্রম ও কাজের বাজার নির্ধারিত হয়। অন্দর ও বাহির মিলে নারীর জন্য বিভক্ত আর আলাদা এক কর্ম বাজার সৃষ্টি করে।

যেহেতু নারীর মজুরিভিত্তিক শ্রম বাজারে প্রবেশাধিকার তার গার্হস্থ্য ভূমিকার উপর নির্ভরশীল, সেহেতু গৃহে তার অবস্থানটা আমাদের একটু যাচাই করে দেখা দরকার। ঘরে নারীর দুটি প্রধান ভূমিকা হচ্ছে স্ত্রী এবং মাতা। দুটোই তার প্রজনন কর্মের সঙ্গে জড়িত। এখানেই আসছে যৌনতার প্রশ্নটি। যৌনতা বলতে আমরা বুঝতে যৌনক্রিয়া, কামনা এবং তা প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রভৃতি। যেহেতু নারীর যৌনতাকে শুধুমাত্র বিয়ের মধ্যেই বৈধতা দেয়া হয়েছে, তাই বিয়ের ভিতরেই কিভাবে যৌনতাকে সংগঠিত করা হয় তা নির্নয় করা গুরুত্বপূর্ণ। নারীর যৌনতা একটি বৈবাহিক জীবনে গৃহস্থালী দায়িত্ব হয়ে দাড়ায়। স্বামীর যৌনক্ষধা নিবারণ ও সন্তান উৎপাদনের জন্যে যা পালন করতে হয়। স্বামী স্ত্রীর এই সম্পর্কে যদি স্ত্রীর কামনা এবং বাসনা কিছুটা পরতৃপ্ত হয়ও তবুও বলতেই হয় বিবাহ নামক এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে সন্তান উৎপাদন এবং স্বামীর যৌনক্ষুধা নিবারণ করতে। এই অবস্থায় যেন কর্মকান্ড নারীর জন্য একটা পালনীয় কর্তব্য বা নিয়মিত আবশ্যিক কজে পরিণত হয়। এটাকে এটাকে যৌনকর্ম বলা যায়।

নারীর সাংসারিক দায়িত্ব পালনের আদর্শে কর্মবাজারে যে চাকরি সৃষ্টি হয় সেই আলোকে পতিতাবৃত্তিকে একটা বৃত্তি বলা যায়। আমরা যারা নারী আন্দোলনের কর্মী বা মানবাধিকার কর্মী তাদেরকে নারীর সকল কর্মকান্ডের মতো পতিতাবৃত্তির প্রকৃতিও বিশ্লেষণ করতে হবে। ঘরে বা বাইরে নারী শ্রম অবলোকন কররে বোঝা যায় যে উভয় ক্ষেত্রে বিভাবে নারীকে নারীকে অধস্তন করে রাখা হয়েছে। নারী আন্দোলন বা মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রামে এই অধীনতা থেকে মুক্ত করার প্রয়াস আমরা যারা পতিতাবৃত্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে এটাকে যৌনবৃত্তি বলতে চাই একই সাথে তাদের উচিৎ এই পেশায় নিয়োজিত নারীর অবস্থানের দিকে নজর দেওয়া। এখানেই অধিকারের প্রশ্নটি আসে।

অধিকার আদায়ের আন্দোলন

১৯৯৯ এর আন্দোলন ছিল মৌলিক মানবাধিকার আদায়ের অভিযান। আন্দোলনের সঙ্গে জতি বিভিন্ন সংস্থার বিচিত্র প্রকৃতির আলোকে ব্লা যায় একটা পর্যায়ে এটা ছিল দারুণ কৌশলগত বাস্তব বিবেচনা। নারী ইস্যুকে কিভাবে রাজনৈতিক ও গণ মাত্রা দেওয়া যায় তার একটা চকৎকার উদাহরণ। এই অভিযানটি শুরু হয়েছিল একটি উচ্ছেদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই উচ্ছেদ বা উচ্ছেদ করার তৎপরাতার প্রতি সাড়া দেওয়ার ইতিহাস এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পতিতালয়ের অধিবাসীদেরকে অনবরত হুমকি প্রদান বা

উচ্ছেদ করা সম্ভব কেন না তাদের আইনী আর বেআইনী জগতের মাঝামাঝি কোনো এক স্থানের বাসিন্দা হিসেবে দেখা হয়। তাই তারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বাভাবিক নিরাপত্তা আশা করতে পারে না। ঐ একই সময় আমরা আরও দেখেছি ঢাকা শহরে সরকার কর্তৃক বস্তি উচ্ছেদ। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে দরিদ্র বিশেষ করে শহুরে দরিদ্ররা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার আওতার বাইরে ছিল। এবার আমরা দেকলাম প্রায় একশ বছর আগে রেজিস্ট্রি করা পতিতালয় থেকে দরিদ্র যৌনকর্মী উচ্ছেদের ঘটনা। যৌনকর্মীদের প্রতি নৈতিক মনোভাব, দরিদ্র এবং প্রান্তিকদের প্রতি সহানুভূতিহীনতা এবং সম্পত্তির লোক একসাথে মিলিত হয়ে পতিলয়ের নারী বাসিন্দাদের বিরদ্ধে জনমত গঠন করে এই উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য পতিতালয়ের জায়গাগুলো এখন লোভনীয় বাণিজ্যিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

মৌলিক মানবাধিকার লংঘনের প্রতিকার চাইতে গিয়ে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল মানবাধিকারের প্রতি আবেদন। এই সময়ে আমরা আবারো লক্ষ্য করলাম গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও নারীদের আলাদা করে দেখার প্রবনতা। এ কারণে ভোটাধিকারসহ নারীর গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আলাদাভাবে সংগ্রাম পর্যন্ত করতে হয়েছিল। এমনকি এখন পর্যন্ত নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সিডো জাতীয় আন্তর্জাতিক আইন করতে হয়। সারা পৃথিবীব্যাপী নারী আন্দোলনের দিকে তাকালে দেখা যায়, যে সমস্ত অধিকারকে আমরা মৌলিক অধিকার বলে জানি সেসব সর্বজন স্বীকৃত অধিকার আদায়ের জন্যও নারীদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে। উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের বেলায় অধিকার আদায়ের আবেদন আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এই আবেদনটি গতানুগতিক পারিবারিক কাঠামোর বাইরে বসবাসরত নারীদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দাবি করে। এই ধরনের নাগরিকের অধিকারের কথা বলার মাধ্যমে আমরা নাগরিকত্বের বহুত্বের ধারণাটির দিকেই নির্দেশ করছি।

এই ক্যাম্পেনে বাসস্থানের অধিকারের কথা জোরগলায় বলা হয়েছিল। পতিলয় গুলোকে বাসস্থান হিসেবে সংজ্ঞয়িত করা একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এর ফলে এই স্থানগুলো শুধু:মাত্র আইনী বৈধতাই পায় না বরং বাড়ি নামক শব্দের সাথে জড়িত সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত পবিত্রতারও স্বীকৃতি পায়। পতিতালয়গুলোকে গৃহ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে এই সত্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, পতিতালয় চত্বরের মধ্যেই শিশুরা জন্মায় এবং বড় হয়। এখানেই মাতৃত্বের সাথে সম্পৃক্ত সব কাজ এব্ং দায়িত্ব পালিত হয়। পতিতালয়গুলোকে গৃহ হিসেবে স্বীকৃতিদানের পাশাপাশি এই সত্যিটাও আমাদের

মনে রাখতে হবে যে এগুলো বৃটিশ আমলে নিবন্ধীকৃত কর্মস্থল। সরকার পতিতালয়গুলোকে 'নিষিদ্ধ' এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এখানে যে দেহব্যবসা চলে দেশের আইনে তাকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। ব্যবসাটিকে আইনী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং বিচারক তার রায়ে এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন (এই বইয়ে মামলাটির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে)। বৈধতা দেহ ব্যবসাটিকে নিরাপরাধীকরণেরও সাহায্য করেছে। আবার অনেকের কাছে এটা ব্যবসার মাধ্যকার বৈধ ও অবৈধ স্তরগুলোকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে। পতিতালয়বাসীরা জোরের সাথে বলেন যে, তারা বাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকেন, এমন কি তারা খুব চড়া হারে ই ভাড়া দিয়ে থাকেন। তাই যেখানে তারা সববাস এবং কাজ করেন সে স্থানের উপর তাদের চুড়ান্ত অধিকারের কথাটি বারবার বলেন।

এই ক্যাম্পেনে অন্য আরেকিটি অধিকারের কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে, সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অধকার। যে মামলা করা হয় সেখানে আইন প্রয়োগকারী এজেপিগুলোকে নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতা এবং উচ্ছেদ অভিযানে অপরাধীদের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য দায়ী করা হয়। এ ভাবে পতিতালয়ে বসবাসকারী নারীই এখন বৈধ বাসিন্দা এবং উচ্ছেদকারীরা অপরাধী। উচ্ছেদকারীদের সাথে একযোগে কাজ করা এবং নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ?তার জন্য সরকারকেই জবাব দিতে হয়েছিল। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমাদের মত দেশে সরকারী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে সেবা এবং সুযোগ সুবিধা দাবি করার প্রথা খুব একটা প্রতিষ্ঠিত নয়। নারীবাদী গোষ্ঠিগুলোর কর্ম পদ্ধতির একটি হরো স্বাস্থ্য অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মতো সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করা, যে সমস্ত ক্ষেত্রে নাগরিক তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এগুলো চিহ্নিত করা এবং এ ধরনের সংস্থাগুলোকে আরো সক্রিয় করার পক্ষে কাজ করা। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দাবি এবং কোর্টে মামলা করা এই প্রক্রিয়ার একটি অংশ। আমরা আশা করি এই ক্যাম্পেন নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্র ও সরকারকে কিভাবে দায়িত্বশীল করা যেতে পারে তার একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে।

তৃতীয় দাবিটি হচ্ছে নারীর কাজের অধিকার এবং পতিতাবৃত্তিকে যৌনকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দান। ক্যাম্পেনে অনুভূত হয় যে, সম্পূর্ণ নাগরিক অধিকার দাবি করতে লে দেহ ব্যবসায় নিয়োজিত নারীদের কর্মী হিসেবে স্বীকৃতির প্রয়োজন। অভিজ্ঞতার আলোকে ই এই স্বীকৃতি চাওয়া হয়েছে। যৌনকর্ম বিষয়ক বহু আলোচনায় নারীকর্মীরা দাবি করেন অর্থের বিনিময়ে যে যৌনকর্ম তরা

করেন তা তাদের কছে কাজ ছাড়া কিছু না। আবারো তারা আনন্দ, কামনা এবং কর্মের মধ্যে পার্থক্য করলেন। আনন্দের জন্য যৌনকর্ম এবং কর্মের জন্য যৌনকর্ম এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা হয়। যৌনকর্মীরা যেতেু বাণিজ্যিক যৌনকর্মকে ব্যবসা হিসেবে দেখে তাই তাদের দাবি ছিঠ তাদের সব রকম স্বীকৃতিই দেওয়া হোক। পাশাপাশি নারীর দেহব্যবসা করার অধিকার সংরক্ষণ এবং নিশ্চিত করা হোক।

পতিতাবৃত্তি বা যৌনকর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

এই ক্যাম্পেনের অন্যতম দুঃসাধ্য দিক ছিল যে, পতিতাবৃত্তি বা যৌনকর্মের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন এক পরিবেশে এটা চালাতে হয়েছিল। এসব দৃষ্টিভঙ্গি বেশির ভাগই এই ক্যাম্পেনের সহায়ক ছিল না। ক্যাম্পেনকে এই সব দৃষ্টিভঙ্গি বাতিলের পাশাপাশি পতিতাবৃত্তিকে অন্য নজরে দেখার একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। পতিতাবৃত্তির প্রতি সর্বাপেক্ষা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নৈতিকভাবে শাস্তিমূলক। পতিতাবৃত্তিকে দেখা হয় পাপ হিসেবে, নৈতিকভাবে ভ্রান্ত অপরাধমূলক একটা কাজ হিসেবে এসব দৃষ্টিভঙ্গি বিপরীতে আবার অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যেখানে পতিতাবৃত্তিকে দেখা হয় নৈতিক 'সেফটিভলব' হিসেবে। অর্থাৎ বিবাহের সীমানার মধ্যে যে সব পুরুষের যৌন বাসনা পূণ হয় না তাদের কামনা চরিতার্থের স্থান হিসেবে পতিবৃত্তিকে দেখা হয়। দুটো দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পর বিরোধী হলেও নারীর যৌন ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে উভয়ের মনোভাব এক। একটা পর্যয় পর্যন্ত বিবাহ বহির্ভূত যে কোনো ধরনের যৌন কর্মকান্ডকে অনৈতিক বিবেচনা করা হয় কিন্তু একই লোকেরা আবার এ ধরনের কাজের জন্য নারীকে ভর্ৎসনা ও পুরুষকে ক্ষমা করতে দ্বিধা করে না। এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি পুষের যৌন চাহিদা নিবারণের জন্য অপেক্ষাকৃত বড় যৌনক্ষেত্রের প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেয় এবং সেই চাহিদা নিবারণের জন্য নারী সমাজের একটি বিশেষ অংশকে বলি দিতেও তারা সম্মত। এইভাবে সৃষ্টি হয় আরেকটি সামাজিক বিভাজন যা বিশেষভাবে নারীর জন্য প্রযোজ্য। এই বিভাজনটি হচ্ছে 'ভাল' এবং 'মন্দ' নারীর মধ্যে। 'ভাল' নারী হচ্ছে মা, স্ত্রী এবং কন্যা। এদেরকে 'লম্পট পুরুষের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

সামাজিক নৈতিকতার আলোকে পতিতাবৃত্তির যৌক্তিকতা নারীকে 'এবং 'মন্দ' অর্থাৎ স্ত্রী এবং পতিতা এবং দুইভাবে ভাগ করেছে। যেসব নারীকে পুরুষরা যৌন লালসা নিবারণের জন্য ব্যবহার করা হয় তারা হয়ে পড়ে করুণা বা সহানুভূতির পাত্রী। পতিতাবৃত্তি বিষয়ক লেখালেখির

ক্ষেত্রে 'সহানুভূতি' বিষয়টিকে বেশি গরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নৈতিক শাস্তর স্থান নিয়েছ এখন দয়া। অপহরণ, প্রতারণা, দারিদ্র বা অসহায়তার গল্পের মধ্যে দিয়ে পতিতাবৃত্তির আসল রুপকে ঢেকে রাখা হচ্ছে। কিন্তু এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনরত যৌনকর্মীদের অবস্থাটা ব্যাখ্যা করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে যৌকর্মীরা দাবি করছেন, কখনো কখনো পতিতাবৃত্তি ভালো জীবন যাপনের জন্য দরকার বা অন্যান্য বিশেষ করে সরকারি 'উদ্ধারকারীদের গৃহীত পুনর্বাসন কর্মসূচির চেয়ে অনেক ভালো। সাহিত্যেও এই সহানুভূতির দিকটির উপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে।

'আইন শৃংখলা' দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টিও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পতিতাবৃত্তিকে একটি অন্ধকার জগত হিসেবে দেখা হয় যার সঙ্গে অপহরণ, পাচার, মানকাসক্তির মতো ব্যাপারগুলো জড়িত। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অল্প ও বেশি বয়স্ক পতিতাদের আলাদাভবে বিবেচনা করা হয়। কম বয়সি পতিতাদের দেখা হয় দয়া ও করুণার পত্রী হিসেবে, বংস্কদের অপহরণ এবং পাচারের সাথে জড়িত হিসেবে দেখা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেসব উদ্ধারকার পরিচালনা কা হয় সেখানে অপরাধ চত্র উদঘাটনের পাশাপাশি পুরুষদের সঙ্গে বয়স্কা নারীদেরকেও অপরাধের হোতা হিসেবে দেখা হয়। যৌনকর্মীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এই পেশার বয়স্কদের সম্পৃক্ততা থাকে বেশি। এই পেশায় বিদ্যমান এই সব বিভক্তি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যৌনকর্মীদের আবাসিক অধিকার ও বৈধতার দাবি প্রতিষ্ঠা করা কত কঠিন। এইসব বিভাজনের মধ্যে থেকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনা বেরিয়ে আসে, সেটা হচ্ছে নারী অপরাধের সংজ্ঞায়ন।

সহানুভূতি ও নিষ্ঠুরতা বিভাজন

বয়স হচ্ছে এই বিভক্তি রেখা। এই পেশায় নারীদের বয়স যত বাড়তে থাকে এবং নিজেরা যখন বাড়ির মালিক বা মাসীতে পরিণত হয় তখন তারা সামাজিক সহানুভূতি হারায় বেং পতিতাবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৈতিক তিরস্কারের ভাগীদারে পরিণত হয়। কাজেই দেখা যায় যে নারী যখন চরম অসহায় অবস্থা থেকে বেরিয়ে কিছুটা ক্ষমতার অধিকারী হয় তখন তারা সহানুভূতি হারায়। লক্ষ্যনীয় যে পতিতাবৃত্তির বাইরেও ক্ষমতাবান নারীদেরকে এই চোখে দেখা হয়।

পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি তা নারীর প্রতি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। সমাজে নারীর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা পরীক্ষা করার একটা উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র পতিতাবৃত্তি।

যৌনকর্মদের প্রতি প্রচলিত দৃষ্ঠিভঙ্গি যদি এই হয়ে থাকে তবে এই বিষয়ে সংহতির অভ্যন্তরীণ দৃষ্ঠিভ্গি দেখা প্রয়োজন রয়েছে। একই সঙ্গে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীরা নিজেদের সমন্ধে কি ভাবেন তা দেখাও খুবই প্রয়োজন। প্রথমত আন্দোলনটি এত দ্রুত চলতে থাকে যে অনেক বিষয়ই আলাদা করে ভাববার সময় পাওয়া যায়নি। বোধ হয় চিন্তাশীল চর্চার এখনই উপযুক্ত সময়। যেখানে অধিকারের বিষয়ে সকলে ছিল সম্পূর্ণ একমত, যেখানে উচ্ছেদ কে দেখা হয়েছিল মানবাধিকারের চরম লংঘন হিসেবে। পূনর্বাসন চেষ্টাকে উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। এবং নারীর অধিকারকে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। আর এটা সম্ভব হয়েছিল গোটা আন্দোলনের পটভূমির কাণে। এই আন্দোলনের পটভূমিতে ছিল তীব্র, সুসংগঠিত ও বলিষ্ঠ এক নারী আন্দোলন। যারা বভিন্ন গোষ্ঠির অধিকার আদায়ে সক্রিয়। সংহতিতে এ আন্দোলনে নতুন যা ছিল তা হচ্ছে আমরা যৌন কর্মীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম, এমন নারীদের জন্য যাদের পেশা করুণা, অথবা নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। অধিকার ইস্যু যেখনে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সেখানে ঐক্য শুধু অর্জিতই হয়নি, তা বহালও ছিল। এর অর্থ কি এই যে, অন্যান্য জটিল প্রশ্নের যেমন নারীর কর্মক্ষেত্র এবং তার সঙ্গে নারীর যৌনতা ও সামাজিক অবস্থানের সম্পর্কের বিষয়গুলো মুখোমুখি হাইনি? কৌশল।গত কারণেই কি আমরা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কিছু স্পর্শকাতর বিষয় এড়িয়ে গিয়েছি যা কিনা দ্বিমত সৃষ্টি করতে পারত?

পতিতালয়ে পুনর্বাসনের আন্দোলনে সেখানকার বাসিন্দা ও কর্মীরা সহানুভূতি অর্জন বা নিজেদের নিরাপত্তার দাবীতে গতানুগতিক যুক্তি তুলে ধরতে কোনো দ্বিধা করেনি। যেখান দারিদ্র, অপহরণ বা বঞ্চনার মতো বিষয়গুলো তুলে ধরা হয় তখন মহিলারা তাদের মৌলিক মানবাধিকারের দাবি উত্থাপন করেছে দ্বিধাহীন চিত্তে। বৈধ পেশা হিসেবে যৌনকর্মের বা দেহ ব্যবসার স্বীকৃতির দাবি প্রশ্নেও তারা সামাজিক নিরাপডত্তা রক্ষা কবচের যুক্ত তলে ধরেছে এবং একই সঙ্গে তারা ‘তাদের সম্পাদিত সমাজ সেবা’ অর্থাৎ দেহ ব্যবসার অধিকার ও তাদের নিরাপত্তা দাবি করছ। আর এভাবে অধিকার আন্দোলন নারীকে তার দাবি আদায়ে লড়াই করতে কিছুটা হলেও শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে।

যে বিষয়ে সম্ভবত এখনও বিতর্ক হতে পারে তা হচ্ছে নারীর প্রতি মনোভাব পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। অধিকার কেন্দ্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে হয়তো যৌনকর্মীদের পতিতালয়ে পুর্নবাসনের তাৎক্ষনিক অভিষানে জয়ী হওয়া যায়, কিন্তু তা পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারী ও যৌনতার সামাগ্রিক ক্ষেত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভড়িঙ্গ পরিবর্তনের কতটুকু কার্যকর সেটাও দেখার বিষয়। সমাজ কাঠামেতে নারীর যৌনতা ও পতিতাবৃত্তি যা কিনা সমাজে নারীর অবস্থানকে সুসংহত করে। এই বিষয়ে প্রচলিত ধরণা সম্পর্কর্কে এ পর্যায়ে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। পতিতাবৃত্তি বিবাহ বা একগামিতা ভাবধারার সঙ্গে অভিন্ন বিয়েকে মুদ্রার একপিঠ ভাবা হলে পতিাতবৃত্তিকে তার উল্টোপিঠ ভাবা যায়। যৌনকর্মে নিয়োজিত নারীদের জন্য যৌবন এবং সৌন্দর্য এনে দেয় উপরি পাওনা। অনেক যৌন কর্মীর কাছে বার্ধক্যকে মনে হয় নির্মম ভাগ্য। এটা গোটা অভিযানে আমরা আরও দেখেছি যে নারী কেবল করুনা বা নিষ্ঠুরতা পাত্রী নয় বরং তারাও জীবনধারনের নিত্য সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত মানুষ। বয়স তার নিজের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়, পতিতালয়ে কোনো কোনো বয়স্ক নারী নিজেই ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নের অধিকারপ্রাপ্ত হয়। উত্তর আধুনিক নারীবাদী বিতর্কে পতিতাবৃত্তিকে অবাধ যৌন অভিব্যক্তির স্থান হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু পতিতাবৃত্তিতে জড়িত নারীদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে যে এই ব্যবসায়ের বাইরের নারীদের চেয়ে তারা অধিক বা কম যন্ত্বাধীন নয়। ব্যবসায়িক যৌনতার সঙ্গে স্বেচ্ছা যৌনকর্মের অর্থাৎ প্রেমিক অথবা বিশেষ খদ্দেরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা পার্থক্যকরণের প্রবণতা দেখা গেছে। যৌনকর্মীদের মধ্যেও যৌনবাসনার বিষয়টি একগামিতা ও বিপরীত লৈঙ্গিক যৌনতার উপর নির্ভর করে। সমকামিতার বিষয়টি খুবই বিরণ। পতিতাবৃত্তিকে নারী যৌনতা মুক্তির স্থান বা প্রচলিত রীতিনীতর অনুমোদিত স্থান হিসেবে বিবেচনা করা কঠিন। বাস্তবিক পক্ষে এটা মনে হয় বিবাহের অপর পিঠ, এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে নারীরা কাজ কর যৌনজীবী হিসাবে।

বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে কীভাবে ভিন্নমত পোষণ করে তাও দেখার বিষয় ছিল। বিভিন্ন অবস্থান থেকে আমরা একটি মঞ্চে সমবেত হই। সমবেতদের কিছু এসেছিলণ সেবা প্রদান সংস্থা থেকে যারাপ এইচ আই ভি/এইডস সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মরত, অন্যরা ছিল মানবাধিকার আইন সংস্থা থেকে যারা আইনের দৃষ্টিতে কাজ রে এবং এরা এসেছিল নারী সংগঠন থেকে যারা সামগ্রিকভাবে নারী মুক্তি এবং অধিকার আদায় সংগ্রামে লিপ্ত। উচ্ছেদ পক্রিয়ার বিধিবহির্ভূত ও অপরাধ প্রকৃতি বুঝতে অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের সাহায্য করেছে। এবং এর জন্য সমাজের সর্বশস্তরের মানুষকে নাগরিক গণতান্ত্রিক নেটওয়ার্কে নিয়ে আসা হয়েছিল।

পুর্নবাসন প্রশ্ন

যৌনকর্মীদের অধিকার অভিযানে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীদের প্রতি আমাদের মনোভাবও পরিস্কার হয়ে যায় এবং তাদেরকে সহকর্মী হিসেবে একটি মর্যাদার স্থানে স্থাপন করতে সক্ষম হই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে যে সংবিধান রয়েছে সেখানে এবং আন্তর্জতিক দলিলগুলোতেও পতিতাবৃত্তির বিষয়টি অস্পষ্ট। সংবিধানে পেশাটির ক্রমিক অবসান সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেমন বলা হয়েছে 'সিডো' বা নারীর প্রতি সকল বৈষম্যের বিলোপ সাধন- বিষয়ক চুক্তিতেও। এই জাতিসংঘের দলিলকে সামনে রেখে সদস্য দেশগুলো নারীর অধিকার সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করে থাকে। কোনো দেশের জাতীয় সংবিধি অথবা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কোথাও যৌনকর্মীদের অধিকার বিষয়টি আলোচনা করা হয় না। সরকারি পুনর্বাসন দেশীয় আইন বা আন্তর্জাতিক সমঝোতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সরকার কখনও পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না, বরং এটিকে একটি অমিমাংসিত বিষয় হিসেবে রেখে দেয়। এ কারণে যৌন কর্মী হিসেবে নিরাপত্তা দাবি করা নারীদের জন্য কতঠিন। সকলের সম্মিলিত যুক্তি হচ্ছে এই সব নারী দুর্ভগ্যজনক অসৎপথে পরিচালিত হয়েছে। এদেরকে সমাজে পুনর্বাসনের জন্য ব্যবস।থা গ্রহণ করতে হবে। সকলেই অবাক হয়ে যায় যখন তারা দেখে যে পুনর্বাসিত নারীরা ভবঘুরে আশ্রমে থাকার অথবা সেলাই জাতীয় অর্থনৈতিক পেশার প্রশিক্ষণ গ্রহণষ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

পুনর্বসনের নামে কী ব্যবস্থা করা হয়েছে তা দেখা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে দেখা যায় উচ্ছেদকৃত নারীদেরকে যে সব ভবঘুরে আশ্রমে প্রেরণ করা হয়েছিল সেখানে তারা ছিল মানবেতর অবস্থায়। পুনর্বাসনের গীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা কখনো নেয়া হয়নি। পতিতালয় উচ্ছেদ এবং এর বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের ইতিহাসে এ যাবৎ যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সেগুলো হচ্ছে ক. গতানুগতিক নারী কর্মে দক্ষতা অর্জন, যেমন সেলাই করা, খ. কোনো কিছু সরবরাহের মাধ্যমে অন্য পেশায় সহজে উত্তরণ, যেমন সেলাই মেশিন প্রদান এবং গ. বিবাহ। এর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। দক্ষতা অর্জন এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বলা যায় যে এই দক্ষতা চাকরির বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্থিক সুবিধা প্রদান করে না। একটি সেলাই কল হলেই একটি

দার্জির দোকান হয়ে যায় এমনটি মনে করা খুবই অবাস্তব। দেখা গেছে যে সব মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়া হলো তাদের স্বামীরা তাদেরকে পতিতা হিসেবে ব্যবহার করে। স্বামীরাই দালালে

রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রে যৌনকর্মী হিসেবে পরিচিত নারীদের বিশেষ কি অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয় তা বিবেচনা করা হয়নি। যেমন পোশাক শিল্পে নিয়োগের ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য শ্রমিকদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। এ ছাড়া তাদের অতীত ইতিহাস তাদেরকে নতুনভাবে যৌন শোষণের দিকে ঠেলে দিতে পারে। যৌন কর্মীদেরকে চাকুরির বাজারে সকলের জন্য সুবিধা সীমিত।

১৯৯৯ সনের আন্দোলনে পুনর্বাসনের সঠিক ধারণাকেই মুখ্য করে তোলা। এবারের দাবি ছিল পতিতালয়ের মধ্যেই পুনর্বাসন, সেখানেই পতিতাদের বাসস্থানের অধিকারের দাবি এবং পতিতাবৃত্তিতে যে নারীরা নিয়োজিত তারা এই দেশেরই নাগরিক তাই তাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকারের দবি। আগে যৌনকর্মীরা সামাজিক পুনর্বাসনের কথা বলেছেন, এইবার সামাজিক পুনর্বাসন বলতে কি বোঝায় তা স্পষ্ট ছিল। একটি স্তরে সামাজিক পুনর্বাসনের অর্থ হচ্ছে যে যাই হোকনা কেন তার শির উচু করে দাড়াবার ক্ষমতা এবং সমাজের সদস্য হিসেবে মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রাপ্তিহ। বর্তমানে অবস্থায় এই স্বীকৃতি হচ্ছে যৌনকর্মী বলে পরিচিত নারীদের অধিকার, যে সব নারীরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিজেদের অর্তে পরিচালিত। অভিযানের অন্যতম বলিষ্ঠ বিবৃতি ছিল, "আহার বা বাসস্থানের জন্য আমরা পরর্ভিরশীল নই, কাজেই আমাদেরকে আমাদের মত থাকতে দিন।" আর্থিক স্বাধীনতার এই দৃঢ় উক্তি যৌন কর্মীদের একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থানে বসায় এবং তা পুনর্ভাসন চেষ্টাকে সক্রিয় করতে দিকনির্দেশনা দয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে না।

তারপরেও যে প্রশ্নটি অমিমাংসিত থেকে যায় তা হচ্ছে- যৌনকর্ম মর্যাদা ও বৈধতা সম্পর্কিত। আমাদের সংবিধানে বা জাতিসংঘ ডকুমেন্টেও তার সমাধান নেই। ক্রমান্বয়ে এই পেশার নির্মলের আভাস দেয়া হয়েছে। পতিতাবৃত্তি বা যৌনকর্ম সমস্যা হিসেবে থেকে যায় শুধুমাত্র এর শোষণমূলক চারিত্রের জন্য নয়, বরং এর বিশেষ যৌন প্রকৃতির কারণেও। এই ক্ষেত্রে টিকে আছে পুরুষের যৌনক্ষধা নিবারণের জন্য, এটি এমনই একটি জায়গা যেখানে যৌন আকাঙ্খা বাজারজাত হয়। যেখানে নারীর পরিতৃপ্তি কোনো বিষয় নয় বরং যেখানে নারীর দেহভোগ নগ্নরূপে প্রকাশ পায়। সরকারি পুনর্বাসন প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয় কেননা এগুলো খুবই অবাস্তব এবং এতে যৌনকর্মীকে দেখা হয় করুণার পাত্রী অথবা নৈতিক অপরাধী হিসেবে। যে পদক্ষেপটি সবার আগে নেয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে, যৌনকর্মীদের পতিতালয়ে পুনর্বাসন। পতিতালয় এবং এদের অধিবাসিদের জন্য ভবিষ্যত একটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা।

সংহতি গঠন করে আমরা যা অর্জন করেছি তা হলো সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের এই দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে এবং সরকারের নীতিনির্ধাণে যৌনকর্মীদ আন্দোলনে কর্মীদের যুক্ত করতে। সংহতি গঠন করে আমরা যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছি তা আরো দৃঢ় হবে এবং অধিকার আদায়ের সাথে সাথে নারীর কর্ম, অবস্থান এবং যৌনতা প্রশ্নে আমরা আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯৯১ সালে সালে পত্রিকা মারফত জানা যায় যে, নারায়নগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিালয়ে উচ্ছেদের হুমকি চছে এবং সেখানকার যৌনকর্মীরা নিজেদের উদ্যোগে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছে। এই খবর প্রকাশের সাথে সাথেই নারীপক্ষ'র কয়েকজন সদস্য টানবাজারে উপস্থিত হন বেং যৌনকর্মীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন।

১৯৯৯ হসালে টানবাজার ও নিমতলীর প্রায় ৩০০০ তিন হাজার এবং তাদের পরিবারকে অমানবিকভবে উচ্ছেদ করা হয়। এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়াটির পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে সামাজিক প্রেক্ষাপটে পতিতা বা ঘৃণিত অন্ধকার জগৎ সৎম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা বা অবজ্ঞাকে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে আশার বিষয় এই যে, এই চরম মানবাধকার লংঘনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৮৬টি মানবাধি:কার এবং নারী অধিকার আন্দোলরে কর্মীরা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'সংহতি' নামের একটি মানবাধিকার মোর্চা রূপ নিয়েছে। সংহতি গঠরে পূর্বে যৌনকর্মীদের নানাভাবে নারী সংগঠনদের সাথে নানা প্রকার সংযোগ ঘটেছে।

১৯৯১ সালে সালে পত্রিকা মারফত জানা যায় যে, নারায়নগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ে উচ্ছেদের হুমকী চলছে এবং সেকানকার যৌনকর্মীরা নিজেদের উদ্যোগে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছে। এই খবর প্রকাশের সাথে সাথেই নারীপক্ষ'র কয়েকজন সদস্য টানবাজারে উপস্থিত হন এবং যৌনকর্মীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন। নারীপক্ষ'র আহ্বানে টানবাজারের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ৯টি সংগঠনের অংশগ্রহণে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। এই সমন্বয় কমিটির সদস্য সংগঠন হরো- নারীপক্ষ, সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয মহিলা আইনজীবি সমিতি, ফুলকি, ন্যায় ও শান্তি কমিশন, শান্তি ও ন্যায়ের বিচার আন্তঃধর্মীয় পরিষদ, বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশান, গণতান্ত্রিক নারী আন্দোণ এবং নারীমৈত্রী। এই কমিটিপর মূল উদ্দেশ্য ছিল টানবাজার পতিতালয়ের নারী সমাজের প্রতি যে হুমকির সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা। এই সমন্বয় কমিটির সদস্যরা টানবাজারের নারীদের আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন। নারী তার ইচ্ছামত পেশা বেছে নিতে পারবে, পুণর্বাসনের নামে উচ্ছেদ করা চলবে না, এবং যৌনকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার দাবি আদায় ইত্যাদি বিষয়ে যৌনকর্মী এবং মানবাধিকার কর্মীরা একত্রে মিলে নারায়নগঞ্জ শহরে পোস্টারিং করেন। ততদিনে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাদের পুনর্বাসনের নামে উচ্ছেদ বিষয়ে বিভিন্ন খবর প্রকাশিত হচ্ছিল। তবে নারায়নগঞ্জের যৌনকর্মীরা নিজেদের উদ্যোগে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় তাদের উপর এই হুমকি বন্ধ করেন। ঐ বছরে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মিছিলে যৌনকর্মীরা নিজেদের ব্যানারে অংশগ্রহণ করেন। নারীপক্ষ যৌনকর্মদের মানবাধিকার রক্ষা বিষয়ে একটি মুক্ত আলোচনার আয়োজন করে এবং এই মুক্ত আলোচনায় টানবাজারের যৌনকর্মীরা এসে নিজেদের বক্তব্য রাখেন।

পুনর্বাসনের প্রশ্নে তারা পরিষ্কারভাবে বলেন তারা সামাজিক পুনর্বাসন চান। তারা তাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন সমাজ তাদের পুনর্বাসনের কতা বললেও তাদের আলাদা দৃষ্টিতে দেখে যে কারনে তারা পুনরায় এই পেশায় ফিরে আসেন।

১৯৯৭ সালের ১২ মে স্থানীয় কমিশনার, এক সময়ের কান্দুপট্রির অধিপতি হোসেন মোল্লার নেতৃত্বে তথকথিত পঞ্চায়েত কমিটি নামে একটি সংঘবদ্ধ চক্র সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র ইংলিশ রোডস্থ কান্দুপট্রির পতিতাদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে পতিতালয়ে অবস্থানরত নারী ও শিশুদের উচ্ছেদ করে। তাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালায় এবং সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদ লুটপাট করে নিয়ে যায়। এই সংবাদ পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরে নারীপক্ষ'র টিকানা কয়েকজন মেয়েদের হাতে দিয়ে এসেছিলেন। সেই ঠিকানা দেখেই কান্দুপট্টি থেকে উচ্ছেদকৃত মমতাজ বেগম নামে একজন যৌনকর্মী নারীপক্ষ অফিসে আসেন এবং সকল ঘটনা বলেন। এ সময়ে কান্দুপট্টির উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীরা পতিতা সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি কমিটি গঠন করে প্রেসক্লাবে অবস্থান শুরু করেন। এই সংগ্রাম পরিষদকে সামনে রেখে নারীপক্ষ এবং বেশ কিছু মানবাধিকার সংগঠন মিলে সংহতি প্রকাশ করে এই আন্দোলনের সাথে যেগা দেয়। ১০টি নারী ও মানবাধিকার সংগঠন মিলিতভাবে কান্দুপট্টি নারী ও শিমু সংহতি পরিষদ নামে একটি কমিটি গঠন করে। তারা ১৯৯৭ সালের ২৩ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করে এবং প্রাধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মেয়রের কাছে স্বারকলিপি পেশ করে। এই কমিটিই বিভিন্ন সময়ে সমাবেশ এবং সংবাদ সম্মেলন করে। নারীপক্ষ'র উদ্যোগে কান্দুপট্টি থেকে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের নিয়ে একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় এবং বাংলাদেশে প্রথম উল্কা নামে যৌনকর্মীদের একটি সংগঠনের সূত্রপাত হয়। এরপর থেকে উল্কা নারী সংঘ বিভিন্ন কাজ করে আসছে। অন্যদিকে 'কেয়ার' এইচ আই ভি/এইডস এর কাজ করতে গিয়ে ঢাকায় ভাসমান যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করছিল। নারী মৈত্রী এবং বি ডাব্লিও এইচ সি যৌনকর্মীদের সাথে অনুরূপ প্রকল্প চালাচ্ছিল। নারীপক্ষ'র নেতৃত্ব এ সময় ভাসমান যৌনকর্মী এবং কর্মরত উন্নয়ন সংস্থাগুলো উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

প্রায় ২ বছর পর আবার টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ের যৌনকর্মীদের উপর পুনর্বাসনের নামে উচ্ছেদের হুমকি আসে। এ সংবাদ পর পর কয়েকদিন বিভিন্ন দৈকি পত্রিকায় প্রকাশিত

হয়। জেসমিন নামে একজন যৌনকর্মী মারা যায় এবং তার লাম দাফর করা নিয়েও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হতে থাকে।

তারপর থেকেই ছড়িয়ে পড়ে যৌনকর্মদের মধ্যে আতংক। এক পর্যায়ে কয়েক দফায় নারীপক্ষ'র সদস্য এবং কমীরা টানবাজারে যান এবং যৌনকর্মীরা যেন ভয় পেতে তাদের আবাসস্থল ছেড়ে চলে না যান সে বিষয়ে তাদের সাহস যোগান। যৌনকর্মীরা নারী সংগঠন ও মানবাধিকার সংগঠনগুলার কাছে কি ধরনের সহযোগিতা আশা করে তা জানতে চাওয়া হয়। তখন কয়েকজন যৌনকর্মী জানান যে নারায়নগঞ্জের স্থানীয় পত্রিকায় তাদের সম্পর্কে ভুল সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাই ঢাকার পত্রিকায় যেন তাদের সটিক তথ্য প্রকাশ করা হয় এ থেকে শুরু সংহতির যাত্রা। প্রধান কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে।

- ১৪ জুলাই ১৯৯৯ সালে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকার সিডাপ মিলনায়তে কয়েকটি যৌনকর্মদের সংগঠনের উগ্যোগে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ভাবে ৮টি মানবাধিকার সংগঠন টানবাজারের মেয়েদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে।
- ২২ জুলাই '৯৯ সংহতি'র সমাবেশ ও ওসমানি উদ্যাগ থেকে প্রেসক্লাব পর্যন্ত মিছিল, প্রদানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে দেয়া হয়। ঐ দিনই যৌনকর্মীরা তাদের পুণর্বাসন করলে কিভাবে করবে তার একটি ব্যাখ্যা তেরি করেন।
- ২৩ জুলাই সরকারি ঘোষণা অনুযঅয়ী গভীর রাতে টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ে অবস্থিত ৪৩০০ যৌনকর্মীদের পুলিম ও স্থানীয় প্রশাসন জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে কিছু যৌনকর্মীকে ভবঘুরে কেন্দ্র নিয়ে যায়। এই চরম মানবাধিকার লংঘনের প্রতিবাদ করে আন্দোলনের জন্য ৮৬টি সংগঠন মিলে 'সংহতি' নামে কেটি মানবাধিকার মোর্চ গঠন করে। তারপর তেকে সংহতির নেতৃত্বে নানা প্রকার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।
- ২৪ জুলাই '৯৯ যৌনকর্মী সাথীর মা বাদী হয়ে তার মেয়ের জন্য হাইকোর্টে একটি রীট আবেদন করেন।
- প্রদানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে স্বারকলিপি প্রদান করা হয়।
- জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের প্রদান মেরী রবিনসনকে চিটি প্রদান করা হয়।

- ২৫ জুলাই '৯৯ টানবাজার ও নিমতলীতে অমানবিক আক্রমণ ও উচ্ছেদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করা হয়।
- ৯ জুলাই '৯৯ জাতিসংঘের কার্যালয়ে যৌনকর্মীদের বিক্ষোভ ও জাতি সংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির আবাসিক প্রতিনিধি ডেভিড লকউডের সাথে যৌনকর্মীদের সাক্ষাত হয়।
- ৩০ জুলাই '৯৯ নারায়নগঞ্জের টানবাজার এলাকায় সংহতি'র পক্ষে মানবাধিকা কর্মীদের প্রতিকী মৌন প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়।
- ৩১ জুলাই '৯৯ পরিকল্পনা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত সুশাসন বিষয়ক সেমিনারে প্রতিকী প্রতিবাদ করা হয়।
- ১ আগস্ট '৯৯ ডেভিড লকউডের সাথে সংহতি'র সদস্যদের বৈঠক হয়।
- ১ আগস্ট '৯৯ সংহতির'র পক্ষে ৫টি সংগঠন বাদী হয়ে যৌনকর্মদের পক্ষে হাইকোর্টে একটি রীট আবেদন করে।
- ৩ আগস্ট '৯৯ সমাজ সেবা অধিদপ্তরের সাসনে প্রতিকী প্রতবাদ করা হয়।
- ৪ আগস্ট '৯৯ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এর মহাপরিচালকের উদ্যোগে এন জিও প্রতিনিধিদের সাথে যৌনকর্মীদের বৈঠক হয়। সে বৈঠকে সংহতি'র মোট ১০টি সদস্য সংগঠন অংশ নেয়।
- ৫ আগস্ট '৯৯ হোটেল সোনারগাওয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে হোটেল সম্মুখে প্রতিকী প্রতিবাদ করা হয়।
- ৮ আগস্ট '৯৯ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সম্মুখে প্রতিকী প্রতিবাদ করা হয়।
- মুক্তাঙ্গনে যৌন নিপিড়ন প্রতিরোধে মঞ্চে আহুত প্রতিবাদ সমাবেশে যোগদান করা হয়।
- ১০ আগস্ট '৯৯ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের অনুরোধক্রমে ৪/৮৯৯ এর সভা সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও যৌনকর্মদের জন্য কর্মসূচি সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান করা হয়। নারীপক্ষ, এডাব ও বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা এতে উপস্থিত ছিল।
- ১০ আগস্ট '৯৯ পুলিম সদর দপ্তরের সামনে মানবাধিকার কর্মীদর উপর হামলা ও অশোভন আচরণের প্রতিবাদের সংহতি'র সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৭ আগস্ট '৯৯ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সামনে প্রতীকী প্রতিবাদ করা হয়।

- ১৯ আগস্ট '৯৯ বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সামনে প্রতিকী প্রতিবাদ করা হয়।
- ৯ সেপ্টেম্বর '৯৯ যৌনকর্মীদের মানবাধিকার লংঘন ও বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে সংহতি'র সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- ৯ ডিসেম্বর '৯৯ মানবাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে যৌনকর্মীদের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৮ মার্চ ২০০০ মহামান্য হাইকোর্ট টানবাজার ও নিমতলী যৌনকর্মীদের পক্ষে রায় ঘোষণা করেন।
- ৩০ মার্চ ২০০০ টানবাজার ও নিমতলীতে অবস্থিত পতিতাপল্লী অবৈধ উচ্ছেদ সংক্রান্ত রিট আবেদনের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংহতি আয়োজিত বিষয় সমাবেশ ও বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
- এপ্রিল ২০০০ মহিলা সংসদ সদস্য তাসমিমা হোসেন জাতীয় সংসদের পয়েন্ট অব অর্ডারের সুযোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ও স্বারাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, পতিতাদের পুনর্বাসন করার নামে তাদেরকে পতিতালয় থেকে উচ্ছেদ করবেন না।
- ২১ মে ২০০০ স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে স্বাক্ষাৎ করা হয়।
- ২৪ জুলাই ২০০০ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতীকী অবস্থান এবং যৌনকর্মীরে বর্তমান অবস্থানের উপর গবেষণার সারমর্ম উপস্থাপন করা হয়।
- সংহতি'র পক্ষ থকে বর্তমান আইজিপি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়।

সংহতি'র সদস্য তলিকা

১. বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম
২. বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা
৩. বাংরাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন
৪. নারী মৈত্রী
৫. নারীপক্ষ

৬. কনসার্ন বাংলাদেশ

৭. কোয়ালিশন ফর দ্য আরবান পুওর

৮. কেয়ার বংলাদেশ

৯. উৎস বাংলাদেশ

১০. হটলাইন বাংলাদেশ

১১. উইমেন ফর উইমেন

১২. আইন ও শালিশ কেন্দ্র

১৩. লিগ্যাল এ্যাওয়ারনেস ফোরাম

১৪. বাউশি

১৫. বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ

১৬. বাংলাদেশ শিশু অদিকার ফোরাম

১৭. অধিকার

১৮. বিবর্তন

১৯. ফুলকী

২০. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র

২১. বাড্ডা সেলফ হেলপ সেন্টার

২২. স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট

২৩. নারী উদ্যোগ কেন্দ্র

২৪. থিয়েটার সেন্টার

২৫. প্রদীপন

২৬. সোসাল এ্যাডভান্সমেন্ট এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম

২৭. এ্যাসোসিয়েশন ফর সোসাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা)

২৮. সেন্টার ফর রিহেবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইজড

২৯. কনসার্নড উইম্যান ফর ম্যামিলি প্ল্যানিং

৩০. ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার

৩১. জাতীয় প্রতিবন্ধি ফোরাম (NFOWD)

৩২. প্রদ্দীপন

৩৩. ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স

৩৪. ইনস্টিটিউট অব ডেমোকেটিক রাইটস

৩৫. শিসউক

৩৬. প্রত্যয়

৩৭. ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ

৩৮. এস. টি. ডি/এইডস নেটওয়ার্ক

৩৯. সপ্তডিংগা

৪০. প্রশিকা

৪১. রুরাল হেলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সাসাইটি

৪২. শৈশব বাংলাদেশ

৪৩. অর্গানাইশেন ফর মাদারস এন্ড ইনফেন্টস

৪৪. দুর্জয় নারী সংঘ

৪৫. উল্কা নারী সংঘ

৪৬. মুক্তি নারী সংঘ

৪৭. বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা

৪৮. ভি, এইচ, এস, এস

৪৯. সাপর্ভ

৫০. দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র

৫১. বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ

৫২. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি

৫৩. পার্টিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট এ্যাকশন প্রোগ্রাম

৫৪. নারী উন্নয়ন শক্তি

৫৫. অপরাজেয় বাংলাদেশ

৫৬. সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ফর দ্যা পুওর

৫৭. সোসাইটি ফর এনভায়রনমেঞ্চন্ট এন্ড হিউমেন ডেভেলপমেন্ট

৫৮. অক্সফাম বাংলাদেশ

৫৯. ব্র্যাক

৬০. মনীষা

৬১. ইন্টিগ্রেটেড সোসাল ডেভেলপমেন্ট এফোর্ট

৬২. সি.সি.ডি.বি.

৬৩. সিডার

৬৪. নারী মুক্তি ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা

৬৫. চুপড়িয়া মহিলা সমিতি, সাতক্ষীরা

৬৬. পটুয়াখালি মহিলা উন্নয়ন সমিতি, পটুয়াখালী

৬৭. সাহপুর মহিলা উন্নয়ন সংস্থা

৬৮. মহিলা কল্যাণ সমিতি, পিরোপজপুর

৬৯. ঠাকুর লক্ষীকুল দুঃস্থ নারী কল্যাণ সমিতি, নাটোর

৭০. পল্লী স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংস্থা, বগুড়া

৭১. অনন্য সমাজ কল্যাণ সংস্থা, পাবনা

৭২. মাহিগঞ্জ চক বাজার মহিলা কল্যাণ সমিতি, রংপুর

৭৩. মুক্তাগাছা বহুমুখী সমাজ কল্যাণ মহিলা সমিতি, ময়মনসিংহ

৭৪. তরঙ্গ মহিলা কল্যাণ সংস্থা লেডিস ক্লাব, জামালপুর

৭৫. দিরাই থানা নারী কল্যাণ সংস্তা, সুনামগঞ্জ

৭৬. গুনাগারী মহিলা সমিতি, চট্টগ্রাম

৭৭. শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, শরীয়তপুর

৭৮. সুনামগঞ্জ থানা মহিলা বহুমুখী কুটির শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, সুনামগঞ্জ

৭৯. সোসাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, বরিশাল

৮০. বিটা, চট্টগ্রাম

৮১. সংকল্প, বরগুনা

৮২. মিলনপুর মহিলা সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম

৮৩. ছিন্নমূল মহিলা সমিতি, গাইবান্ধা

৮৪. এ্যাসিসটেন্স ফর স্লাম ডয়েলারস

৮৫. সি এ টি ডাব্লিউ, বাংলাদেশ

৮৬. অক্ষয় নারী সংঘ

তৃতীয় অধ্যায়

উচ্ছেদের হুমকি থেকে উচ্ছেদ এর পরবর্তী সময় পর্যন্ত সংহতি বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যায়। বিষয়টি গুরুত্ব, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরির জন্য সংহতি আয়োজন করে সমাবেশসহ সাংবাদিক সম্মেলন। এরই অংশ হিসেবে দেশে ও দেশের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করার জন্য চিঠি প্রদান করা হয়।

এ অংশে সে সব চিঠি, ইশতেহার ইত্যাদি সংকলন করা হয়েছে।

১৪ই জুলাই ১৯৯৯
৩০ আষাঢ় ১৪০৬

সম্মানিত সাংবাদিক ভাইবোন,

আসসালামুআলাইকুম,

আজ আমাদের ডাকে আপনাদের এই সভায় উপস্থিত দেখে আমরা আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। পূর্বেও আপনারা বারবার আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আপনাদের সহায়তায় আমাদের মত নারীদের কথা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা সম্ভব। তা নাহলে আমাদের নাগরিক অধিকার, মানবিক অধিকার ক্ষমতাশীলদের চোখের ইশারায় পুলিশ এবং তাদের বাহিনীর কাছে বার বার পদদলিত হয়।

নারায়নগঞ্জ টানবাজার পতিতালয় এখন একটি মূল্যবান ব্যবসায়িক এলাকা। এই এলাকায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্শীয় প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমরা নিয়মিত চাদা দিয়ে থাকি কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, নানা সময়ে তাদেরই স্বার্থ হাসিলের জন্য আমাদের হামলা করে। এবারও তাই হচ্ছে। চাদা এবং ক্ষমতার ভাগাভাগিতে ক্ষমতাশীলদের কোন্দলের শিকার আমরা। বাড়ির মালিকরা হয়তো সহজে আমাদের শ্রমে গড়া সম্পদ নিয়ে এখন আমাদের এই পেশা বনধ করার কথা স্বীকার করতে পারেন, কিন্তু আমরা এ সমাজে ঠাই পাই না। এখন সুযোগ পেয়ে আমাদের পুর্ণবাসনের নামে উচ্ছেদ করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাচ্ছে। আমাদের ভোটে নির্বাচিত সরকার তার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা আমাদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন না করে দলীয় রাজনীতির ইচ্চাকে বাস্তবায়ন করছে। যদি সত্যি পতিতাদের পুনর্বাসনের ইচ্ছা সরকারের থাকে তবে ৩ বছর আগে কান্দুপট্টির যে পতিতালয়টি সন্ত্রাসীরা উচ্ছেদ করেছে তাদের পুণর্বাসন দিয়েই শুরু করুন এবং আমাদের এই পেশায় আসার মূল কারণ খুজে বের করা উচিৎ সেখান থেকেই কাজ শুরু করুন আমাদের বাড়ি ঘর থেকে বিতাড়িত না করে। কান্দুপট্টি পতিতালয় উচ্ছেদ করা হয়েছে কিজন্তু তিন বৎসরের মধ্যে তাদের কোনো পুণর্বাসন করা হয় নাই। তারা রাস্তা ঘাটে এখনও একই পেমায় নিয়োজিত। তাদের প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নির্যাতনের মাত্রা কান্দুপট্টিতে বসবাসরত অবস্থার চেয়ে এখন অনেক বেশি বেড়ে গেছে। বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে এবং কর্মস্থলে এরা অনেকেই যৌন রোগের আক্রমণের শিকার। যে সরকার ঝস্কুলে যাবার পথে, অফিসে আদালতে নিজ বাড়িতে শিশু থেকে বৃদ্ধ নারীর

ধর্ষণ রোধ করতে পারে না সেই সরকার আমাদের নির্দিষ্ট এলাকা থেকে নিয়ে গিয়ে কি পুণর্বাসন দিবে?

আপনারা জানেন যে, শতাধিক বছর পূর্বে টানবাজারের এই এলাকয় পতিতা পল্লি হিসেবে গড় উঠে। বংশ পরম্পরায় আমরা অনেকেই এই পল্লিতে বসবাস করছি। আমরা অনেক নারী শুধুমাত্র বেচে থাকার তাগিদে এই পল্লীর জীবিকাকে নিরুপায় হয়ে বেছে নিয়েছি। অনেকে নানা প্রতারকের মাধ্যমে জীবিকার সন্ধান করতে এসে পৌছেছে এ পল্লীতে। অনেকে আবার প্রেমিক বা স্বামীর দ্বারা প্রতারিত হয়ে এই জীবিকা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের এই অসহায়ত্বের সুযোগে নানা ধরনের লোক আমাদের থেকে প্রতিদিন চাদার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করছে।

টানবাজারে বসবাসকারী কয়েক হাজার মহিলাকে পুনর্বাসনের নামে ভবঘুরে কেন্দ্র কিংবা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানোর প্রস্তাব অযৌক্তিক। কারণ- প্রচুর ভিক্ষুক রাস্তা ঘাটে ঘুরে বেড়ায় যাদের এই আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠানো প্রয়োজন। অনুরূপভাবে লক্ষাধিক বেকার ছেলে বা মেয়ে দেশে আছে যাদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান করা প্রয়োজন। তা না হলে আরো অনেক মেয়েই পেটের জন্য এই পেশা বেছে নিতে বাধ্য হবে।

আমরা দেহ ব্যবসার মাধ্যমে যে অর্থ আয় করি তা দিয়ে আমাদের সন্তান, বাবা, মা, ভাই বোনদের খাওয়া ও লেখা পড়ার খরচ বহন করি, কিন্তু এখান থেকে উচ্ছেদ হলে গোটা পরিবারটিই অসহায় অবস্থায় পড়বে। এই ধরনের পুনর্বাসনে আমরা এই যৌন পেশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো না, সমাজই আমাদের গ্রহণ করবে না বরং সমগ্র দেশে এবং সমাজে দেহ ব্যবসা ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে। পরবর্তীতে আমাদের একই পেশায় নিযুক্ত থাকতে হবে। কারণ এই ধরনের পুর্ণবাসন প্রকল্প সম্পূর্ণ ব্যাক্তি বা গোষ্ঠির স্বার্থ রক্ষার জন্যই।

হাজার বৎসরের পুরাতন এই পতিতালয়টি উচ্ছেদ হলে এই হাজার হাজার মেয়ে রাস্তায় এবং শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে, সঙ্গে দালাল এবং অন্যান্য ব্যক্তিও দেশময় ছড়িয়ে পড়বে। এই সকল মেয়েদের জন্য কল্যাণকর কাজ পতিতালয় কেন্দিক হলে সরকারের পক্ষে দালাল এবং অন্যান্য শোষণকারীদের নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হবে। অথচ বর্তমানে পুণর্বাসন পরিকল্পনায় আমরা যতদুর বুঝতে পারছি যে, এই এলাকায় আমাদের একসাথে বসবাস করতে না দিয়ে বিচ্ছিন্ন করাই এর উদ্দেশ্য।

যে সকল সংগঠন স্বাস্থ্য ও এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ে উক্ত এলাকায় কাজ করছে এই পুনর্বাসনের ব্যাপারে তাদের সাথেও কোন যোগাযোগ, পরামর্শ করা হয়নি। এখন পর্যন্ত আমাদের জন্য যৌন রোগ ও এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়েই। এই সকল মেয়েদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান প্রায় অসম্ভব। যারা ইতিমধ্যে এই পেশায় রয়েছে, তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে শিশুদের সুষ্ঠ এবং উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা করলে অনেকেই বংশ পরম্পরায় এই জীবিকা বেছে নিতে বাধ্য হবে না। পর্যায়ক্রমে এই পেশা কমিয়ে আনা সম্ভব। উচ্ছেদ করে এই পশার শুধুমাত্র স্থান পরিবর্তন হবে পেশার কোনো পরিবর্তন হবে না। এর যথেষ্ঠ প্রমাণ পূর্বে উচ্ছেদকৃত পতিতালয়ের বাসিন্দাগন। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা নিজ ইচ্ছায় এই পতিতালয় বেছে বিয়ে করে কিংবা অন্য কোনো চাকুরি নিয়ে সমাজে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চেয়েছেন কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কারণ বিয়ের পর স্বামী বা চাকুরীর পর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ আমাদের এই পেশায় থাকতে বাধ্য করে এবং বিনিময়ে টাকা পাওয়া যায় না।

আমরা সন্দেহ পোষন করছি যে, বিগত ৩ বছরের মধ্যে কান্দুপট্টির যৌনকর্মীদের সুনির্দিষ্ট দাবির পরও সরকার বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দল তাদের পুনর্বাসন (ভবঘুরে কেন্দ্র) করে নাই তবে টানবাজারের পতিতাদের পুণর্বাসনের উদ্দেশ্য কি? টানবাজারর পতিতাদের নিয়ে কোনো হীন রাজনৈতিক চক্রান্ত চলছে, না কি ব্যক্তি বিশেষের লড়াই এর মাঝখানে ফেলে পুনর্বাসনের নামে আমাদের উচ্ছেদ করার ষঢ়যন্ত্র হচ্ছে।

পতিতাবৃত্তি ও পতিতালয় কখনো এদেশে বন্ধ হবার নয়। আজ এখান থেকে উচ্ছেদ হরে অন্যত্র পতিতালয় গড়ে উঠবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে এই পেশা চলবে। আমরা না থাকলে অন্যান্য মেয়েদের আনা হবে। কারণ আমরা যারা এই বৃত্তি মেনে নিয়েছি তারা অন্য কোনো পুণর্বাসন ব্যবস্থায় সন্দিহান।

যদি পতিতাদের জন্য সরকার বা অন্য কোনো মহলের সত্যি দরদ থাকে তবে আমাদের নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করা উচিৎ এবং এই পেশায় আসার মূল কারণ খুজে বের করে কাজ করতে হবে।

ইউ. এন. ডি. পি. থেকে বিরাট অংকের অনুদান যে সকল জায়গায় সরকারের কাছে আসছে পতিতাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে, তাদের উচ্ছেদের জন্য নয়। দেশবাসি এবং সরকারের কাছে আমাদের পুনর্বাসনের নামে উচ্ছেদ করে আমাদের পেটে লাথি মারবেন না।

আমাদের দাবী

১. পুণর্বাসনের নামে উচ্ছেদ বন্ধ করুন।

২. যৌনকর্মদিদের বর্তমান বাসস্থানে রেখে উন্নয়ন কর্মসূচি নেওয়া হোক। যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা।

৩. সরকারকে যৌনকমীদের উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে যৌনকর্মী ও মানবাধিকার ও নারী আন্দোলনের কর্মীসহ সকলকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৪. যে কারণে এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটি নারী যৌনকর্মী হয়, সরকারকে সকল কারণগুলি চিহ্নিত করে প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. যে সব দালাল, পাচারকারীসহ জড়িত সকল লোকজন, যারা গোটা প্রক্রিয়ায় জড়িত তাদের চিহ্নিত করুন এবং আইনগত ব্যবস্থা নিন।

৬. যে সব যৌনকর্মীকে পুণর্বাসনের নামে তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে বা হচ্ছে তাদের বাসস্থান ও জীবিকার ব্যবস্থা করুন। যেমন: কান্দুপট্টি।

৭. পুণর্বাসনের নামে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা বন্ধ করুন।

পক্ষে: দুর্জয় নারী সংঘ, উল্কা নারী সংঘ, মুক্তি নারী সংঘ, টানবাজার ও নিমতলী যৌনকর্মীরা।

টানবাজার ও নিমতলীর যৌনকর্মীদের
আন্দোলনে সংহতি ঘোষণা

নারায়নগঞ্জের টানবাজার ও মিতলীর পতিতালয়ের কয়েক হাজার যৌনকর্মী শতাব্দীকাল ধরে বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছেন। এদের উপর বিভিন্নভাবে হয়রানি, বিতাড়িত করার হুমকি, নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অতি সম্প্রতি টানবাজারের একজন যৌন কর্মীর হত্যাকে কেন্দ্র করে সেখানে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যৌন কর্মীদের নিরাপত্তা ও উপার্জন উভয়ই বিপর্যস্ত। সেই সাথে যৌনকর্মীদের উৎখাতের প্রচেষ্টা জোরদার হয়ে উঠেছে।

যৌন কর্মীরা আর সকলের মতই দেশের নাগরিক। তরা পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তারা তারেদ বাবা, মা, ভাইবোন ও তাদের সন্তানাদির খাওয়া পরার খরচ বহন করে থাকেন। দুর্যোগকালনি ত্রাণ তহবিলে দানসহ অন্যান্য অনক সমাজিক দায়িত্ব পালনে তাদের অবদান রয়েছ। কিন্তু বর্তমানে তারা তাদের বাসস্থান হারাতে যাচ্ছেন। তাদের জীবন ও জীবিকা ভয়ানক হুমকির মুখে। তাদেরকে এলাকায় গন্ডিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং অন্যদেরকে এলাকায় ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। এতে তাদের স্বাধীন চলাফেরার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার লংঘন হচ্ছে। যৌনকর্মী জেসমিনে মৃতদেহ পৌর কর্পোরেশনের কবরস্থানে দাফন করতে চাইলে তা নিয়ে বিভ্রাট ও হয়রানীর সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত বেওয়ারিশ হিসেবে তাকে গোপনে দাফন করা হয়। মৃত্যুর পর ন্যূনতম সম্মানজনক সৎকার প্রতিটি নাগরিকেরই প্রাপ্য।

মাননীয় প্রদানমন্ত্রী যৌনকর্মীদের কল্যাণের জন্য ২কোটি টাকা বরাদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। যৌনকর্মীদের কল্যান তথা 'পুনর্বাসন' ও ভবিষ্যৎ নিয়ে সবা, বৈঠক ইত্যাদি অনেক তৎপরতা সম্পর্কে পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু এই সকল সবা ও যৌনকর্মীদের জন্য ভবিষ্যৎ কর্মসূওিচ পরিকল্পনা পত্রিকায় কোনো যৌনকর্মী বা তাদের সাথে যে সব সংগঠন সরাসরি কাজ করছে তাদের কারোরই কোনো প্রতিনিধিত্ব বা অংশগ্রহণ নেই। 'পুণর্বাসন' সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছাড়াই এ সকল উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে আমাদের দারণা।

আমরা নিম্নোক্ত সংগঠন সমূহ আন্দোলনরত যৌনকর্মীদের দাবির প্রতি দৃঢ় সমর্থন ও তাদের সংগ্রামের সাথে সংহতি ঘোষণা করছি;

- যৌনকর্মীদের ভবিষ্যত নিয়ে যে কোনো পরিকল্পনা বা উদ্যোগ গ্রহণে যৌনকর্মীদর নিজস্ব অভিমত বিবেচনাধীন হওযা আবশ্যক; এবং তাদের প্রতিনিধি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কর্মসূচি প্রণয়ন কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।
- সরকার যখন দেশের দরিদ্র-দুঃস্থ জনগণের জন্য কোনো কার্যকরী উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ। তিন বৎসর আগে উচ্ছেদকৃত কান্দুপট্টির যৌনকর্মীদের 'পুণর্বাসনে' ব্যর্থ; তখন কি কারণে টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয় উঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছ আমরা তার যথাযথ ব্যাখ্যা দাবি করি।
- যৌনকর্মীদের শিশু সন্তানদের জন্য শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্য সেবার নিরাপত্তার কোথাও নেই। সরকারিভাবে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণে যে অঙ্গীকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার করেছে তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এই শিশুদের মায়েদের জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে তা করা কতদূর সম্ভব?
- বহু অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েরা প্রতিটি শহরে বন্দরে জীবন যাপন করছে। তাদর নিরাপত্তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে।
- যৌন সহিংসতার শিকার হয়ে এবং দালালদের খপ্পরে পড়ে বহু শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের জোরপূর্বক পতিতা বৃত্তিতে বাধ্য করা হয়। এই আস্থা রোধে সরকারি ও সামাজিক উদ্যোগ কোথায়?
- যৌনকর্মী ফরিদা, মালা ও জেসমীন হত্যার সুষ্ঠ তদন্তপূর্বক দোষী ব্যক্তির বিচার ও শাস্তি হোক।
- মৃত্যুর পর সৎকার প্রতিটি নাগরিকের জন্মগত অধিকার। যৌনকর্মীদের মৃত্যু পরবর্তী সৎকারের ক্ষেত্রে যেন কোনো বাঁধার সম্মুখীন হতে না হয়, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হকো।

যৌনকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার দাবিতে সংহতি

সচেতন দেশবাসী,

তিন বৎসর আগে ঢাকা রকান্দুপট্টির উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীরা এখনও রাস্তায়, পার্কে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এর মাঝে সরকার পুনর্বাসনের নামে টানবাজার ও নিমতলীর যৌনকর্মীরা ও তাদের সন্তানদের উচ্ছেদের উদ্যোগ নিয়েছে। তারা তাদেরও বাসস্থান হারাতে যাচ্ছে, তাদেরও জীবন ও জীবিকা হুমকির মুখে। আমরা এর বিরোধিতা করছি।

আমাদের দাবি;

১. পুণর্বাসনের নামে উচ্ছেদ বন্ধ করা।
২. যৌনকর্মীদের স্বস্থানে রাকার ব্যবস্থা করা।
৩. যৌনকর্মীদের উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে যৌনকর্মী, মানবাধিকার কর্মী ও নারী আন্দোলন কর্মীদের অকন্তর্ভুক্ত করা।
৪. পুণর্বাসনের নামে যৌনকর্মীদের ভবঘুরে কেন্দ্র বা আশ্রয় কেন্দ্রে বন্দি না করা।

দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগামী বৃহস্পতিবার, ৭ ভাদ্র ১৪০৬/২২ জুলাই ১৯৯৯ বেলা ১১:০০টায় ওসমানী উদ্যানে সংহতি সমাবেশ।

সমাবেশে যোগ দিয়ে মানবাধিকার রক্ষার দাবিকে সুসংহত করুন।

৭ শ্রাবণ ১৪০৬
২২ জুলাই ১৯৯৯

বরাবর
মাননীয় প্রদানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রদানমন্ত্রীর সচিবালয়
ঢাকা

বিষয়: **টানবাজার ও নিমতলীর বিভিন্ন পতিতালয়ের যৌনকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার দাবি প্রসঙ্গে**

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, টানবাজার সংক্রান্ত-ঘটনাবলিতে আমরা উন্নয়ন কর্মী, নারী, শিশু এবং মানবাধিকার আন্দোলন কর্মীরা উদ্বিগ্ন। তিন বৎসর আগে ঢাকার কান্দুপট্টির উচ্চেদকৃত যৌনকর্মীরা এখনও রাস্তায়, পার্কে মানবেতন জীবন যাপন করছে। এর মাঝে সরকার পুণর্বাসনের নামে টানবাজার ও নিমতলীর যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানদের উচ্ছেদের উদ্যোগ নিয়েছে। তারা তাদের বাসস্থান হারাতে যাচ্ছেন, তাদের জীবন ও জীবিকা হুমকির মুখে। আমরা এর বিরোধীতা করছি। উনপঞ্চাশটি সংগঠন টানবাজার ও নিমলীতে বসবাসকারীদের আন্দোলনে সংহতি ঘোষণা করছি (এর তালিকা সংযুক্ত করা হলো)।

যৌন কর্মীরা আমাদের আর সকলের মতই এদেশের নাগরিক। তারা পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তারা তাদের বাবা মা ভাইবোন ও তাদের সন্তানাদির কাওয়পরার খরচ বহন করে তাকেন। দুর্যোগকালীন ত্রাণ তহবিলে দানসহ অন্যান্য অনেক সামাজিক দায়িত্ব পালনে তাদের অবদান রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তারা তাদের বাসস্থান হারাতে যাচ্ছেন। তাদেরকে এলাকায় গন্ডিবদ্ধ করে রাখা হয়েছ বেং বাইরের কাউকে ঐ এলাকায় ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। এতে তাদের স্বাধীন চলাফেরার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার লংঘন হচ্ছে। গত লা জুলাই যৌনকর্মী জেসমিন খুন হবার পর মৃতদেহ পৌর কর্পোরেশনের কবরস্থানে দাফন করতে চাইলে তা নিয়ে হয়রানীর এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত বেওয়ারিশ হিসেবে তাকে গোপনে দাফন করা হয়। মৃত্যুর পর ন্যুনতম সম্মান জনক সৎকার প্রতিটি নাগরিকেরই প্রাপ্য।

আপনি যৌন কর্মীদের কল্যাণ্যের জন্যে ২ কেটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন। যৌনকর্মীদের কল্যাণ তথা 'পুণর্বাসন' ও ভবিষ্যত নিয়ে সবা, বৈঠক ইত্যাদি অনেক তৎপরতা সম্পর্কে পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু এই সকল সভা ও যৌনকর্মীদের জন্য ভষ্যিত কর্মসূচি পরিকল্পনা পক্রিয়াই কোনো যৌনকর্মী বা তাদের সাথে যে সব সংগঠন সরাসরি কাজ করছে তাদের কারোরই কোনো প্রতিনিধি বা অংশগ্রহণ নেই। 'পুণর্বাসন' সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট দীর্ঘমেয়াদি নীতিমালা ও পরিকল্পনা ছাড়াই এ সকল উদ্যোঘ নেয়া হচ্ছে বলে আমাদের ধারণা।

আমরা নিম্নোক্ত সংগঠনসমূহ আন্দোলনরত যৌনকর্মীদের দাবির প্রতি দৃঢ় সমর্থন ও তাদের সাথে সংহতি ঘোষণা করছি এবং সেই সাথে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ আপনার বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

- যৌনকর্মীদের ভবিষ্যত নিয়ে যে কোনো পরিকল্পনা বা উদ্দ্যোগ গ্রহণে যৌনকর্মীদের নিজস্ব অভিমত বিবেচনাধীন হওয়া আবশ্যক। এবং তাদের প্রতিনিধি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কর্মসূচি প্রনয়ন কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।
- বর্তমানে টানবাজার ও নিমতলীর যৌনকর্মীদের চলাফেরার উপর যে বাধা ও প্রহরা আরোপিত হয়েছে তা তাদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল। তাদের স্বাধীন চলাফেরার উপর এক ধরনের হস্তক্ষেপ এক্ষুণি বন্ধ করা হকো।
- সরকার যখন দেশের দরিদ্র-দুঃস্থ জনগণের জন্য কোনো কর্যকরী উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ; তিন বৎসর আগে উচ্ছেদকৃত কান্দুপট্টির যৌনকর্মীদের 'পুণর্বাসন' ব্যর্থ; তখন কি কারণে টাবাজার ও নিমতলী পতিতালয় উঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে? আমরা সরকারের পুণর্বাসন সম্পর্কে পরিস্কার ব্যাখ্যা দাবি করছি। (যৌনকর্মীদের পুণর্বাসন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হল।)
- যৌনকর্মীদের শিশু সন্তানদের জন্য শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্য সেবার নিরাপত্তা কোথাও নেই। সরকারি ভাবে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণে যে অঙ্গীকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার করেছেন তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এই শিশুদের মায়েদের জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে তা করা কতদূর সম্ভব?
- বহু অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েরা প্রতিটি শহরে বন্দরে জীবন যাত্রা নির্বাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাবে নিশ্চিয়তার মধ্যে দিনাতিপাত করেছে, হুমকির মধ্যে জীবনযাপন

করছে। তাদের জীবন যাত্রা নির্বাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

- যৌন সহিংসতার শিকার হয়ে এবং দালালদের খপ্পরে পড়ে বহু শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের জোরপূর্বক পতিতা বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা হয়। এই অবস্তা রোধে সরকারি ও সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।
- যৌনকর্মী ফরিদা, মালা ও জেসমীন হত্যার সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক দোষী ব্যক্তির বিচার শাস্তি হোক।
- মৃত্যুর পর সৎকার প্রতিটি নাগরিকের জন্মগত অধকার। যৌনকর্মীদের মৃত্যু পরবর্তী সৎকারের ক্ষেত্রে যেন কোনো বাধার সম্মুখীন হতে না হয়, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

আপনার বিশ্বস্ত

মাহবুবা মাহমুদ
সমন্বয়কারী
'টানবাজার আন্দোলন' সংহতি কর্মসূচি

অনুলিপি

১. জনাব মোহাম্মদ নাসিম
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২. জনাব ডা. মোজাম্মেল হোসেন
সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩. জনাব ওবায়দুল কাদের
যুব ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী
গণপ্রতাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪. অধ্যাপিকা জিনাতুন নেসা তালুকদার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৫. জনাব শামীম ওসমান
এম. পি (জাতীয় সংসদ)

৬. জনাব ক্ষনদা মোহন দাস
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব

পুণর্বাসন সম্মর্কে যৌনকর্মীদের ব্যাখ্যা

ক. পুনর্বাসন সম্পর্কে যৌনকর্মীদের ইচ্ছা অনিচ্ছা ও মতামত সর্বাগ্রে বিবেচনা।

খ. সার্বিক পুনর্বাসন অর্থাৎ আর্থিক এবং সামজিক পুণর্বাসন যার মাধ্যমে এই পেশায় জড়িত একজন নারী সম্মানের সাথে সমাজে বসবাস করতে পারবে।

গ. শুধ যৌনকর্মী নয় তার পরিবারের ছেলেমেয়ে, কর্মক্ষমতার অপারগ স্বামী, পিতামাতা তার উপার্জনের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং পুণর্বাসন শুধু যৌনকর্মী নারীর জন্য নয়।

ঘ. 'পণর্বাসনে' আগ্রহী যৌনকর্মীদের জন্য পুণর্বাসন প্রকল্প - যৌনকর্মীদের সংগঠনের মাধ্যমে/তাদের প্রতিনিধিদের সহায়তায় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়িত হবে।

ঙ. যতদিন পর্যন্ত সমস্ত যৌনকর্মীর পুণর্বাসন সম্ভব হচ্ছে না, ততদিন তারা তাদের বর্তমান বাসস্থানে থাকবে।

চ. পুণর্বাসন পর্যায়ক্রমে হবে, সর্বপ্রথম যৌনকর্মীদের সন্তান/সন্তানাদির শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

- দ্বিতীয় পর্যায়ে যৌনকর্মীদের যেখানে প্রকৃত উপার্জন সম্ভব, সেই রকম ক্ষেত্রে নিয়োগ করা যেতে পারে।

ছ. সেই সাথ পেশাতে ঢোকার পেছনের কারণগুলি চিহ্নিত করা প্রয়োজন; এবং সেই অনুযায়ী এই পেশাতে ঢোকার মূল কারণগুলিকে (দারিদ্র, নারী-পুরুষের অসমতা, ইত্যাদি বোধ করার জন্য কাজ করতে হবে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৭ জুলাই ১৯৯৯

বরাবর

বার্তা সম্পাদক

অদ্য ২৭/০৭/৯৯ তারিখ টানবাজার পতিতালয়ের যৌনকর্মী সাথী এর মা খাদিজা আখতার এর আবেদনক্রমে বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ও মোহাম্মদ আলী আসগর খান এর আদালত ১. সচিব স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণ্ালয় ২. জেলা প্রকাসন, নারায়নগঞ্জ ৩. মহাপুলিশ পরিদর্শক ৪. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কোতোয়ালী থানা, নারায়নগঞ্জ ৫. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৬. মহাপরিচালক সজাম সেবা অধিদপ্তরকে এই মর্মে রুল নিশি জারি করেন যে, সাথী এবং তার শিশু কন্যা সাবিহাকে জোরপূর্বক তুলে নেয়া এবং বাশিমপুর, গাজীপুর ভবঘুরে কেন্দ্রে আটক কেন অবৈধ হবে না। তা আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শাও এর নির্দেশ প্রদান করেছেন।

সাথীর মায়ের পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন এডভোকেট সিগমা হুদা, এডভোকেট ইউ. এম হাবিবুন নেসা ও এডভোকেট এলিনা খান। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট ওবায়দুর রহমান।

বার্তা প্রেরক

মাহবুবা মাহমুদ

সচিবায়, নারীপক্ষ

১৪ শ্রাবণ ১৪০৬
২৯ জুলাই ১৯৯৯

বরাবর
ডেবিড লকউড
আবাসিক সমন্বয়কারী জাতিসংঘ ও
আবাসিক প্রতিনিধি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক ভবন,
বেগম রোকেয়া সম্মরণী, আগারগাঁও, ঢাকা

জনাব,

আমরা গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা অবগত আছেন সর কার গত শুক্রবার রাতে আধারে পুলিশ ও মাশস্তান বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে টানবাজার নিমলী পতিতাপল্লী অবরুদ্ধ করে। টানা তিন ঘন্টা তান্ডব চালিয়ে পৈশাচিকভাবে সমাজ সেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে কর্মকর্তারা টানবাজার ও নিমলী পতিতাপল্লী থেকে ৪ শতাধিক (পত্র পত্রিকার মতে) যৌনকর্মীকেক অপরহণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। নিয়ে যাওয়ার আগে যৌনকর্মীদের প্রহার, নির্যাতন চালিয়ে কমপক্ষে একশত যৌনকর্মীকে জখন করেছে। পুলিশের তান্ডবে যৌনকর্মীদের কয়েকজন শিশু নিখোজ রয়েছে। এ ব্যাপারে নারায়নগঞ্জ থানায় মামলা নিতে গেলে পুলিশ নিখোজ শিশ ও মালামাল লুটপাটের কোনা মামলা গ্রহণ করেনি। সরকার টানবাজার ও নিমলী থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে মানবাধিকার চরমভাবে লংঘন করেছে। উচ্ছেদের নেপথ্যে নায়ক সরকার দলীয় সাংসদ শামিম ওসমান। তার প্রত্যক্ষ মদদে টানবাজার ও নিমলী পতিতাপল্লী উচ্ছেদ করা হয।

আপনারা জানেন ইতিপূর্বে নিসয়মতান্ত্রিকভাবে আমাদের সাথে ৫৯টি সংগঠন সাংবাদিক সম্মেলনে ও ঢাকার ওসমানী উদ্যানে সমাবেশ করে প্রকাশ্যে উচ্ছেদের প্রতিবাদ করেছে। তারপরেও পুলিশ বাহিনী দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে উচ্ছেদ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। গত ৩১ জুন রাতে যৌনকর্মী জেসমীনকে হত্যার মাধ্যমেই সরকার দলীয় সাংসদ শামীম ওসমান টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লী উচ্ছেদের নাটকীয় তান্ডবে নেমে পড়ে।

আমাদের প্রশ্ন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয় এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তরের কি রাতের অন্ধকারে শত শত মেয়েদেরকে মারপিট করে বন্দি করে নিয়ে যাবার

জন্য প্রতিষ্ঠিত? এর নাম কি পুণর্বাসন? ২২ জুলাই ওসমানী উদ্যানে সমাবেশে আমরা তাদের পুণর্বাসনের পরিস্কার ব্যাখ্যা দিয়েছি। ঐ একই দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি সাথেও তার একটি কপি দেয়া হয়েছে। সরকারের যদি সহ্যি সৎ ইচ্ছা থাকে তবে আমাদের দেয়া রূপরেখা অনুযায়ী আমাদের পুণর্বাসন পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ ছিল। অথচ প্রধানমন্ত্রী সেই পথে না গিয়ে তার দলীয় সংসদ সদস্যের মাস্তানীকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

জাতিসংঘ বিশ্বের মানবাধিকার রক্ষার জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি সকল শাখাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করছে। সরকারকে অনতিবিলম্বে টানবাজার ও নিমতলী মেয়েদের পূর্বের বাসস্থানে ফেরত নিয়ে গিয়ে পর্যয়ক্রমে পুণর্বাসন করতে হবে। এই মর্মে আপনারা সরকারকে আমাদের মতামতের পক্ষে সুপারিশ করবেন আশা করি।

আমাদের দেশে মানবাধিকার কমিশন নেই, ন্যায়পাল নে ই, আমরা ভাগ্যহত দরিদ্র জনগোষ্ঠি জীবিকার জন্য এই পেশা বেছে নিয়েছি। বর্তমানে ২৬৭ জন ভবঘুরে কেন্দ্রে আছে বাকী সবাই রাস্তায় রয়েছে। আপানাদের কাছে আকুল আবেদন আপনারা সরকারের কাছে জোর সুপারিশ করুন। সরকার তার দলীয় সন্ত্রাসী (শামীম ওসমান) এবং দলীয় লোক জনের বাইরে কোনো কিছুকেই গ্রাহ্য করছে না। আমাদের পক্ষ থেকে অনেকবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেকা করতে চটাইলেও তার দরপ্তর আমাদের সময় দেয়নি। আমাদের স্পষ্ট দাবি অনতিবিলম্বে টানবাজার ও নিমতলীর মেয়েদের তাদের বাসস্থানে ফেরত এসে তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করা হোক।

ধন্যবাদান্তে

টানবাজার ও নিমতলীর যৌনকর্মীদের পক্ষে
রেহানা বিউটি
নার্গিস
রুনা
আনু
সংযক্তি: পুণর্বাসন সম্পর্কে যৌনকর্মীদের ব্যাখ্যা।

গত ৩ সেপ্টেম্বর তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় উচ্ছেদের কারণ সম্পর্কে দাতাদের কাছে সরকারের জবাব হচ্ছে, 'পতিাবৃত্তি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ঘৃণিত। রানায়ণগঞ্জের টানবাজার এলাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে। স্থানীয় নগহণ টানবাজার পতিতাপল্লী উচ্ছেদের পক্ষে। এ কারণেই টানবাজার পতিতাপল্লী বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পতিতাদের পুণর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে।' এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে, প্রথমত পতিতাবৃত্তি আমাদের সমাজব্যবস্তায় সহজে গ্রহণীয় পেশা নয়। কিন্তু আমরা কেন পতিতা হলাম তা কি আমাদের দেশের সরকার ও তার লোকেরা ভেবে দেখেছেন? আমরা তো কেউ পতিতা হযে জন্মাই নাই, আমরাতো এই সমাজের মানুষদের দ্বারাই আজ পতিতাবৃত্তির মত পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি জবিন ও জীবিকার জন্য। দ্বিতীয়ত দুইশত বৎসর পূর্বে টানবাজার ও নিমতলী গড়ে উঠেছে। গত দুইবার এই পল্লী উচ্ছেদের হুমকি প্রতিরোধ করেছে শামীম ওসমান। আমাদের থেকে নেয়া চদাই তার সম্পদের জৌলুস বাড়িয়েছে। নির্যাতনের শিকার নারীদের এভাবে রাস্তাঘাটে ছুড়ে ফেলে সরকার সন্ত্রাসীদের স্বার্থেই কাজ করেছে। তৃতীয়ত স্থানীয় জনগণ বলতে শামীম ওসমান এবং তার সন্ত্রাসী দলই নয়। নারায়ণগঞ্জ এর সাধারণ মানুষ এই সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে ভীতসন্ত্রস্ত। যদি ঐ এলাকার সাধারণ মানুষের নিপেক্ষ মতামত যাচাই করা হয় তবে দেখা যাবে এইভাবে পতিতাপল্লী উচ্ছেদের পক্ষে সাধারণ মানুষ নেই। একটি পর্যবেক্ষক রিপোর্ট এবং এলাকাবাসীদের একটি স্বাক্ষর সম্বলিত কাগজপত্র সংযুক্ত করা হলো।

আপনারা যে প্রকল্পটা হতে নিয়েছিলেন তা নিশ্চয়ই পতিতাবৃত্তিকে স্থায়ী করার জন্য নয়। বরং পর্যায়ক্রমে এই পেশা থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিকভাবে উপার্জনের পথ বেছে বোর জন্য। আমরা রাস্তা ঘটে বাড়িতে একই পেশায় নিয়োজিত থাকতে বাধ্য হবো কারণ আমাদের অন্য কোনো দক্ষতা দেয়া হয়নি। সরকার যদি সত্যি আমাদের পুণর্বাসন চায় তবে জাতিসংঘ অনুদানে যে প্রকল্পটি নেয়া হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী হবেন।

আমরা পূর্বেও এসেছি আবারো এলাকা্ আপনি আমাদের বিষয়ে আরো সোচ্চার হবেন। আশা করি আপনি আমাদের মানবেতর অবস্থার কথা বিবেচনা করবেন। আপনাদের গ্রহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আমাদের পুর্নবাসিত হবার সুযোগ করে দেবেন।

নিবেদক

টানবাজার ও নিমতলী যৌনকর্মীদের পক্ষে সাথী, নার্গিস, রুনা, আনু, মায়া।

যৌনকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার দাবিতে সংহতি

সচেতন দেশবাসী,

দুই বৎসর আগে ঢাকা রকান্দুপট্টির প্রায় সাতশত উচ্ছেদকৃতি যৌনকর্মীরা এখনও রাস্তায়, পার্কে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এর মাঝে সরকার পুণর্বাসনের নামে টানবাজার ও নিমতলীর প্রায় তিন হাজার যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানের উপর অতর্কিত হামলা চালায়, শারীরক নির্যাতন করে ও সন্তাসী কায়দায় উৎখাত করে। তার মধ্যে ২৬৭ জনকে সরকারি ভবঘুরে কেন্দ্রে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। অন্যরা আশ্রয়হীন অবস্তহায় আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। নারায়ণগঞ্জবাসীর কাছে সামান্য আশ্রয়টুকুও তারা পচ্ছে না। তাদের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন।

পুণর্বাসনের নামে সরকারের এই ধরণের প্রহসন ও নগ্নভাবে মানবাধিকার লংঘনে আমরা স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ।

আমাদের দাবি

১. নারায়নগঞ্জ এলাকার নির্বাচিত জন প্রতিনিধি টানবাজার ও নিমতলীতে সংগটিত মানবাধিকার লংঘনে যে সন্ত্রাসী ভূমিকা পালন করেছে, তা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য লজ্জাকার ঘটনা। আমাদের দাবি, উক্ত জন প্রতিনিধি শামীম ওসমানের ব্যক্তি স্বার্থের পিছনের কারণ জনগণের সম্মুখে উন্মোচন করে প্রধানমন্ত্রী তার দায়িত্ব পালন করবেন।

২. অনতিবিলম্বে টানবাজার ও নিমতলীর যৌনকর্মী ও তাদের স্বজনদের পূর্বের বাসস্থানে ফেরত এসে তাদের ক্ষতি পূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৩. হামলা ও উচ্ছেদ ঘটনায় সমাজ সেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সন্ত্রাসী ভূমিকার জন্য তাকে এবং তার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের অপসারণ করা।

৪. নারায়ণগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) বিরুদ্ধে বর্তব্যে অবহেলার জন্য ব্যবস্থা নেয়া।

৫. যৌনকর্মীদের নিয়ে যে কোনো পরিকল্পনায় যৌনকর্মীদের মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।

সংহতি

Sraban 17, 1406
August 1, 1999

Mr. David Lockwood
Resident Coordinator
United Nations Agencies in Bangladesh
And
Country Representative
UNDP
Agargaon, Dhaka

Sub: Meeting with LCG Sub-Group on Human Rights and Good Governance

Dear Mr. Lockwood,

We are most distressed by the conspicuous silence of the UN agencies and other foreign development partners regarding the gross human rights violations of women engaged in prostitution undertaken by the Government of Bangladesh. As Chairperson of the Local Consultative Group on Human Riths and Good Governance, we urge you to draw attention of all members agencies to the matter.

As you are aware, Shonghoti (Solidarity) is a human rights alliance of 59 huma rights organisations, women's organisations and other non-governmental organisations, which have come together to protest these violations. We would like to meet with the LCG Sub-group on Human Rights and Good Governance to discuss this matter and their positions as well as possible measures that can be taken. We hope that you will cooperation in arranging such a meeting.

Thank you

Sincerely
Mahbooba Mahmood
Convenor
Shonghoti

২৬ শ্রাবণ ১৪০৬
১০ আগস্ট ১৯৯৯

ঘোষণা

সংবাদ সম্মেলন

অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি যে, আজ ২৬ শ্রাবণ ১৪০৬/১০ আগস্ট ১৯৯৯ সকালে 'সংহতির' উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রতীকী প্রতিবাদের উপর পুলিশ হামলা চালায় এবং নানা প্রকার হুমকি প্রদর্শন করে। টানবাজার ও নিমতলি পতিতালয়ের নারী ও শিশুদের উপর সরকারি হামলা ও তাদের জোরপূর্বক উৎখাতের ঘটনার প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ মৌন অবস্থানের অংশ হিসেবে সকাল ৮.৪৫ মিনিট থেকে ১০.০০ টা অবধি পুলিশ সদর দপ্তরের সম্মুখে প্রতীকী প্রতিবাদের আয়োজন করা হয়েছিল। এর পূর্বে সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও মন্ত্রীবর্গ সমেত সেমিনর উপলক্ষে হেটেল সোনারগাঁয়ের সম্মুখে এইরূপ প্রতিবাদ করা হয়।

আজ সকালে পুলিশ সদর দপ্তর সম্মুখে ২৫ জন মানবাধিকার কর্মী এবং টানবাজারের উচ্ছেদকৃত যৌন কর্মীরা প্লেকার্ড হাতে ভবনের বাইরে শান্তি পূর্ণভাবে অবস্থান করছিলাম। সকাল ৯.১০ এর সময় থেকে আমরা ভবনের দুপাশের ফুটপাতে মৌনভাবে দাঁড়িয়ে। এই সময় পুলিশ আমাদের বাধা দেয়ায় আমরা তাদের জানাই যে, "আমরা কোনো প্রকার আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছি না, আমরা গণতন্ত্রিক অধিকার হিসাবে ফুটপাতে প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছি"। পুলিশের হুমকি ও বকাবকির মুখে সকল মানবাধিকার কর্মীরা নরুত্তর ছিলেন। আমাদের মুখপাত্র অথ্যন্ত বিনয়ের সাথে পুলিশ কৃর্তপক্ষকে জানায় যে, "আমরা ঠিক ১০.০০ টার সময়ই এলাকা ছেড়ে চলে যাব, ১০.০০টার পর ১ মিনিটও থাকব না।" কিন্তু তারা কোনো ভ্রক্ষেপ না করে দাঁড়িয়ে থাকা মানবাধিকার কর্মীদের হাত থেকে পুলিশ জোর করে প্ল্যাকার্ড ছিনিয়ে নেয়। উপস্থিত নারীদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এক পর্যায়ে দু'জন কর্মীকে শাড়ি খুলে নেবার হুমকী দেয়। এই পর্যায়ে মানবাধিকার কর্মীরা ক্ষুব্ধ হলে, তিনজন কর্মীকে টেনে হিচড়ে পুলিশ ভবনের ভিতরে নিয়ে যায় এবং তাদের থানায় নিয়ে মারধরের হুমকি দেয়। উপস্থিত সকরে উক্ত তিন জনকে ছেড়ে না দিলে এলাকা ছেড়ে যাওয়া হবে না জানালে, ২০ মিনিট পর উক্ত তিন জনকে ছেড়ে দেয়া হয়। এই পর্যায়ে আমরা তাৎক্ষনিকভাবে সংবাদ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেই।

আমাদের তিনটি সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে

১. অন্যায়ের প্রতিবাদ করা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিখ অধিকার। পুলিশের হামলা ও নগ্ন স্বৈরাচারী আচরণ মৌলিক অধিকার লংঘন তো বটেই, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি বহির্ভূত।

২. পুলিশ যে সকল অন্যায় আচরণ করেছে তার জন্য তদন্ত পূর্বক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।

৩. টানবাজার নিমলীতে বসবাসকারী নারী ও শিশুদের মানবাধিকার লংঘনের সরকাররি পর্যায়ে অপব্যাখ্যা বন্ধ করে, সমস্যার সুরাহা করার চেস্টা করা উচিত।

(১) একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসেবে প্রতিটি নাগরিকের শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ জানাবার অধিকার রয়েছে। আমরা আজ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আমাদের প্রতিবাদকে পুলিশ প্রধনের দৃষ্টিগোচর করাতে চেয়েছি। আমরা কারো পথ রোধ করিনি। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিনি। এক ঘন্টা মৌন ভাবে দাঁড়িয়ে চলে আসব। ভবনের বাইরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। অথচ বাইরে ফুটপাতে এসে পুলিশ আমাদের সাথে অশোভন আচরণ ও অশালীন মন্তব্য শুরু করে। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দাঁড়িতে দেয়নি। নারায়ণগঞ্জে আমাদের উপর সন্ত্রাসী হামলার সময় পুলিশ অদূরে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। আর আজ তারা অল্প কিছু নাগরিকের শান্তিপূর্ণ মৌন অবস্থানের উপর হামলা করে ফেস্টুন কেড়ে নেয়, একজন দৃষ্টিহীন মানবাধিকার কর্মীকে সজোরে ধাক্কা দেয় ও দুইজন কর্মীর শাড়ি খুলে নেয়ার হুমকি দেয়। পুলিশের এই ধরনের আচরণ এখন সত্যি নৈমিত্তিক ঘটনা, বিস্মিত হবার কিছু নেই এই পুলিশ বাহিনী কার? কার সেবায় নিয়োজিত? এই গণতন্ত্র কার? যেখানে একজন নাগরিক তার প্রতিবাদ জানাবার অধিকার পাবে না, নিরাপত্তা পাবে না, সেই দেশের নাগরিকরা কোথায় যাবে?

(২) পুলিশের আচরল আমাদের আজ প্রতিটি মানবাধিকার কর্মীকে ক্ষুব্ধ করেছে। দুইজন নারীর শাড়ি খুলে নেবার হুমকি, নারীর প্রতি তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্টভাবে তুলে দরেছে। সরকার নারী উন্নয়ন নীআতি, নারী নির্যাতন আইন ও দেশে বিদেশে মানবাধিকার স্তুতি করে ছেলে- ভুলানো খেলা খেললেও, আজ পুলিশের আচরণে মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার বিপর্যস্ত এ কথাটিই

প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিদিন বিভিন্নভাবে মানুষের মানবাধিকার লংঘন একটি দেশের জন্য কি সুফল বয়ে নিয়ে আসছে?

(৩) যখন মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি নিয়ে মানবাধিকার কর্মীরা সর্বোচ্চ আদালতে দাঁড়িয়েছে, আদালত এর জন্য রুল নিশির মাধ্যমে সরকারকে চার সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর সময় দিয়েছেন, সেই সময় মানবাধিকার কর্মীদের এবং যেসকল সাংবাদিক মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সরকারের উর্দ্ধতন ব্যক্তিবর্গের নানা প্রকার আপত্তিকর উক্তি কাম্য নয় এবং গণতন্ত্র চর্চা ও আদর্শের অবমাননাস্বরূপ।

যৌনকর্মীদের মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সোচ্চার ও নির্ভীক ভূমিকা, বস্তুনিষ্ঠ ও সরেজমিন নির্ভর প্রতিবেদন মানবাধকারের পক্ষে তাদের আন্তরিকতরই বহিঃপ্রকাশ। আমরা আপনাদের সৎ সাহস ও নিষ্ঠার জন্য অভিনন্দন জানাই।

14 Sraban 1406
29 July 1999

Mary Robinson
United Nations High Commission for Human Rights
Geneva

Dear Ms. Robinson

We would like to draw your attention to the battery and the forcible removal of hundreds of sex work from the Tanbazar Nimtoli brothels in Narayanganj district by the Government of Bangladesh in the early morning hours of 24th July 1999.

Enclosed please find a report detailing the repressive measures taken by the police and Department of Social Services under the guise of rehabilitating the women who lived and worked in these brothels.

Just a few weeks ago these brothels housed over three thousands sex workers. Through their work, they supported themselves; their children and often their extended families as well. At the beginning of July police were deployed to prevent clients from visiting the premises. Finding their income cut, many of the sex workers had already left the brothels before the attack on 24th July. Several hundred managed to escape the brutal attack that night. Though they escaped detention, they now face homelessness and destitution on the streets.

As per government figures 267 women were picked up from Tanbazar and Nimtoli and are now being detained under prison like conditions in Government run homes for vagrants at Kashimpur and Pubail (about 50 km from the capital city of Dhaka). In some cases, their minor children are being detained with them. Those who have been able to speak to journalists have complained of severe beating and sexual harassment by the staff of the home.

On 27 July a habeas corpus writ petition was filled against government challenging the illegal detention of Sathi (one of the sex

workers) and her 11 month old daughter. As a result of this legal action the court has required the government to show cause why Sathi and her daughter should not be released and why the government's action should not be considered illegal. Further legal action is in process.

We are sure that after reading this report you will be as appalled as we are by the actions of the government of Bangladesh. We believe that the sex workers' basic human rights have been violated. Bangladesh has neither an independent judiciary, nor an independent human right commission, nor an ombudsman's office. Under these circumstances, we urge the United Nations to institute an inquiry into the government's repression against the sex workers of Tanbazar and Nimtoli.

Yours Sincerely

Mahbooba Mahmood

Convenor, Shonghoti

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১৭ শ্রাবণ ১৪০৬
১ আগস্ট ১৯৯৯

সরকারের প্রতি হাইকোর্টের রুল

সংহতির পক্ষে ৫টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা আজ হাইকোর্টে টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ে সরকারের বর্বরোচিত হামলা ও সেখানে বসবাসকারী নারী ও শিশুদের অবৈধ আটক চ্যালেঞ্জ করে রীট আবেদন করেন। উপরন্ত দাবি করা হয় যে সংবিধানে দেয়া মৌলিখ অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে পুণর্বাসনের নামে সরকার যে পদক্ষেপগুলো এযাবৎ নিয়েছেন সেগুলো মানবাধিকার লংঘন। পতিতাবৃত্তি সমস্যার সুরাহ এবং আটককৃত নারীদের কল্যাণে সত্যিই কিছু করার ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতার অভাব রয়েছে বলে তাদের আচরণ থেকে প্রতিয়মান। এই 'পুণর্বাসন' পদক্ষেপের পিছনে আসরে কি স্বার্থ এবং কি উদ্দেশ্য তা প্রশ্নবোধক। এতদসঙ্গে বলা হয় যে, প্রাপ্ত বয়স্ক 'অভিভাবকের' কাছে 'হস্তান্তর' প্রশ্নবোধক। সংহতির পক্ষে নারায়ণগঞ্জে সংগটিত প্রতীকী মৌন প্রতিবাদের উপর সন্ত্রাসীদের হামলা ও পিুলিশের নিষচুপয়তার বিষয়েও প্রশ্ন করা হয়।

মহামান্য হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ অন্র ১৭ শ্রাবণ ১৪০৬/১ আগস্ট ১৯৯৯ তারিখ টানবাজার পতিতাপল্লী থেকে গত ৮ শ্রাবণ/১৩ জুলাই দিবাগত রাত্রে যৌনকর্মীদের জোরপূর্বক তাদের বাসস্থান থেকে সরিয়ে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন ভবঘুরে কেন্দ্রে আটকে রাখাকে কেন বেআইনী ঘোষণা করা হবে না। এবং এই প্রেক্ষিতে য়েনকমীদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে কেন বলা হবে না- মর্মে আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে জবাব দানের জন্য সরকারের প্রতি রুল নিশি জারি করেছেন।

৫৯টি সংগঠনের সমন্বয়ে গাটিত সংহতির পক্ষ থেকে দায়েরকৃত রীট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আলী আসগর খানের সমন্বয়ে গটিত ডিভিশন বেঞ্চ এই রুল জারি করেন। ডিভিশন বেঞ্চ ১. সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৩. মহাপরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর ৪. জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৫. পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ ৬. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সদর থানা এর প্রতি এই রুল জারি করেন।

আবেদনকারীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট সিগমা হুদা, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, এডভোকেট হাবিবুন নেসা, এডভোকেট নিজামুল হক নাসিম, এডভোকেট ফৌজিয়া করিম ফিরোজ প্রমুখ। সরকার পক্ষে ছিলেন এডভোকেট ওবায়দুর রহমান।

বার্তা প্রেরক
মাহবুবা মাহমুদ
আহবায়ক

চতুর্থ অধ্যায়

টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয় উচ্ছেদের আগে ও পরে পত্র পত্রিকার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক ছিল। একই সাথে উচ্ছেদের ঘটনাটি সবাএক পবলভাবে আন্দোলিত করেছে। যার প্রতিফলন দেখা গেছে পত্রিকায় ছাপা হওয়া বিভিন্ন মতামত ও প্রবন্ধে।

এ অধ্যায়ে দুটি অংশ আছে, প্রথম অংশে আছে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত খবরের উল্লেখযোগ্য অংশের সংকলন ও আলোকচিত্র এবং দ্বিতীয় অংশে নির্বাচিত প্রবন্ধগুলো সংযোজিত হয়েছে।

২৬ জুন ১৯৯৯

দৈনিক ইনকিলাব

নারায়নগঞ্জের পতিতালয় দুটি উচ্ছেদের আন্দোলন জোরদার

শহরের দুটি পতিতালয় উচ্ছেদ করে নারায়ণগঞ্জের কলঙ্ক মোচনের উদ্দেশ্যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে শহরবাসী পূর্বেও বেশ কয়েকবার পতিতালয় উচ্ছেদ আনেদালনের ডাক দেয়া হয়।

জাতীয় পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ নাসিম ওসমান ও আওয়ামী লীগের নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য এ. কে. এম. শাশিম ওসমান পৃথক দুটি সমাবেশে পুনরায় দুটি পতিতালয় উচ্ছেদ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে।

২৭ জুন ১৯৯৯

দৈনিক জনকণ্ঠ

পতিতা পুনর্বাসনে সভা

দেশের বৃহত্তম পতিতালয় টানবাজার ও পার্শ্ববর্তী নিমতলী পতিতালয়ের পতিতাদের পুনর্বাসন ও পতিতাবৃত্তি রোদের লক্ষ্যে শুক্রবার বিকালে এক নাগরিক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সরকার দলীয় সংসদ সদস্য এ. কে. এম. শামীম ওসমানের আহ্বানে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মিলনায়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২ জুলাই ১৯৯৯

The Independent

Panic at Tanbazar as Sex Worker slain

A large number of sex workers in the country's biggest brothel at Tanbazar started fleeing following the killing of one of their fellow inmates inside the brothel in the early hours today.

Some sex workers said they had been moving with their belongings just in fear of life.

Sex workers had taken shelter at Bandar, Deobhog, Fattulah, Paikpara, Kashipur and Pagla areas of the district. According to police, an unidentified client had slain the sex worker Jasmin (25) inside her room of the building owned by Sakir Khan, convener of Jatiyatabadi Chhatra Dal (JCD) local unit and fled the scene through the window.

দৈনিক জনকণ্ঠ

টানবাজারে যৌনকর্মী জবাই

২৫ জুন শহরের মুক্তিযোদ্ধা মিলনায়তনে স্থানীয় সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমানের আহ্বানে পতিতাবৃত্তি রোধ ও পতিতাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আয়োজিত এক নাগরিক সভায় ৫১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়্ ২৯ কমিটি নেতৃবৃন্দের সাথে এক বৈঠকে পতিতালয়ের ১৬ বাড়ি মালিকের মধ্যে কমিটি নেতৃবৃন্দের সাথে এক বৈঠকে পতিতালয়ের ১৬ বাড়ি মালিকের মধ্যে ১৩ বাড়ি মালিক স্বেচ্ছায় এ পেশা ত্যাগের আগহ প্রকাশ করেন এবং ৬ মাস সময় প্রার্থনা করেন।

পতিতাবৃত্তি রোধে গঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ কলেছেন, তারা কখনই উচ্ছেদের কথা বলেননি। পতিতাদের পুনর্বাসনে র জন্য সকারের প্রতি আবেদন জনিয়েছেন। পুলিশ বলেছে, পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বানচাল করার জন্য এসব ঘটনা ঘটানো হয়েছে পরিকল্পিতভাবে।

বৃহস্পতিবার ভোররাতে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে যৌনকর্মী জেসমিন (২৫) কে।

জেসমিনের বিস্তারিত পরিচয় পায়নি পুলিশ, তবে পুলিশ জানিয়েছে, '৯৬ সালে সে এখানে আসে। পুলিশের ধারণা, খদ্দেরের হাতে খুব হয়েছে জেসমিন।

বুধবার রাত সাড়ে ১২টায় নারায়ণগঞ্জ তানা-পুলিশ আকস্মিকভাবে টানবাজার পতিতালয়ে দেড় ঘন্টাব্যাপী অভিযান চলিয়ে ১৫ খদ্দেরকে গ্রেফতার করে। পুলিশী অভিযানে যৌনকর্মী ও খদ্দেরদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। ঐ এলাকার লোকজন জানিয়েছে, বুধবার রাতে

পতিতালয়ের বাইরে আশা সিনেমা হলের সামনে কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। টানবাজার পতিতালয়ের মাইনুদ্দিনের বাড়ির ছাদ থেকে কে বা কারা ফাকা গুলি বর্ষণ করে। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে পুলিশী অভিযান, যৌনকর্মী খুন, বোমাবাজি ও ফাকা গুলিবর্ষণের ঘটনায় টানবাজার পতিতালয়ের যৌনকর্মদিদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। গুজব ছড়িয়ে পড়ে যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ করা হবে পতিতালয় থেকে। বৃহস্পতিবার থেকে যৌনকর্মীরা মালপত্র ঠেলাগাড়িতে নিয়ে বের হতে শুরু করে। তারা জানিয়েছে, উচ্ছেদ আতঙ্ক ও ফুটপাটের ভয়ে মালপত্র নিযে আগেভাগেই সরে যাচ্ছে।

যৌনকর্মীরা জানায় '৮৫ ও '৯২ সালে উচ্ছেদ আন্দোরনের সময় লুটপাটের ঘটনা ঘটে। তারা জানায়, এসব মালপত্র নিয়ে তারা শহরের বাবুরাইল, জিমখানা, ফতুল্লা, পঞ্চবটি, রালীবাগান ও বন্দর এলাকায মাসির (কাজের মহিলা) বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছি। যৌনকর্মীরা সবাই বলেছে, তাদের কেউ হুমকি দেয়নি। তারা সরে যাচ্ছে অজানা আশঙ্কায়।

৩ জুলাই ১৯৯৯

ভোরের কাগজ

টানবাজার এখনো থমথম

টানবাজার পতিতাপল্লীতে গত বুধবার রাতের সশস্ত্র হামলা, মধ্যরাতে পুলিশী অভিযান, বৃহস্পতিবার ভোরে পতিতা জেসমিন-এর খুন হওয়া আর দুপুরের দিকে ভীত সন্ত্রস্ত শত শত পতিতার মালামালসহ প্রতিতাপল্লী ত্যাগ সব মিলিয়ে একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি।

গতকাল টানবাজার পতিতালয়ে গিয়ে দেখা গেল, কেখানে বেশ কজন যৌনকর্মী তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে অধিকাংশ যৌনকর্মীদের ঘরে তেমন জিনিসপত্র নেই এবং হাতের নাগালে একটি বোরখা রাখা।

সেদিন স্থানীয় সাংসদ শামীম ওসমানের আহ্বানে শহরের দুটি পতিতা পল্লীর প্রায় হাজার তিনের পতিতার পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রায় সব কটি রাজনৈতিক দল (বিএনপি ও জামাত বাদে) ও শহরের সর্বস্তরের সুধীজন সমবেত হয়।

জেলা বিএনজিপর পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পতিতা পুনর্বাসন কর্মসূচিকে সমর্থন জানানো হয়।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পতিতা পল্লীর বাড়ির মালিকদের সাথে কমিটির এক সভা গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৬ জন মহিলার মধ্যে উপস্থিত ১৩ জনই স্বেচ্ছায় পতিতা পুনর্বাসন কর্মসূচিতে তাদের সমর্থনে কথা ঘোষণা করে এই ব্যবসা বন্ধ করর অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন। তারা এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য কিছুদিনের সময় প্রার্থনা করেন।

এরপর শেষ রাতে ঘটে জেসমিনের খুনের ঘটনা।

দৈনিক জনকণ্ঠ

পতিতা ব্যবসায়ে জড়িত ছাত্রদল নেতাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

পতিতা ব্যবসায়ী হিসেবে অভিহিত করে শহর ছাত্রদল নেতা জাকির খানকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে জেলা ও শহর ছাত্রদল এবং তাকে দল থেকে বহিস্কারের জন্য বিএনপি চেয়ারপার্সনের প্রতি ও ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি দাবি জানিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

টানবাজারে আতংক কমছে

শুক্রবার দেমের বৃহত্তম পতিতালয় টানবাজারের যৌনকর্মীদের মধ্যে উচ্ছেদ গুজনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট আতঙ্ক কিছুটা কমেছে। ফিরতে শুর করেছে পালিয়ে যাওয়া যৌনকর্মীরা। তবে পরিবেশ এখনও স্বাভাবিক হয়নি পতিতালয়ের দেকানপাট খুলেছে।

পতিতা পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গটিত কমিটির উদ্যোক্তা এ. কে. এম শামীম ওসমান জানান, আমা উচ্ছেদের কথা বলিনি। আমাদের দাবি, পুনর্বাসনের ইতোমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি,

৪ জুলাই ১৯৯৯

দৈনিক ইনকিলাব

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সর্দারনী সাথি থানায়

জেসমিন হত্যার জট এখনো খুলেনি। গতকাল (শনিবার) সকাল ১১টায় নারায়ণগঞ্জ থানা পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পতিতা সর্দারনী সাথী বেগমকে (২৫) থানায় নিয়ে আসে। আধা ঘন্টা পর পতিতালয় থেকে মালিকদের ছত্রছায়ায় ৫০/৬০ জনের পতিতা মিছিল করে থানায় আসে। এ সময় মিছিল উত্তেজনা দেখা দেয়। পরবর্তীতে তাকে গ্রেপতার করা হয়নি। বরে থানা কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিলে পতিতারা থানা ত্যাগ করে।

স্থানীয় সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমান বলেন, যারা পতিতালয়ের পক্ষে কাজ করবে, তাদের নারায়ণগঞ্জের পবিত্র মাটি থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করা হবে।

৫ জুলাই ১৯৯৯

প্রথম আলো

জেসমিনের লাশ দাফন হলো গোপনে, অগোচরে

খুন হওযার প্রায় ৭২ ঘন্টা পর যৌনকর্মী জেসমিনের লাশ পুলিশের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ অথবা পার্শ্ববর্তী কোনো জেলায় গতকাল রোববার রাতে গোপনে দাফন করা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত বেওয়ারিশ পরিচয়েই লাশটি তদাফন হয়েছে। যারা সম্প্রতি যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের জন্য আন্দোলন শুরু করেছেন, তারাও এ লাশের সৎকারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

ভোরের কাগজ

টানবাজারের ঘটনার প্রতিবাদ সভা

টানবাজারে যৌনকর্মী জেসমিন হত্যা ও যৌনকর্মীদের মধ্যে উচ্ছেদ ভীতি সৃষ্টির প্রতিবাদের নারী সংগঠন নারীপক্ষ'র উদ্যোগে এক সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় ডিএইচএসএস, নারীমৈত্রী, বিডব্লিউএইচসি, কেয়ার বাংলাদেশ, দুর্জয় নারী সংঘ, উল্কা নারী সংঘ এবং নারীপক্ষ'র ২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ভোরের কাগজ

মাটি পাওয়ার জন্য বেওয়ারিশ হয়ে যাচ্ছে জেসমিন

যৌনকর্মী জেসমিনকে গতকাল রোববার পর্যন্ত দাফন করা হয়নি। তবে আজ সোমবার সকালে কোনো এক সময়ে অজ্ঞাত হিসাবে জেসমিনের লাশ মাসদাইর কবরস্থানে দাফন হবার কথা রয়েছে।

ভোরের কাগজ

নির্যাততা নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনে প্রধানমন্ত্রীর ২ কোটি টাকা বরাদ্দ

নারায়নগঞ্জের পতিতালয় থেকে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীসহ নির্যাতিত নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনে প্রদানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল তার নিজস্ব তহবিল থেকে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন।

শেখ হাসিনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জরুরিভিত্তিতে আন্তঃমন্ত্রণায় বৈঠক ডেকে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেন।

ভোরের কাগজ

টানবাজার ও নিমতলী এখনো থমথমে, মহিলা পুলিশ মোতায়েন

টানবাজার ও নিমতলী নিষিদ্ধপল্লীতে থমথমে ভাব এখনো অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ নিরাপত্তার স্বার্থে পতিতালয়ে ৫৫টি মদের দোকারে সবগুলো এবং রাত ১০টার পর খদ্দেরদের পতিালয়ে প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়ার ঐ এলাকায় অস্বাভাকি পরিস্থিতি বিরাজ করছে। খদ্দেরের অভাবে যৌনকর্মীদের প্রাত্যহিক রোজগারের বিরাট ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

৬ জুলাই ১৯৯৯

দৈনিক জনকণ্ঠ

খদ্দের শূন্য টানবাজার॥ পুনর্বাসনে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার বিভিন্ন মহলের অভনন্দন॥ ওরা চায় নিরাপত্তা, স্বাভাবিক জীবনের গ্যারান্টি

দুর্দিন চলছে টানবাজার পতিতালয়ের যৌনকর্মীদের। গত কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহে খদ্দেরশূন্য হয়ে পড়েছে পতিতালয়। এদিকে, টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ের যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের জন্য রবিবার প্রধানমন্ত্রীর ২ কোটি টাকা অনুদান ঘোষণায় সোমবার শহরের বিভন্ন মসজিদে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে, পুনর্বাসনের ঘোষণার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে যৌনকর্মীদের মধ্যেও।

অনেকেই বলেছেন, তাদের পুনর্বাসিত করা হলে এই ঘৃণ্য পেমা ছেড়ে দিতে তারা রাজি। কিন্তু পাশাপাশি তারা চায়, নিরাপত্তা স্বাভাবিক জীবন যাপনের গ্যারান্টি।

The Independent

The untold story of sex workers rehabilitation

A farcical drama is being staged to rehabilitate the sex workers of Tanbazar and Nimtoli Brothels in Narayanganj with a view to installing a

new political Mafia gang by ousting the existing one that has been operating its network there for the last 20 years, insider in the Sex workers Rehabilitation Committee alleged.

They said that the so-called committee was formed by Shamim Osman, MP, of Narayanganj.

They said that the killing of Jesmin, a sex worker of Tanbazar brothel, on July 1 was preplanned by those who had terrorized brothel inmates in June.

৭ জুলাই ১৯৯৯

The Independent

Sex workers set terms to adieu to profession

Many sex workers of Tanbazar brothel in Narayanganj town said they were prepared to give up their profession if they were properly rehabilitated.
We are the bread winners of out families. If we leave this profession who would maintain our families, they asked.
Give us assurance and make us acceptable in society, we will leave this profession with great pleasure, they said.
A 51-member committee has already been formed for the rehabilitation program. The committee was formed with all levels of people of the town including leaders of different political parties and business organizations.
Leaders of the main opposition BNP also supported the rehabilitation program of the sex workers.
Leaders of women's organisation at meeting in Dhaka yesterday expressed their solidarity with the sex workers of Tanbazar and Nimtoli brothels.
The meeting also expressed doubts about the rehabilitation of inmates of these two brothels because the evicted sex workers of Kandupatti and other floating sex workers in Dhaka city were yet to be rehabilitated.

প্রথম আলো

নারায়নগঞ্জে যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে

টানবাজার পতিতাপল্লীর যৌনকর্মদিের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক কাজ গতকাল মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে।

জেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার অফিস গতকার মঙ্গলবার থেকে প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসেবে টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ে জরিপ কাজ শুরু করেছে। প্রাথমিক কাজ শেষে আগামী ১২ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সূত্রটি আরো জানায়, সরকারের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিলের (ইউএনডিপি) একটি প্রকল্প রয়েছে, যা বাস্তবায়নের কাজও শিগগিরই শুরু হবে।

এদিকে গতকার মঙ্গলবার সকাল থেকেই টানবাজারের যৌনকর্মীরা মালপত্র নিয়ে অন্যত্র সরে যেতে শুরু করেছে। খদ্দের না তাকায় উপার্জন একেবারেই কমে যাওয়য় পতিতাপল্লিতে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল যৌনকর্মীরা চাঁদা তুলে দরিদ্র যৌনকর্মীদের খাবারের ব্যবস্থা করছে। কোটিপতি বাড়িওয়ালারা এই দুঃসময়ে পতিতাদের কোনো সাহায্য করছে না।

৮ জুলাই ১৯৯৯

প্রথম আলো

সংসদ সদস্যের উপস্থিতিতে বাড়িওয়ালারা গণিকা ব্যবসা ত্যাগ করায় সম্মত হয়েছে

টানবাজার পতিতা পল্লীর বাড়িওয়ালারা স্থানীয় সাংসদ শামীম ওসমানের সঙ্গে গতকাল বুধবার এক বৈঠকে পতিতা ব্যবসা ত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছে। এদিকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত চারজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও ইউএনডিপির একজন প্রতিনিধিকে নিয়ে গতকাল বুধবার সকালে টানবাজার পতিতাপল্লী পরিদর্শন করে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। তারা পতিতাপল্লীর সংখ্যা ও যৌনকর্মীদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণের জন্য দীর্ঘক্ষণ জরিপ চালান।

পল্লীতে গতকাল বুধবার শান্ত অবস্থা বজায় থাকলেও খদ্দের একেবারেই ছিল না। ফলে যৌনকর্মীদের অর্থ সংকট আরো তীব্রতর হচ্ছে।

৯ জুলাই ১৯৯৯

দৈনিক জনকণ্ঠ

সরকারি উদ্যোগে যৌনকর্মী পুনর্বাসনে টানবাজার নিমতলীর জরিপ কাজ শেষ॥ পাশাপাশি ইউনডিপি প্রকল্প

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ইউনডিপি গ্রহণ করছে পৃথক প্রকল্প। এই প্রকল্প মোতাবেক দেশের ৪টি জায়গায় যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এ ব্যাপারে গঠিত হয়েছে লোকাল কমিটি। শেষ হয়েছেঠ জরিপ কাজ।

ইউনডিপি সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে নারায়নগঞ্জে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, ইউএনডিপি প্রতিনিধি, সিভিল সার্জন প্রভৃতি সমন্বয়ে লোকাল কমিটি ঘঠন করা হয়েছে।

পতিতালয়ের বাড়ির মালিকদের প্রতি যৌনকর্মীদের ক্ষোভ ক্রমে দানা বেধে উঠেছে। যৌনকর্মীরা বাড়ির মালিকদের কছে ভাড়ার সময় অগ্রিম বাবদ নেওয়া কয়েক কোটি টাকা এবং আপদকালীন তহবিলের নামে তোলা প্রায় ১ কোটি টাকা ফেরত চেয়েছে।

ভোরের কাগজ

সেলামি বাবদ দেওয়া টাকা ফেরত চেয়েছে টানবাজারের পতিতারা

টানবাজার পতিতাপল্লীর বাড়িওয়ালারা তাদের ভাড়াটে পতিতাদের বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান করার পরিপ্রেক্ষিতে পতিতারা ঘর ভাড়া নেওয়ার সময় সেলাম বাবদ বাড়িওয়ালাকে দেওয়া কোটি কোটি টাকা ফেত পাওযার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। পতিতারা জানিয়েছে, ঐ টাকা পেলে

তার াবাড়ি ছেড়ে দিতে রাজি আছে এবং তারা ঐ টাকা দিয়ে নেজেরাই পুনর্বাসিত হতে পারবে. সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।

The Independent

Tanbazar brothel owners asked to quit the area

Sex Workers Rehabilitation Committee convener Shamim Osman, MP, reportedly asked the owners of the brothel buildings in Narayanganj on Wednesday night to quit the locality before the Juma prayer today.
Some of the owners of the brothel buildings, mistresses pimp and others involved in the profession directly or indirectly went into hiding following the threat, sources close to the trade said.
The inmates were also leaving the brothels with their valuables.
Muscleman and other people reportedly involved in the sex workers rehabilitation program sponsored by Shamim Osman cut electricity and water supplies to the brothel buildings two days ago to force the sex workers to give up the trade.

১০ জুলাই ১৯৯৯

দৈনিক জনকণ্ঠ

টানবাজার পতিতালয়ের বাড়ির মালিকদের পেশা ত্যাগের ঘোষণা যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন ও নিরাপত্তাদানের প্রতিশ্রুতি

শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় টানবাজার পতিতালয়ে পতিতাবৃত্তি রোধে গঠিত গানরিক কমিটি নেতৃবৃন্দ, আলেম প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সামনে বাড়ির মালিকরা প্রকাশ্যে এ পেশা ত্যাগের ঘোষণা দেয়। তারা যৌনকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানায়, এ পথ ছেড়ে সরকারের পুনর্বাসন উদ্যোগে সাড়া দেয়ার জন্য।

জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তা এবং নাগরিক নেতৃবৃন্দ শুক্রবারের মধ্যে পতিতালয়ের প্রতিটি বাড়িতে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ নিশ্চিত এবং অবিলম্বে তাদের পাওনা ফিরিয়ে দেয় এবং পুনর্বাসনের আগ পর্যন্ত ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়ার জন্য বাড়ির মালিকদের নির্দেশ দেন।

প্রথম আলো

টানবাজচারে সমাবেশ: যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনে ঐক্যমতের ঘোষণা

সুবৃহৎ পতিতাপল্লী টানবাজারে গতকাল এক অভূতপূর্ব সমাবেশে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, মসজিদের ইমাম, পতিতাদের বাড়িওয়ালা ও উপস্থিত শত শত যৌনকর্মী এ ঘৃণ্য বৃত্তি এবং ব্যবসা পরিত্যাগের ঘোষণা দেন।

গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টায় পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পতিতাবৃত্তি রোধ ও পুনর্বাসনে গঠিত নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ, আলেম সমাজের প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে পতিতাপল্লীর বাড়ির মালিকরা পতিতাপল্লীতে গিয়ে সমবেত যৌনকর্মীদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে এ ব্যবসা ত্যাগ করার ঘোষণা দেন। এতোদিন যাবৎ নারীর সম্ভ্রম নিয়ে যে অবৈধ ব্যবসা তরা করেছেন তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ভোরের কাগজ

দাবি অনুযায়ী পুনর্বাসন না করলে পতিতাবৃত্তি ছাড়বো না

দেশের বৃহত্তম পতিতাপল্লী টানবাজারের হাজার হাজার পতিতাকে সুস্থ্য-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য পুনর্বাসন কমিটির নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় প্রশাসন আহ্বান জানিয়েছে। পতিতালয়ের বাড়ির মালিকরা এই পুনর্বাসন কর্মসূচির প্রতি তাদের একাত্মতা ঘোষণা করলেও পতিতাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের দাবি অনুযায়ী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত না হলে তারা এই পেশা ছেড়ে যাবে না।

The Independent

Sex workers fleeing Tanbazar in fear

Leaders of Sex Workers Rehabilitation Committee in Narayanganj yesterday called upon the sex workers to give up the profession

immediately. They said: "The government has taken steps to rehabilitate the sex workers and they will be given due status and honour in the society." The call was made at a meeting of the committee at Tanbazar brothel yesterday morning.
About 60 percent of the sex workers of the two brothels Tanbazar and Nimtoli left the areas for unknown destinations following the threats by muscleman, law enforcers and others, the brothel building owner said.
Some of the muscleman had grabbed valuables of the sex workers while they were leaving the red light areas, the owners added.
The owners said that the supply of electricity, gas and water at the brothel was cut off by the muscleman and members of the committee.

১১ জুলাই ১৯৯৯

The Independent
Tanbazar sex workers starving

The sex workers of Narayanganj who had been asked to give up their profession against their will by a section of political activists have been passing their days in uncertainty and also starving for the last two weeks without any source of earning.
Sathi, a sex workers leader of Narayanganj who opposed the move to close down the brothels was nabbed by police for interrogation.

১৩ জুলাই ১৯৯৯

The Independent
Nasim asks brothel owners in N'ganj to end flesh trade

The Minister for Home and Telecommunications Mohammed Nasim yesterday asked the brothel owners of Tanbazar and Nimtoli in Narayanganj to stop the flesh trade immediately and to refund the deposits they collected from the sex workers.
The meeting organised by Sex workers Rehabilitation Committee was presided over by local ruling party MP AKM Shamim Osman while State Minister for Youth and Sports Obaidul Kader, State Minister for Women Affairs Begum Zinnatunnesa Talukder, State Minister for Social Welfare Dr. Mozammel Hussain were present as special guests.

Mohammed Nasim who was supposed to announce the package of rehabilitation of the sex workers said "the rehabilitation program starts from today".
Earlier, the sex workers attending the meeting placed a nine point charter of demand which included return of advance money taken by the brothel house owners, provision of food and shelter and proper education for their children. Obaidul Kader said that a youth training center would be ser up in Narayanganj where 500 sex workers would be given vocational training.

ভোরের কাগজ

পুনর্বাসন কর্মসূচি সম্পর্কে পতিতাদের ৯ দফা দাবি

পতিতা পুনর্বাসন কমিটির আয়োজনে গতকাল নারায়ণগঞ্জে সমাবেশ চলাকালে টানবাজার পতিতাপল্লীর পতিতারা স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে পুলিশের বাধার কারণে তারা সভাস্থলে আসতে পারেনি। দুপুরের দিকে পুলিশের সঙ্গে এক সমঝোতা অনুযায়ী পতিতারা ৯ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পৌছানোর জন্য নারায়ণগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার রফিকের কাছে হস্তান্তর করে। তবে যতোদূর জানা গেছে ঐ স্মারকলিপি মন্ত্রীর হতে পৌছানো হয়নি।

দাবিগুরো হচ্ছেঃ

১. পতিতাদের সন্তানদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সামাজিক পরিচয় প্রদান করতে হবে।
২. পতিতাদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
৩. বাড়িওয়ালাদেরকে দেওয়া অগ্রিম টাকা ও বিভিন্ন নামে দেওয়া চাদার টাকা সম্পূর্ণ ফেরত দিতে হবে।
৪. পতিতাদের বসবাস করার জন্য স্থায়ী জায়গা বরাদ্দ করত হবে।
৫. তাদের ভাত-কাপড়ের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. বর্তমান বাসস্থঅন রেখেই পুনর্বাসন করতে হবে।
৭. সাড়াদেশের পতিতালয়ের পতিতাদের একই সঙ্গে পুনর্বাসিত করতে হবে।

৮. যাদের জন্য পতিতালয়ের মেয়েরা পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়েছে এবং যাদের দ্বারা তারা নির্যাতিত, তাদের সকরের আইনানুযায়ী বিচার করতে হবে।
৯. যৌনরোগ বহনকারীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পুনর্বাসনের আগেই করতে হবে।

ভোরের কাগজ

নারী ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসীদের ক্ষমা করা হবে নাঃ নাসিম

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম টানবাজার পতিতাপল্লীর বাড়িওয়ালাসহ সবরকম নারী ব্যবসায়ীদের অনতিবিলম্বে আইনের কাছে নিজেদের সমর্পণ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পতিতাদের কাছ থেকে বাড়ি ভাড়ার অগ্রিম ও বিভিন্ন চাঁদা বাবদ নেওয়া টাকা দ্রুত পতিতাদের ফেরত দেওয়ার জন্য বাড়িওয়ালাদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, নতুবা টাকা আদায়ের জন্য প্রশাসন সবরকম ব্যবস্তা গ্রহণ করবে।

জনাব নাসিম বলেন, টানবাজার পতিতালয় এখানে থাকবে না এবং যারা এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে তাদেরকে নির্মূল করে দেওয়া হবে।

প্রথম আলো

নারায়ণগঞ্জে জনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীঃ টানবজার সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, যারা অবলা নারীদের ব্যবহার করে টানবাজার নামক নরকপুরী সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আনি অনুযায়ী ব্যবস্থা গদ্রহণ করা হবে। তিনি অবিলম্বে পতিতাপল্লীর মালিকদের আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করে যৌনকর্মদের কাছ থেকে নেয়া অগ্রিম টাকা ফেরত দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, উচ্ছেদ নয় পুনর্বাসনের মাধ্যমে আমরা তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

দৈনিক জনকণ্ঠ

টানবাজার ও নিমতলীতে পতিতালয় থাবে না॥ নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসিত করা হবে॥ নাসিম

টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ের যৌনকর্মীরা সরকারি উদ্যোগে তাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরুর আগে ৯ দফা দাবি বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছে। সোমবার যৌনকর্মীদের দ্রুত পুনর্বাসন দাবিতে আয়োজিত সনসভায় প্রধান অথিথি হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে তারা স্মারকলিপি আকারে এক দাবিনামা পেশ করে।

প্রধান অতিথি ভাষণে স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন শুধু কোটি টাকা নয়, নারায়ণগঞ্জের এ নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনে যত টাকা লাগে, তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। আমরা শুধু নারায়ণগঞ্জ নয়, সারা বাংলাদেশ থকে এ অভিশাপ দূর করতে চাই।

১৪ জুলাই ১৯৯৯

ভোরের কাগজ

নারায়ণগঞ্জের ৩ হাজার পতিতার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া আজ শুরু

গত সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ বুধবার থেকে দেশের বৃহত্তম পতিতাপল্লী টানবাজার ও নিমতলীর প্রায় ৩ হাজার পতিতা পুনর্বাসনের কার্যকরী প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। পতিতাদের নিয়ে পরিকল্পিত পুনর্বাসনের উদ্যোগ দেশে এটাই প্রথম।

সমাজ সেবা অধিদপ্তর সুত্রে জানা যায়, পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে আজ সকালে ১৮টি প্রশ্ন সংবলিত একটি ফর্ম পতিতাদের কাছে পৌছে দেওয়া হবে।

এদিকে গতকালও বাড়িওয়ালারা তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পতিতাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ

টানবাজার পতিতালয়ের যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া আজ শুরু

আজ বুধবার থেকে সরকারি উদ্যোগে টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ের ৩ হাজার যৌনকর্মীকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বাস্তব প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। দেশে এ ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদফতর ইতোমধ্যে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করেছে। প্রথমে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এ দুটো পতিতালয়ে বসবাসরত যৌনকর্মীদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এবং তাদের মতামত সংগ্রহ করা হবে। এ লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর ১৮টি প্রশ্ন সংবলিত ফরম তেরি করেছে। বুধবার সকাল থেকেই এই ফরম পূরণের কাজ শুরু হচ্ছে।

The Independent

Shifting of sex workers discussed

Senior officials of the government at an inter-ministerial meeting at the prime Ministers office on Sunday discussed the question of shifting the sex workers from Tanbazar (Narayangonj) to elsewhere as well as their redhabilitation, it is reliably learnt.

Representatives from the ministies of Religions Affairs, Women and Children's Affairs, Home Affairs, Social Welfare and dthe social Service Department, the Deputy commissioner and the Superintendent of Police of Narayangonj were present at the meeting presided over by Md. Idris Ali, Additional Secretary to the Prime Ministers office.

১৫ জুলাই ১৯৯৯

ভোরের কাগজ

রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তকাকথিত পুনর্বাসন কর্মসূচি

রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই একটি বিশেষ মহর টানবাজারের যৌনকর্মীদের তথাকথিত পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছে। যৌনকর্মীরা গতকাল একং সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেছেন।

যৌনকর্মীদের সংগঠন দুর্জয় নারী সংঘ, উল্কা নারী সংঘ, মুক্তি নারী সংঘ এবং টানবাজারের যৌনকর্মীদের উদ্যোগে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। টানবাজারের যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের নামে উচ্ছেদের প্রতিবাদ করে সংবাদ সম্মেলনে যৌথভাবে সংহতি প্রকাশ করেছে। মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন, নারীপক্ষ, কোয়ালিশন ফর আরবার পুওর, কেয়ার বাংলাদেশ, উৎস বাংলাদেশ এবং হটলাইন বাংলাদেশ।

The Independent

Sex workers term rehabilitation programme a bluff

Sex workers from different part of the country yesterday expressed fear theat dismantling of the country's oldest red-light zones at Tanbazar and Nimtoli in Narayangonj district would create severe social consequences, reports BSS.

Coalition of a group of non-government organizations (NGOs) organized a conference of the sex workers at the CIRDAP auditorium in the city yesterday. The coalition includes Bangladesh Manobadhikar Bastobayon Sangstha, Bangladesh Manobadhikar Sangbadik Forum, Bangladesh Women's Health Coalition, Naripokkho, Coalition for Urban Poor, CARE Bangladesh, Utsho-Bangladesh and Hotline-Bangladesh.

Sex workers, both floating and theose operating from brothers threatened to gather in front of the Prime Miniter's office on July 10 to press for their seven-point demand.,

The Ministry of Social Welfare along with a voluntary organization, Concern Bangladesh, yesterday started survey of the sex workers aiming at rehabilition of the brothel inmates of Tanbazar and Nimtoli area.

Handreds of inmates of the red-light areas at Tanbazar and nearby Nimtoli are passing their days in near starvation amid fears of eviction.

The brothel inmates are running out of money and short of necessary resource to ensure two square meals for them along with their dependents.

According to an agreed memorandum of understanding (Mou) with the government, apart from the PM's initiative, the United Nations Development Programme (UNDP) mission in Bangladesh is also scheduled to launch a Taka 10 crore rehabilitation programme from Wednesday in the four big red-lights districts in the country including Tanbazar and Nimtoli.

প্রথম আলো

পুনর্বাসনের নামে টানবাজার পতিতাপল্লী উচ্ছেদ না করার আহ্বান

বিভিন্ন পতিতালয় থেকে এসে একদল যৌনকর্মী একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছে, পুনর্বাসনের নামে নারায়ণগঞ্জের টানবাজার পতিতাপল্লী উচ্ছেদ করা চলবে না। এ নিয়ে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও হাসিল করতে দেয়া হবে না। দেশের আটটি নারী ও মানবাধিকার সংগঠনও যৌনকর্মীদের ঘোষণার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে।

গতকাল বুধবার সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে নারী অধিকারবাদী সংগঠন নারীপক্ষ। আরো কযেকটি নারী মানবাধিকার সংগটন এই প্রচেষ্টায় সমর্থন দেয়।

সংবাদ সম্মেলনে যৌনকর্মীদের মুখপাত্রীরা বলেছে, আমাদের অংশগ্রহণ ও মতামত ছাড়া গৃহীত কোনো পুনর্বাসন প্রক্রিয়া আমরা মানি না।

প্রথম আলো

যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রাথমিক জরিপ কাজ শুরু

টানবাজার এবং নিমতলীর পতিতাপল্লীর যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় সমাজসেবা অধিদপ্তর গতকাল বুধবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জরিপ কাজ শুরু করেছে। কনসার্ন বাংলাদেশ নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এই কাজে সমাজসেবা অধিদপ্তরকে সহায়তা করেছে।

গতকাল বউধবার দুপুর দেড়টায় জরিপ টিম টানবাজার পতিতাপল্লীতে আসে।

দৈনিক ইনকিলাব

আমরা অনেক মন্ত্রী-এমপিরও মনোরঞ্জন করে থাকি।

নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে অবস্থিত দেশের সর্ববৃহৎ পতিতালয়ের পতিতাদের পক্ষ নিয়েছে এনজিওরা। নারায়ণগঞ্জের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, প্রশাসন তথা সরকার এই পতিতালয়ের পতিতাদের পুনর্বাসনের উদ্রোগ নিলেও এনজিওরা এর বীব্র বিরোধিতা করে পতিতাদের দীর্ঘদিনের পতিতাবৃত্তিকে অক্ষুন্ন রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছে, সরকার যখন দেশের দুরদ্র-দুস্থ জনগণের জন্য কোনো কার্যকর উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ৩ বছর আগে উচ্ছেদকৃত ঢাকার কান্দুপট্টির পতিতাদের পুনর্বাসনেও সক্ষম হয়নি তখন আবার কি কারণে টানবাজার ও নিমতলী পতিালয় উঠেয়ে দেবার সিদ্ধান্ত ো হয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।

১৬ জুলাই ১৯৯৯

প্রথম আলো

টানবাজারে জরিপে সাফল্য নিয়ে সন্দেহ

টানবাজারের যৌনকর্মীরা তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারের সমাসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত জরিপ কার্যক্রমে তেমন সাড়া দেয়নি। জরিপ চলাকালে অধিকাংশ যৌনকর্মীই ছিল

পতিতাপল্লীর বাইরে। পতিতাপল্লীর ভেতরে অবস্থানকারী একশ্রেণীর দালাল ও সর্দারনী সাধারন যৌনকর্মীদের জরিপ টিমের মুখোমুখি হতে নিরুৎসাহিত করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জরিপের পদ্ধতি নিওে অনেক যৌনকর্মীদের অসন্তোষ রয়েছে।

জরিপ টিম টানবাজারে ৭৩৬ জন যৌনকর্মীর ফর পুরণ করেছে।

১৭ জুলাই ১৯৯৯

প্রথম আলো

আজ নিমতলী পতিতাপল্লীতে জরিপ, অধিকাংশ যৌনকর্মী সরে পড়েছে

দেশের সর্ববৃহৎ পতিতাপল্লী টানবাজার ও পার্শ্ববর্তী নিমতলী পতিতালয় থেকে ৭০ ভাগ যৌনকর্মীই অন্যত্র সরে পড়েছে। টানবাজার-নিমতলীর যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজ সেবা অধিদপ্তর যে জরিপ চালাচ্ছে তা থেকেই এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। জরিপ টিম আজ নিমতলী পতিতালয়ে জরিপ চালাবে।

১৮ জুলাই ১৯৯৯

ভেরের কাগজ

টানবাজার ও নিমতলীতে জরিপ শেষ, ১০৫৮ জন যৌনকর্মী অংশ নিয়েছে

সমাজসেবা অধিদপ্তর টানবজার ও নিমতলী পতিতাপল্লিতে তাদের জরিপ কাজ শেষ করেছে। এ দুটি পতিতাপল্লিতে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংসথার হিসেবে প্রায় ৩ হাজর ৫০০ যৌনকর্মী থাকার কথা বলা হলেও ৪ দিনব্যাপী জপিরে সর্বমোট ১০৫৮ জন যৌনকর্মী নির্ধারিত ফরম পুরণের মাধ্যমে জরিপে অংশ নিয়েছে।

এদিকে পতিতাপল্লিতে খাদ্য সংকট অব্যাহত রয়েছে।

The Independent

Sex workers threaten to commit suicide

The leaders of the sex workers of two brothels in Narayanganj yesterday called upon the government to supply immediately food to the inmates of the brothels who have been virtually starving for weeks following the murder of Jasmine and the so-called rehabilitin plan of a section of political workers since June 25 last.

১৯ জুলাই ১৯৯৯

প্রথম আলো

টানবাজার থেকে যৌনকর্মীরা গোপনে সরে পড়ছে

দেশের বৃহত্তর পতিতাপল্লী টানবাজার এবং নিমতলী থেকে শত শত যৌনকর্মীর গোপনে অন্যত্র চলে যাওয়ায় মারাত্মক রোব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখ দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, স্বেচ্ছায় বিরিয়ে যাওয়া যৌনকর্মীরা বাইরে বিভিন্ন স্থা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ব্যবসা অব্যাহত রাখলে তাদের মাধ্যমে অনেকেই বিভিন্ন জটিল যৌন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

২০ জুলাই ১৯৯৯

প্রথম আলো

সরকারের পতিতা পুনর্বাসন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে ৩৮টি সংগঠন

সরকারের পুনর্বাসন সিদ্ধান্তের বিরোধিতাকারী টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ের যৌনকর্মীদের আন্দোলন ও দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছে ৩৮টি নারী ও মানবাধিকার সংগঠন। গতকাল সোমবার নারীপক্ষ কার্যালয়ে আয়োজিত এক বৈঠক তারা এ একাত্মতার কথা ঘোষণা করে।

বৈঠকে সরকারের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সমালোচনা করে এক লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, পুনর্বাসনের বিষয় নিয়ে সরকার যেসব সভা করছে সেখানে কোনো যৌনকর্মী বা তাদের সঙ্গে যেসব সংগঠন কাজ করছে তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই।

যেসব সংগঠন আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম, বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা, বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন, নারী মৈত্রী, নারীপক্ষ, কোয়ালিশন ফর দি আরবার পুওর, কেয়ার বাংলাদেশ, উৎস বাংলাদেশ, হটলাইন বাংলাদেশ, উইমেন ফর উইমেন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, লিগ্যাল অ্যাওয়ারনেস ফোরাম, বাউশি, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, অধিকার, বিবর্তন, ফুলকি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাড্ডা সেলফ হেলপ সেন্টার, এসটিডি, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, থিয়েটার সেন্টার, প্রদীপন, সার্পভ, আশা, শক্তি, সিআরপি, সিডব্লিউএফপি, কমিটমেন্ট, ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার, এনএফওডব্লিউডি, উদ্দীপন, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, আইএলডি, পিডিএপি, ব্রেকিং দি সাইলেন্স এবং সপ্তডিঙ্গা।

২১ জুলাই ১৯৯৯

দৈনিক ইনকিলাব

নারায়ণগঞ্জের দুটি পতিতালয়ের সাবিন্দাদের সরকারি ভবঘুরে কেন্দ্রে পুনর্বাসিত করার সিদ্ধান্ত

অবশেষে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের দুটি পতিতালয়ের পতিতাদের সরকারি ভবঘুরে কেন্দ্রে পুনর্বাসিত করার।

অপর দিকে, দেশের ৩৮টি নারী ও মানবাধিকার সংগঠন সরকারের এই সিদ্ধান্ত বিরোধিতা করছে। গত সোমবার নারীপক্ষ'র আহ্বানে এই সংগঠনগুলো সারা দিযে পতিতাদের পুনর্বাসনের বিরোধিদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে।

২২ জুলাই ১৯৯৯

The Independent

‘Vagabond centre’ phobia grips sex workers

Vagabond centre phobia has gripped the inmates of Tanbazar and Nimtoli brothels following publication of news to the effect that the sex workers would be housed and different government urn shelters

A number of sex workers have started fleeing the brothels, Many sex workers belived that they would be treated like beggars by the government.

The Independent

Govt. ruged to take realistic steps

The Coordination Coundil for Human rights in Bangladesh (CCHRB) has urged the government to adopt immediate and long-term realistic steps to solve the problems related to all the brothels including Tanbazar and Nimtoli of Narayanganj. The Council stressed on upholding fundamental human rights while solving such problems

A nine-member delegation of CCHRB led by its president akram Hossain Chowdhury visited the Tanbazar and Nimtoli are on July 20 to enquire about the human rights situation there.

২৩ জুলাই ১৯৯৯

দৈনিক জনগণ্ঠ

পুলিশের পুনর্বাসন করুন-যাতে যৌনকর্মদের টাকায় ভাগ না বসায়॥ টানবাজার যৌনকর্মীদের বিক্ষোব সমাবেশের দাবি

টানবাজার নিমতলীর যৌনকর্মীদের ঢাকায় এক বিক্ষোভ সমাবেশে বলেছে, পুনর্বাসনের নামে উচ্ছেদ চাই না। স্বাধীনভাবে বর্তমান পেশায় থাকতে চাই। তারা বলেন, সরকার যদি পুনর্বাসন করতে চায়।, পুলিশের পুনর্বাসন করুক। যাতে পুলিশ যৌনকর্মীদের টাকার ভাগ না বসায়। যৌনকর্মীদের নেত্রীরা টানবাজার সমস্যার আশু সমাধানের দাবি জানান। সমাবেশ শেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালযে স্মারকলিপি দেয়া হয়।

গতকার বৃহস্পতিবার ওসমানী উদ্যোনে ৪০টি এনজিও যৌনকর্মীদের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশের জন্য এ সংহতি সমাবেশের আয়োজন করে। এর পুরোভাগে রয়েছে নারীপক্ষ।

মানবজমিন

পুরো শহরকে নিষিদ্ধ এলাকা বানিয়ে ছাড়বো

যৌনকর্মীদের সমাবেশে মানবাধিকার রক্ষার দাবিতে ৪ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। দাবিগুলো হলো- পুনর্বাসনের নামে উচ্ছেদ বন্ধ করা, যৌনকর্মীদের স্বস্থানে সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, যৌনকর্মীদের উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে যৌনকর্মী, মানবাধিকার কর্মীও নারী আন্দোলন কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং পুনর্বাসনের নামে যৌনকর্মীদের ভবঘুরে কেন্দ্রে বা আশ্রয় কেন্দ্রে বন্দী না করা। গতকাল সমাবেশে দেশের ৫০টি সংগঠন যৌনকর্মীদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে।

আজকের কাগজ

উচ্ছেদ করলে যবো কোথায়?

সরকার ঘোষিত পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার প্রতিবাদ ও মানবাধিকার রক্ষার দাবিতে নারায়ণঞ্জের টানবাজার পতিতালয়ের পতিতারা গতকাল রাজধানীতে এসে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। পতিতালয় উচ্ছেদ আন্দোলনের নেতাদের উদ্দেশ্যে তারা বলেছে, নির্বাচনের আগে তো বললেন না আমরা পতিতা? আমাদের ভোট আপনাদের লাগবে না তখন তো হাতে পায়ে ধরে ভোট চাইতেন। এখন কেন আমাদের নিয়ে টানাহেচড়া?

ওসমানী উদ্যোনে গতকাল সকালে আয়োজিত এক সমাবেশে পতিতা নেত্রীরা এসব কথা বরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

গতকার পতিতাদের এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশে রাজদানীর ওসমানী উদ্যানে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। সমাবেশে এসে বহু পতিতা তাদের দুঃখ কষ্টের কথা বলে কেঁদেছে। টানবাজার নিমতলী থেকে উচ্ছেদ হরে কোথায় যাবে, কি করবে এসবই ছিরো তাদের বক্তৃতার মূল কথা। পতিতাদের দেখতে এসেছিল শতাধিক পুরুষ। তাদের কেউ সমাবেশ মঞ্জের বক্তৃতা শোনেন, কেউ পতিতাদের সঙ্গে কথা বলে টানবাজারের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন্ পতিতাদের নিয়ে এতা বড় সমাবেশ এটাই প্রথম বরে অনেকে মন্তব্য করেন। সমাবেশটির আয়োজন করেছিল নারীপক্ষ'র সহায়তায় টানবাজার আন্দোলন সংহতি কর্মসূচি নামে একটি সংগঠন।

ওসমানী উদ্যানে সমাবেশ শেষে একটি র‍্যালি জাতীয় প্রসেক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখান থেকে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী, যুব ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

২৪ জুলাই ১৯৯৯

প্রথম আলো

বামাসপের পর্যবেক্ষণ
পুনর্বাসনের সুস্পষ্ট রূপরেখা না তাকায় দেহজীবীরা
টানবাজার ছাড়তে চায় না

বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয়য় পরিষদের (বামাসপ) একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল নারায়ণগঞ্জের ঘটনাবহুল টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লরি পরিস্থিত সরেজমিন তদন্ত করে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন যে, সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচির রূপরেখা সুস্পষ্ট না হওয়ায়, অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ও জীবিকা অব্যাহত রাখার জন্য দেহব্যবসায়ে নিয়োজিত নারীরা সাধারণভাবে বর্তমান আবাসস্থল ছাড়তে চাচ্ছেন না।

গত ২০ জুলাই বামাসপের সভাপতি আকরাম হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে ৯ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল উক্ত দুটি অঞ্চলে দেহব্যবসায়ে নিয়োজিত সকল পক্ষ, দায়িত্বরত পুলিশ ও গোয়েন্দা

কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বিস্তৃত আলোচনা করেন। ২১ জুলাই এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিনিধি দল প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় চারটি বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

প্রথম আলো

পুনর্বাসনের নামে উচ্ছেদ বন্ধের দাবি জানিয়ে যৌনকর্মীদের সমাবেশ

দেশের বিভিন্ন পতিতালয় থেকে আগত যৌনকর্মীরা নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয় থেকে পুনর্বাসনের নামে যৌনকর্মী উচ্ছেদ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর ওসমানী উদ্যানে টানবাজার আন্দোলন সংহতি কর্মসূচির উদ্যোগে আয়োজিত এক সমাবেশে তারা এই দাবি জানায়। ৪৯টি এনজিও ও মানবাধিকার সংগঠন যৌনকর্মীদের এই দাবির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছে।

সমাবেশ শেষে যৌনকর্মীরা নগরীতে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলটি পল্টন তেকে শুরু হয়ে প্রেসক্রাবের সামনে এসে শেষ হয়।

২৫ জুলাই ১৯৯৯

ভোরের কাগজ

ভোররাতে ৩৫০ পুলিশের আকস্মিক অভিযান টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লী শূন্য

দেশের বৃহত্তম ও শতাব্দী প্রাচীন পতিতাপল্লী টানবাজার এবং সংলগ্ন নিমতলী এখন জনমানবশুন্য। সরকার ঘোষিত যৌনকর্মী পুনর্বাসন কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল ভোরে যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে স্থানান্তরের জন্য পুলিশের বিশাল এক দলসহ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লিতে উপস্থিত হরে আতঙ্কিত বহু যৌনকর্মী ও ঐ এলাকার অনেক লোকজন বিভিন্ন উপায়ে পালিয়ে যায়। বাকি শ' চারেক যৌনকর্মীকে বাসযোগে গাজীপুরে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানো হলে পতিতাপল্লী দুটি শুন্য হয়ে হড়ে। তাৎক্ষনিকভাবে কড়া

পুলিশ পাহারা বসানোর মাধ্যমে পতিতাপল্লী দুটি কার্যত সীল করে দেওয়া হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া যৌনকর্মীরা একে অঘোষিত উচ্ছেদ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

প্রশাসন, পুলিশ ও পতিতাপল্লী সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে প্রায় ৩৫০ জন পুলিশের একটি দল টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লী ঘিরে ফেলে। তারা হ্যান্ডমাইকযোগে যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তাদের সঙ্গে নেওয়া বাসে উঠবার আহ্বান জানায়। এ সময়ে অনেক যৌনকর্মীরা তাদের মাসী ও সর্দারনী ছেলেমেয়ে ও মালামালসহ বাসে গিয়ে চড়ে বসে। অনেক যৌনকর্মী ও সর্দারনী গোপন রাস্তা এবং পুলিশের সামনে দিয়েও পালিয়ে যায়। অনেকে আতঙ্গে চিকিৎকার করতে থাকে। সব মিলিয়ে একটি হুলস্থুল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ অভিযোগ করেছে যে পুলিশ অনিচ্ছুক অনেক যৌনকমর্কীকে জোর করে বাসে তুলে দিয়েছে। প্রায় ২ ঘন্টা স্থায়ী এই কর্মযজ্ঞে একজন এএসপির নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জ জেলার সাত থানার ওসি, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪০ জন মহিলা পুলিশ, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের পরিচালক সাফিউল কবীরের নেতৃত্বে অধিদপ্তরের বেশকিছু কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসনের ৮/১০ জন পুরুল ও মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট সরাসরি অংশ নেয়। জেলা প্রশাসক আব্দুর রহমান ও পুলিশ সুপার মুহাম্মদ সানাউল হক পতিতাপল্লী থেকে ২০০/৩০০ গজ দুরে অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ থানায় বসে পুরো ব্যাপারটি মনিটর করেন।

৬টি বাসে করে যৌনকর্মীদের গাজীপুরে পুনর্বাসন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ডা. মোজাম্মেল হোসেনসহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শনে যান।

গতকাল দুপুরে পতিতাপল্লী দুটি সরেজমিন পদির্শনে দেখা যায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ টানবাজার পতিাতপল্লীর দুই প্রবেশ মুখে পাহারা দিচ্ছে। ভিতরে খা খা শুন্যতা বিরাজ করছে, দুটি কুকুর শুধ এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। নিমতলীর ছোট্ট পতিতাপল্লীর প্রবেশমুখের টিনের গেট ভিতর দিকে থেকে বন্ধ করে দিয়ে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। দুটো পল্লীতেই পুলিশ ও সাংবাদিক ছাড়া অন্যদর প্রবেশে অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

দারোয়ান চানমিয়া (৩৫) জানান, ভোররাতে পুলিশ এসে পতিতাপল্লিতে একরকম ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এ সময় পতিতারা চিৎকার শুরু করলে রীতিমতো জোর করে তাদেরকে বাসে উঠানো হয়। পুলিশ পতিতাদের মারধর করে বলেও চানমিয়া অভিযোগ করেন।

সর্দারনী লিপি জানায়, শুক্রবার রাত ১০টার দিকে পুলিশের পক্ষ থেকে গোপন বার্তা পাঠানো হয় পতিতাপল্লিতে। ঐ বার্তায় পুনর্বাসনে যেতে অনিচ্ছুকদের দ্রুত পতিতালয় ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলা হয় তা না হলে সবাইকে গ্রেফতার করে বিচারের ব্যবস্থা করা হবে। লিপি জানায়, ঐ বার্তা পাওয়ার পরেই অনেক যৌনকর্মী দ্রুত পতিতাপল্লী ত্যাগ করে।

প্রথম আলো

টানবাজার নিমতলী পতিতাপল্লী উচ্ছেদ

নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয় থেকে যৌনকর্মীদের সরিয়ে দেয়া হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ গিয়ে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০০ যৌনকর্মকে ছয়টি গাড়িতে উঠিয়ে নেয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়।

অভিযানকালে পুলিশের সঙ্গে জেলা প্রমাসন ও সমাজসেবা অধিদাপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানায়, মেয়েদের প্রথমে মিরপুরে ভবঘুরে অভ্যর্থনা কেন্দ্রে নেয়া হয়। সেখান থেকে তাদের স্থান সংকুলার অনুসারে গাজীপুরের পূবাইল ও কাশিমপুর, ময়মনসিংহের ধরা ও নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল আশ্রয় কেন্দ্র পাঠানো হচ্ছে।

অভিযোগ পাওয়া যায়, পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তাদের পাশাপাশি একদল মাস্তান, পতিতালয়ের মেয়েদের উচ্ছেদে অংশগ্রহণ করে।

পতিতালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজন ও নিকটবর্তী বাসিন্দারা জানান, অভিযানের সময় যৌনকর্মীদের ওপর পুলিশ ও মাস্তানরা ব্যাপক নির্যাতন চালায়। এ সময় যৌনকর্মীদের চিৎকার আশপাশের এলাকার মানুষের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

পক্ষান্তরে সরকারি সূত্রগুলো দাবি করেছে, ইতিপূর্বে জরিপের ভিত্তিতে পুনর্বাসিত হতে ইচ্ছুক যৌনকর্মীদের তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সরকারি আশ্রয় কেনদ্র পাঠানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, রাত ৩টার দিকে অভিযান শুরু হয়। এ সময় আটজন ম্যাজিস্ট্রেট, নারায়ণগঞ্জের সাতটি থানার সাতজন ওসি, ৪০জন মহিলা পুলিশসহ প্রায় ৩০০ পুলিশ টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ে অবস্থান য়ে। প্রত্রক্ষদর্শীরা জানান, মাইক্রোবাস যোগে আসা প্রায় ৪০ জন যুবক পুলিশের সঙ্গে পতিতালয়ে অবস্থান নিয়েছিল। নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার তখন পতিতালয় থেকে ২০০ গজ দূরে নারায়ণগঞ্জ থানায় অবস্থান করছিলেন।

৩টা ১০মিনিটের দিকে হ্যান্ড মাইক দিয়ে যৌনকর্মীদের বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে ওঠার আহ্বান জানানো হয়। যৌনকর্মীরা পুলিশের এই আহ্বানে সাড়া না দেয়ায় পুলিশ বিভিন্ন কক্ষে গিয়ে যৌনকর্মৃীদের ধে রআনার সিদ্ধান্ত য়ে। রাত পৌনে ৪টার দিকে জাকির খানের ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে যৌনকর্মীদের নেত্রী সাথীকে টেনেহিচড়ে পুলিশ নিচে নিয়ে আসে।

সাথকে গ্রেফতার করার পরই পুলিশ বিভিন্ন ভবনে গিয়ে যৌনকর্মীদের ধরে আনার প্রক্রিয়া শুরু করে। এ সময় যৌনকর্মীরা যেতে অস্বীকৃতি জানালে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শরু হয়।

সোয়া ৫টার দিকে মহিলা পুলিশ চলে আসে। কক্ষগুলোতে প্রবেশ করা শুরু করে পুলিশ, মহিলা পুলিশ ও মাইক্রোবাসে করে আসা যুবকরা। যৌনকর্মীদের ধরে আনতে তারা সাফল্যের পরিচয় দেয় বল প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

তারা পাজাকোলা করে যৌনকর্মর্মীদের নিয়ে এসে বাসে তুলছিল। এ সময় যৌনকর্মীদের বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। কেউ কেউ ছিল অজ্ঞান, আবার কারো কারো গয়ের পোশাক ধস্তাধস্তির কারণে পড়ে গিয়েছিল।

গতকাল শনিবার টানবাজার পতিতাপল্লিতে গেলে প্রতিটি ভবনেরই বিভিন্ন কক্ষের দরজা ভাঙা অবস্থায় দেখা যায়। বিভিন্ন কক্ষে আসবাবপত্র কাপড় চোপড় এলোমেলো ও অবিন্যস্ত তাকতে দেকা যায়।

সদর থানার একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ৩০০ জনকে বাসে উঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, অভিযানের সময় অব্সতানরত যৌনকর্মীদের অধিকাংশই পালিয়ে যায় পতিতাপল্লীর বিভিন্ন গলি দিয়ে। পুলিশি অভিযানের পরই দুটি পল্লীতে লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১১টার দিকে পুলিশ সব কটি ভবনে তালা আটকিয়ে দেয়।

গতকাল পতিতাপল্লীর দুটি নেড়িকুকুর, পুলিশ এবং কজন সাংবাদিক ছাড়া অন্য কোনো মানুষ বা প্রাণী দেখা যায়নি।

ভোরের কাগজ

যৌনকর্মীদের উচ্ছেদের ঘটনায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে

গত শুক্রবার মধ্যরাতে টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লী যৌনকর্মীদের জোরপূর্বক উচ্ছেদের ঘটনায় ডিবভিন্ন মানবাধিকার ও নারী সংগঠন ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। নারীপক্ষ, উইমেন ফর উইমেন, আইন ও শালিশ কেন্দ্র, প্রশিকা, কেয়ার বাংলাদেশ, উল্কা নারী সংঘ ও দুর্জয় নারী সংঘসহ ৫০টি মানবাধিকার ও নারী সংগঠন ঘটনার নিন্দা জানিয়ে পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়েছে।

যৌনকর্মীদের ওপর এ বর্বর ও অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, একটি মহল সরকারের সমর্থন নিয়ে পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করে যে গটনা ঘটিয়েছে, তাতে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে।

ভোরের কাগজ

শামীম ওসমানের অভিনন্দন
পতিতা পুনর্বাসনের সরকারি উদ্যোগকে সমর্থন
করেছে কয়েকটি সংগঠন

টানবজার ও নিমতলী পতিতাপল্লী দুটি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শহরের বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যাক্তিত্ব একে মহৎ উদ্যোগ হিসেবে আখায়িত করেছে। পাশাপাশি বিচ্ছিন্নভাবে দু'একজন অন্যরকম প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছে।

স্থানীয় সাংসদ এ কে এম শামীম ওসমান এক বিবৃতিতে পতিতাবৃত্তি রোধ ও পুনর্বাসনের জন্য সময়োচিত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য শেষ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জের প্রতিনিধিত্বশীল ১৯টি সংগঠন এক যুক্ত বিবৃতিতে পতিতা পুনর্বাসনে সরকারি উদ্যোগকে মহৎ হিসেবে আখ্যায়িত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

এদিকে শহরের কয়েকজন শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিকর্মী এই প্রক্রিয়ায় পুনর্বাসনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে শহরে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

বর্বর পন্থায় টানবাজার নিমতলতিতে পতিতা উচ্ছেদ

নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী থেকে পতিতাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। কোনো প্রকার পূর্ব ঘোষণা ছাড়া শনিবার ভোররাতে প্রায় দেড়শ পুলিশের সহায়তায় পতিতাদের তাদের দীর্ঘদিনের আশ্রয় থেকে জোপূর্বক বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। উচ্ছেদকৃত তিনশত পতিতার পরবর্তীতে আশ্রয় মেলে গাজীপুরের ভবঘুরে আশ্রয় কন্দ্রে। টানবাজারে নিয়মিত বসবাসকারী অন্য পতিতারা বাস্তহারা হওয়ার পর ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের এলাকায়। পতিতাদের এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়াটি ছিল নির্মম বর্বরোচিত এবং মানবেতর। রাত সাড়ে তিনটার দিকে তারা যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখনই অতার্কির্তে ঝাপিয়ে পড়ে পুলিশ। নির্মমভাবে টেনে হিচড়ে বের করে তাদের ঘর থেকে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব অনুযায়ী রাত ১টা থেকেই টানবাজার এলাকায় জমায়েত হতে থাকে পুলিশ।

শনিবার দুপুরে টানবাজার ও নিমতলতিতে গিয়ে দেখা যায়, উভয় পতিতালয়ে কবরের নিস্তবদ্ধতা্

নারায়ণগঞ্জের সাত থানার ওসিই উপস্থিত ছিলেন অভিযাবে।

২৬ জুলাই ১৯৯৯

বাংলাবাজার পত্রিকা

বিনা রক্তপাতে যৌনকর্মদিের পুনর্বাসন
টনবাজার এখন নীরব নিথর

শুক্রবার রাত ৮টায় সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে নির্দেশ আসে যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া দ্রুত ও সফল করতে হবে। রাতেই এমপি শামীম ওসমান মিটিং করেন জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মমর্তাদর সাথে সিদ্দান্ত হয়। ভোর রাতে পতিতাপল্লী ঘেরাও করে যৌনকর্মীদের নিয়ে যাওয়া হবে ভবঘুরে কেন্দ্রে। এই অভিযানে পল্লীর বাইরে যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার মোকাবিলার জন্য এমপি শামীম ওসমান প্রশাসনের কর্মকর্তাদের আশ্বস্ত করেন। ভোর রাতেই এই অভিযান শুরু হয়। এ সময় আওয়ামী লীগ, যুবলগি ও ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা বিভিন্ন দলে

বিভক্ত হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান নেয়। শহরের গলিমুখে রাখা হয় কড়া নজর। সাদা পোশাকের পুলিশ দলও এসব স্থানে মোতায়েন ছিল। ১০টি মাইক্রোবাস ও ৬টি বড় বাস রাখা হয় যৌনকর্মীদের ভভঘুরে কেন্দ্রে নেয়ার জন্য। ৩০ জন মহিলা পুলিশ ২৭৩০ জন পুলিশ (অফিসারসহ) ৩জন ম্যাজিস্ট্রেট, জেলার ৭ থানার ওসি ও সমাজসেবা অধদপ্তরের কর্মকর্তারা এই অভিযানে নামেন। পুলিশ আড়াইশ যৌনকর্মীকে গাজীপুরস্থ ভবঘুরে কেন্দ্রে নিয়ে যায়। অপরাপর ৫ শতাধিক যৌনকর্মী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লীর অবসান ঘটায় গতকাল নারায়ণগঞ্জে ছিল আনন্দের রেশ।

আজকের কাগজ

ওদের সবকিছু লুট হয়ে গেছে।

শুক্রবার রাতে যারা উচ্ছেদ অভযানে পুলিশের চোখ ফাকি দিয়ে পালাতে পেরেছে তাদেরকে গতকাল ভোরে পতিতা পল্লীর গেটে জড়ো হতে দেখা গেছে। প্রায় শ দুয়েক যৌনকর্মী মাসি তাদের ফেলে যাওয়া ব্যবহারিক জিনিসপত্র নিয়ে যেতে এসেছিল। সকাল ১০টায় পলিশের অনুমতি পেয়ে তারা টানবাজার পতিতাপল্লিতে ঢুকে। গুটিকয়েক বাসন-কোসন, ব্যবারের শাড়ি ছাড়া তারা কিছুই পায়নি। উচ্ছেদ অভযানের পর কে বা কারা তাদের ফেলে যাওয়া সব কিছু লুট করে নিয়ে গেছে।

ভোরের কাগজ

টানবাজার এখন ভাঙা হাট

গতকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পতিতাপল্লীর যৌনকর্মী, সর্দারনী, মাসি ও বিভিন্ন দোকানদার পুলিশ প্রহরায় তাদের মালামাল সরিয় নেয়। যারা গতকাল তদের মালামাল নিতে পারেনি তাদের জন্য আজকেও এই সুবিধা অব্যাহত থাকবে বরে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

বেশ কয়েকজন য়েওনকর্মী ও সর্দারনী অভযোগ করেন যে, গত শুক্রবার রাতে এবং শনিবার ভোরে তারা যে সমস্ত মালামাল ফেলে রেখে গিয়েছিল তার অনেক কিছুই খোয়া গেছে। খোয়া যাওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে নগদ টাকা এবং স্বর্ণলঙ্কারই প্রধান।

মান্নান সরদারের বাড়ির দারোয়ন চান মিয়া (৩৫) জানান, মোট ২০টি ঘরের মধ্যে ১১টি ঘরের বাসিন্দা অনেক আগেই মালামাল নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। বাকি ৯টি ঘরের বাসিন্দাদের মদ্রে ২জন পুনর্বাসন কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছে এবং অন্য ৭টি ঘরে মালামাল তখন পর্যন্ত ছিল।

যারা পুনর্বাসন কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে গাজীপুর চলে গেছে, তাদের মালামাল লুটপাট হচ্ছে।

পতিতাপল্লী থেকে পালিয়ে যাওয়া যৌনকর্মী ও সর্দারনিরা এখন শহর ও বন্দরের বিভিন্ন এলাকয় অবস্থান নিয়েছে বলে জানা গেছে।

Financial Express

Sex Workders scatter at N'gonj
Social environment theratened

Social Environment of the entire Narayanganj town has come under threat as sex workers of Nimtoli ang Tanbazar brothels scattered after eviction form their age old habitat by the government, reports UNB.

Over 5,000 sex workers were in the two brothels and now most of them took shelter in the town's Paikpara, Kahipur and Enayetpur and adjoning Fatullah, Pagla, Sonargaon, Sonakanda, Nabiganj and Bandar areas.

সংবাদ

যৌনকর্মীদের ফেরত এসে ক্ষতিপুরণ দিতে হবে

দেশের ৫২টি মানবাধিকার সংগটন টানবাজার ও নিমতলীর যৌনকর্মীদের নির্যাতন ও টানবাজার থেকে অপহরণের অভিযোগে তারা সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে (ডিজি) অপসারণ ও নারায়ণগঞ্জ থানা ওসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল রোববার বিকেরে রিপোর্টাস ইউনিটি সভাকক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাট করেন ৫২টি মানবাধিকার সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত সংহতি পরিষদের সমন্বয়কারি মাহবুবা মাহমুদ।

সাংবাদিক স ম্মেলনে নারীপক্ষ, কেয়ার বাংলাদেশ আইন ও সালিক কেন্দ্র, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, এসোসিয়েশন ফর সোসার অ্যাডভান্সমেন্ট (আশা), প্রশিকা, ভিএইচএসএস, নারী প্রগতি সংঘও বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতিসহ ৫২টি মানবাধিকার সংগঠন যৌনকর্মীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা পরিষদের সভানেত্রী কবি সুফিয়া কামাল ও সাধারন সম্পাদিকা আয়শা কানম টানবাজারে যৌনকমৃীদের উপর পুলিশি হামলায় নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকশ করেছেন।

জাতীয় শ্রমিক জোট কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছাড়া পতিতাদের উচ্ছেদ ও পুলিশি হামলার নিন্দা জানিয়েছে।

ভোরের কাগজ

কাশিমপুর ভভঘুরে কেন্দ্র অশান্ত পুনর্বাসনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন

টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লরি যৌনকর্মীদেরকে জোর করে কাশিপুর ভবঘুরে কেন্দ্রে স্থানান্তর করার পর কেন্দ্রটি অশান্ত হয়ে উঠেছে। গতকাল যৌনকর্মীরা পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে কেন্দ্রের জানালা-দরজার কাচ ভাঙচুর করে এবং সেখানে আশ্রিতদেরকে মারধর করে। অন্যদিকে ভভঘুরে কেন্দ্রে যৌনকর্মীদের পুনর্বসন প্রক্রিয়া দেখার জন্য সেখানে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

সকাল ৮টার দিকে যৌনকমৃীদের নিয়ে তিনটি বাস কাশিমপুর পৌছে। সেখান থেকে যৌনকমৃীদের কড়া পলিশ প্রহরায় আশ্রয়কেন্দ্রে হাটিয়ে আনা হয়। আড়াই শতাধিক যৌনকর্মীদের অনেকেই এ সময় এ দিকে সেদিক ছুটে পালাতে চেষ্টা কররে পুলিশ যৌনকর্মীদেরন লাঠিপেটা করে। ২০/২৫ জন যৌনকর্মী কেন্দ্রে প্রবেশের পথে পালিয়ে যায় বলে এলাকাবাসী জানায়।

আজকের আওয়াজ

পতিতা নেত্রী সাথী ভবঘুরে কেন্দ্রে, জোসনা রাস্তায়

টানবজার যৌনকর্মীদের নেত্রী সাথী এখন গাজীপুরের ভবঘুরে কেন্দ্রে অপর নেত্রী জোসনা এখন রাস্তায়।

আজকের আওয়াজ

টানবাজার থেকে পতিতারা ভিড় জমাচ্ছে চট্টগ্রামে

শহরের আবাসিক হোটেলগুলোতেও পতিতাদের দৌরাত্ম বেড়েছে। মাসখানেক ধরে চট্টগ্রাম শহরে তিতাদের সংখা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে একটি সূত্র জানায়। এসব পতিতাদের অদিকাংশই উচ্ছেদের ভয়ে এবং এ পেশায় জড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দলবদ্ধভাবে নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিাপল্লী থেকে চট্টগ্রামে পালিয়ে আসে।

The DailyStar

Tanbazar eviction illegal
Sex workers plan to go to court

Tanbazar movement soliderity council said yesterday they would go to court to challenge the illegal of sex workers from Tanbazar and Nimtoli brothels at Narayanganj on Saturday.

"We are planing to legally challenge the illegal eviction within a couple of days as the authorities had no court order as required for eviction," advocate Alina khan said at a press conference in the city.

Speaking on behalf of the Council, she termed the forcible eviction illegal and state-sponsored terrorism and condemned the assault on sex workers during the eviction.

The press conference was organized by 52 human and women's rights organzations that formed the council recently. Putting forward a four -point demand, convenor of the council Mahbuba Mahmud said the government has violated human rights and fundamental rights of sex workers.

বাংলা বাজার পত্রিকা

পুনর্বাসনের নামে সরকার যৌনকর্মদের অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে

টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লী উচ্ছেদের প্রতিবাদে এবং যৌনকর্মীদের মানবাধিকারের দাবিতে নারীপক্ষ ও মানবাধিকার সংগঠন পৃথক পৃথক সংবাদ সম্মেলন করেছে। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তে গতকাল বিকেলে অনিষ্ঠত সংবাদ সম্মেলনে নেতারা পুনর্বাসনের নামে স রকার যৌনকর্মদের অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।

নারীপক্ষসহ ৪৯টি মাবতাবাদী ও সমাজসেবামূলক সংগঠন ৮ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনরত যৌনকর্মদের বাবিরর প্রতি দৃঢ়সমর্থন ও তাদের সংগ্রামের সাথে সংহতি ঘোষণা করেছে।

বাংলা বাজার পত্রিকা

দৌলতদিয়া পতিতাপল্লীর বাড়ি মালিকেরা আতংকিত

টানবাজারের পতিতা পুনর্বাসনের খবরে দৌলতদিয়া পতিতাপল্লর বাড়ি মালিকরা আতংকিত হয়ে উঠেছে। সীমাহীন অনিশ্চয়তা আর উৎকল্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে পতিতাদের মাঝেও। এদিকে

স্থানীয় একটি চক্র তিতাপল্লী উচ্ছেদের ধয়া তুলে ফায়দা হাসিলের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পতিতাপল্লী উচ্ছেদ করার গুজবে ৫/৭ দিন যাবত খদ্দের সংখ্যা কমে গেছে। অপরদিকে পতিতাদের সংখ্যা বেড়েছে কয়েকগুণ।

বাংলা বাজার পত্রিকা

যৌনকর্মীদের এখন ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে

টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লী থেকে উচ্ছেদকৃত য়ৌনকর্মীদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। সৎ ও স্বাভাবিক জীবন-যান যেন আগ্রহী হয় সেজন্যে তাদের ওপর মোটিভেশন ওয়ার্ক শুরু হয়েছে।

প্রথম আলো

উচ্ছেদের প্রতিবাদ ‘এর দায়ভার সরকারকে বহন করতে হবে’

গত শুক্রবার গভীর রাতে টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয় থেকে প্রায় তিনশত পতিতাকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ এক ধরনের রাষ্ট্রীয় নির্যাতন বলে উল্লেখ করেছে সংহতি পরিষদের ব্যানারে ৫২টি নারী ও মানবাধিকার সংগঠন।

রিপোর্টার্স ইউনিটি-র কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংসবাদ সম্মেলনে এ অভিমত প্রকাশ করা হয়। বক্তারা যৌনকর্মীদের নির্যাতন করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, সরকারকে এর দায়ভার বহন করতে হবে।

প্রথম আলো

পতিতা পুনর্বাসন
এক বছর রেখে প্রশিক্ষণ দিয়ে ওদের ছেড়ে দেয়া হবে

নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিতায় তেকে উচ্ছেদ করা যৌনকর্মীদের এক বছরের মধ্যে সমাজে স্বাভাবিক জীবনে ছেড়ে দেয়া হবে। এর মধ্যে ভবঘুরে কেন্দ্রে রেখে প্রথম তিন মাস এদের মানসিক পরিবর্তনের চেষ্টা করা হবে। পরবর্তী নয় মাসে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিযে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তোলা হবে।

সমাজ কল্যাণ অধিদাপ্তরের মহাপরিচালক মীর শাহাবুদ্দিন পতিতালয় উচ্ছেদ ও যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনে সরকারের পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একথা জানান।

শুক্রবার গভীর রাতে টানবাজার পতিাপল্লী থেকে উচ্ছেদের পর গতকাল রোববার আবারও অনেক মেয় সেখানে ফিরে আসে।

গতকাল এদের সংখ্যা দেখে বোঝা গেছে, পতিতাপল্লী থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা এখনো শহর ও আশেপামের এলাকয় ছড়িয়ে অবস্থান করছে।

দিনকাল

পতিতালয় উচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধ মামলা
করবে নারী সংগঠনসমূহ

দেশের ৫২টি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী, নারী, মানবাধিকার ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান রাতের অন।ধকারে নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয় উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এই ঘটনাকে রাষ্ট্রীয় সন্তাস বলে অভিহিত করেছে।

৫২টি সংগটনের পক্ষ থেকে আজ সোমবার কিংবা মঙ্গলবার এই ঘটনার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। গতকাল সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটের কার্যালয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

৫২টি সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ সোমবার কিংবা মঙ্গলবার এই ঘটনার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হবে বরে ঘোষণা করা হয়। গতকাল সোমবার ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিটির কার্যালয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ কয়েক হাজার যৌনকর্মী

এখন নারায়ণগঞ্জ থেকে টাঙ্গাইলের বিভিন্ন এলাকায়

টানবাজার ও পার্শ্ববর্তী নিমতলী পতিতালয়কে ঘিরে এখনও বিরাজ করছে থমথমে পরিস্থিতি। সরকারি পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া কয়েক হাজার যৌনকর্মী ছড়িয়ে পড়েছে নারায়ণগঞ্জ থেকে শুরু করে টাঙ্গাইল পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায়। পুনর্বাসনের জন্য গাজীপুর ও পুবাইলের সরকারি আশ্রয় কন্দ্রে যে পৌনে ৩ শ' যেনকর্মীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারাও দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তারা সেখানে নানা ধরনের শে।লাগান দিয়ে দলে দরে জটলা পকিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে।

উচ্ছেদ আতঙ্কে পালিয়ে যাওয়া পতিতারা রবিবার সকার থেকে সেখানে ভিড় করে। ফেলে যাওয়া মালামাল, অর্থসম্পদ নেয়ার জন্য তাদের ঢল ঠেকাতে পুলিম কয়েক দফা লাঠিচার্জ করে। এরই মাঝে তারা তড়িঘড়ি করে তাদের মালপত্র নিয়ে যায়।

নারায়ণগঞ্জ ও টাঙ্গাইল থেকে প্রতিনিধিরা জানান, উচ্ছেদকৃত পতিতারা নারায়ণগঞ্জ শহর ও আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে।

টানবাজার ও নিমতলী পতিাতলয় থেকে পালিয়ে এসে শতাধিক যৌনকর্মী টাঙ্গাইল পতিতালয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

২৭ জুলাই ১৯৯৯

ভোরের কাগজ

যৌনকর্মীদেরকে মারঘরের অভিযোগ
ভবঘুরে কেন্দ্রে ঢুকতে এখনো মানা

টানবাজার পতিতালয় থেকে কাশিমপুর ভবঘুরে কেন্দ্রে যেসব যৌনকর্মীকে পুনর্বাসনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদেরকে মারঘর করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে ভবঘুরে কেন্দ্রে কোনো সাংবাদিক, আইনজীবী বা মানবাধিকার কর্মী কাউকেই ঢোকার অনুমতি গতকালও দেওয়া হয়নি।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক মীর শাহাবুদ্দিন এই মারঘর, নির্যাতনের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেনে।

নৈদিক জনকণ্ঠ

টানবাজার পতিতালয় উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কাজ
রিট মামলা দায়ের করা হচ্ছে

টানবাজার পতিতালয় উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আজ মঙ্গলবার হাই কোর্টে রিট মামলা হচ্ছে। আগামী দু'এক দিনের মধ্যে আরও কয়েকটি মামলা হবে আদালতে। প্রায় পঞ্চাশটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহায়তায় মামলার বাদী হচ্ছে উচ্ছেদকৃত পতিতারা। আজ মঙ্গলবার হাই কোর্টে রিট করবে পতিতাপল্লরি নেত্রী সাথরি 'মা' খাদিজা খাতুন। মামলার বিবাদী করা হচ্ছে স্বরাস্ট সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ডিজি, নারায়ণগঞ্জের ডিসি, নারায়ণগঞ্জ সদর থানার ওসিসহ ছয় জনকে।

গতকাল সোমবার পহ্চাশটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আইনজীবীদের সাথে বসে মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে এই সিদ্দান্ত গৃহীত হয়েছে।

বাদী পক্ষ মামলায় অভিযোগ করছে যে, উচ্ছেদের একটা নিয়ম নীতি আছে। নোটিস বা পুর্বঘোষণা দতে হবে। উচ্ছেদ (ইভিকশন) কখনও রাতের আধারে হয় না। রাতের আধারে

উচ্ছেদ করা হচ্ছে বেআইন। উচ্ছেদের সময় পতিতাদের মারঘর করা হয়েছে। করা হয়েছে শ্লীলতাহানি । পতিতাদের মালামাল লুটপাটের অভিযোগ আনা হচ্ছে মামলায়।

উচ্ছেদের পর পতিতাদের জোরপূর্বক নেয়া হয়েছে ভকবঘুর কেন্দ্রে। পতিতারা ভবঘুরে নয়। ভভঘুরে কেন্দ্রে নেয়ার জন্য আইন আছে। পতিতাদের ভবঘুরে কেন্দ্রে নেয়ার ব্যাপারটি সে আইনে পড়ে না। এটা বেআইনী।

দৈনিক জনকণ্ঠ

যৌনকর্মীরা ছড়িয়ে পড়েছে নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে
পরিবেশে হুমকি

টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয় শনিবার আকস্মিকভাবে উচ্ছেদ করায় নারায়ণগঞ্জ শহর ও আশপামের এলাকার সামাজিক পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। সরকারি হিসাবের ৯০ শতাংখ যৌনকর্মী পালিয়েছে। অল্প কিছুসংখ্যক পুনর্বাসন কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকে টানবাজার ও নিমতলী পতিলায় উচ্ছেদের পর যেসব যৌনকর্মী পালিয়ে টাঙ্গাইল পতিতালয়ে আশ্রয নিয়ছে তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে।

উচ্ছেদ হয়ে যাওা টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ের যৌনকর্মীদের বৃহৎ অংশ রয়েছে নারায়ণগঞ্জ শহর ও তার আশেপাশের এলাকয়।

পালিয়ে যাওয়া যৌনকর্মীরা সোমবারও মালপত্র নেয়ার জন্য ভিড় মজায়। এদিন উচ্ছেদকৃত প্রতারিত যৌনকর্মীদের সমিতি ও বিভিন্নজনের কাছে পাওন া টাকা আদায়ের জন্য ধরণা দিতে দেখা গেছে।

বাড়ির দারোয়ানরা সনাক্ত করে মালপত্র বুঝিয়ে দেয়।

রবিবার দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম টাঙ্গাইল কান্দাপাড়া পতিতালয়ে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ঘুরে দেখেছেন টানবাজার থেকে পালিয়ে আসা যৌনকর্মীদের উৎকণ্ঠিত মুখ। ধারণা ক্ষমতার বাইরে টাঙ্গাইল পতিতালযে আরও অন্তত ১ শ’ যৌনকর্মী আশ্রয় নিয়েছে।

ভোরের কাগজ

পতিতালয় উচ্ছেদ করা সরকারের ভুল সিদ্ধান্ত

মানবাধিকার কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদনে পতিতাদের যথাযথ পুনর্বাসন ছাড়া নারায়ণগঞ্জের পতিতালয়টি উচ্ছেদ করা সরকারের একটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার সংবাপত্রে পাঠানো এ প্রতিবেদন বলা হয়েছে, সরকারি দলের স্থানীয় কিছু নেতৃতবৃন্দের ব্যক্তিস্বার্থের কারণে রাষ্ট্রযন্ত্রকে মানবাধিকার লংগনজনিত এমন একটি ভুল কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়েছে। কমিশন তাদের প্রতিবেদনে সারাদেশের পতিতাদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করার সুপারিশ করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনে প্রধানমন্ত্রীর গাইডলাইন উপেক্ষিত

নারায়ণগঞ্জ যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর গাইডলাইন উপেক্ষিত। প্রধানমন্ত্রীর গাইডলাইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত ছিল, যৌনকর্মীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা হবে না। যা কিছু করা হবে তাদের মতামত নিয়েই করা হবে। কেউ যদি পুনর্বাসিত হতে না চায় তাহলে টানবাজার- নিমতলীতে রেখেই পুনর্বাসনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হবে।

উল্লেখ্য, প্রদানমন্ত্রীর গাইডলাইন অনুযায়ী প্রদানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১২ জুলাই এক উচ্চ পর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশে ছিলেন।

জানা গেছে, প্রধনমন্ত্রীর কার্যালয়ের বৈঠকে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক্ ও পলিশ সুপার উপস্থিত থেকে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

প্রথম আলো

আশ্রয়কেন্দ্রে পতিতা-কর্মচারী দিনভর সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক আহত

গতকাল সোমবার গাজীপুরের কাশিমপুর সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয় থেকে ধরে আনা আড়াইশ পতিতা সারাদিন বিক্ষোভ করে। দুপুর থেকে শুরু করে বিকেল পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ পতিতাদের সঙ্গে আশ্যয়কেন্দ্রের কর্মচারীদের সংঘর্ষ চলে। কর্মচারীদের বাশ ও লাঠির আঘাতে প্রায় অর্ধশতাধিক যৌনকর্মী আহত হয়েছে বলে আনা যায়। আহতদের চিৎকারে এলাকাবাসী সারাদিনই আশ্রয়কেন্দ্রের চারপাশে ভিড় করেছিল।

পতিতারা গতকাল সোমবার সকাল থেকে বিক্ষোভ শুরু করে। ১২ জন পুরুষ পুলিশ ও ছয়জন মহিলা পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেহ ব্যর্থ হন। পতিতারা আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় মূল গেটে জড়ো হতে শুরু করে। ১০ ফুট উচু পাচিল ওফটক টপকাতে না পেরে যৌনকর্মীরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে আশ্রয়কেন্দ্র ভাঙচুর শুরু করে।

এ সময় যৌনকর্মীদের সঙ্গে মহিলা পুলিশ ও কর্মচারীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয় কিছু পাততা গাছের উপর চড়ে হৈচৈ শুরু করে এবং আত্মহত্যার হুমকি দেয়।

দুপুর ২টার পর থেকে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। সে সময় উপসহকারী পরিচালক আবুল ফয়েজের উপস্থিতিতে কর্মচারীরা লাঠিসোটা নিয়ে পতিতাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের বেধড়ক লাঠিচার্জের ফলে অর্ধশতাধিক পতিতা আহত হয়।

সংবাদ

যৌনকর্মীদের জমানো টাকা নিয়ে সমিতি নেতারা উধাও

টানবাজার ও নিমতলী নিষিদ্ধপল্লীর উচ্ছেদ হওয়া যৌনকর্মীরা বিভিন্ন সমিতিতে তাদের সঞ্চয়ের টাকার জন্য এখন দ্বারে দ্বারে ঘরছেন। গতকাল টানবজার পতিতালয়ে এ ধরনের তিনটি সমিতির সন্ধান পাওয়া গেছে। যৌনকর্মীরা জানান, উভয় পতিতালয়ে এ ধরনের ১৫/১৬টি সমিতি ছিল। কিন্তু এখন সমিতির কেনো কর্মকর্তাদেরই আর খুজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মানবজমিন

হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু

কাশিমপুর ভভঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রের পরিস্থিতি গতকালও ছিলো অশান্ত। কেন্দ্রের লোকজনের সাথে সংঘর্ষে ও ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে ২ দিনে ২৫ জন আহত হয়েছে। যৌনকর্মীরা ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছন। দিয়েছেন আত্মহত্যার হুমকি। ছাদে উঠে তারা এলাকাসীর কাছে আকুতি জানান, আমাদের বন।ধ দোজখ থেকে উদ্ধার করুন।

গত ৩দিন ধরে রাশিদাসহ মোট ৪০ জন যৌনকর্মী পুরাইল ভবঘরে আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হওয়ার পর অপনশন কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। ২৪ জুলাই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী থেকে জোর করে ধরে এসে গাজীপুরের পুবাইল ভবঘরে আশ্রয় কেন্দ্র আটকে রাখার প্রতিবাদে তারা এই কর্মসূচি হাতে নেয়।

২৮ জুলাই ১৯৯৯

The Financial Express

Govt. asked to show cause

The mother of Sathi, a prostitute of Tanbazar brothel, Tuesday secured ruling of the High Court that asked the government of show cause as to why her daughter was forcibly picked up and confined in a vagrant centre, reports UNB.

The rule, came upon a habeous corpus petition filed by Kahdiaz Akhter, was retable in two weeks.

The division bench of the High Court comprising Justice Fazlul Karim and Justice Md. Ali Asgar Khan issured the rule upon the secretaries of Home and Social Welfare ministries, IGP, DG of Social Welfare Department DC and SP of Narayanganj.

The Independent

HC issues Rule Nisi upon Govt., 5 others

A High court division bench of the supreme court yesterday issued rule Nisi upon the government and five others to show cause within two weeks as to why the picking up of Sathi and her infant daughter Sahiba from Tanbazar, Narayangonj, and their confinement in a vagrant center should not be declared to have been done without any lawful authority.

The vDivision Bench comprising Justice Mohammad Fazlul Karim and Justice Md Ali Ashgar Khan issued the rule on and writ petition filed by Khadija Akhtar, mother of Sathi, under Article 102 of the Consitution, challenging the unauthorized, arbitrary picking up and illegal confinement of her daughter and grand-daughter.

The court issued the rule the Secretary, Ministry of Hone Affairs, Deputy commissioner, Narayangonj, Inspector General of police, OC of the Narayangonj Kotwali PS, Secretary, Ministry of Social Welfare, women and children Affairs, and DG Department of Social Welfare.

বাংলার বাণী

পতিতা সাথীকে স্থানান্তর
সচিব ও আইজিসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের রুলনিশি

বাংলাদেশ হাইকোর্টে ডিভিশন নিমতলী ও টানবাজার পতিতালয় থেকে যৌনকর্মী সাথী ও তার ১১ মাসের শিশুকে জোরপূর্বক উঠিয়ে কাশিমপুরে স্থানান্তরের বিষয়ে স্বারাষ্ট্র সচিব নানায়ণগঞ্জ

ডিসি, আইজিপি, ওসি কোতোয়ালী, সমাজ কল্যাণ সচিব ও ডিজি সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে ‘জোরপূর্বক উঠিয়ে নেয়া কেন অবৈধ হবে না’ মর্মে রুলনিশি জারি করে ২ সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেবার নির্দেশ দিয়েছে। ৫২টি মানবাধিকার সংগঠন সম্মিলিতভাবে যৌনকর্মী সাথীর মা ও বাদী খাদিজা আক্তারকে সহযোগিতা করে।

ভোরের কাগজ

কাশিমপুর কেন্দ্রে যৌনকর্মীদের বিক্ষোভ থামেনি অন্য আশ্রিতারা আতঙ্কগ্রস্ত

কাশিমপুর ভবঘুরে কেন্দ্রে গতকাল মঙ্গলবারও যৌনকর্মীরা তহাদের জবরদস্তিমূলক পুনর্বাসনের প্রতিবাদে হইচই হট্টগোল করে কাটিয়েছে। কেন্দ্রের ভিতরে-বাইরে পুলিশ পহরা জোরদার করা হয়েছে। তবে যৌনকর্মীদের বেপরোয়া আচরণের কারণে সেখানে পরিস্থিতি এখনো অশান্ত। তারা গাছে উঠে চিৎকার করে তাদের ক্ষোভের কথা বাইরে জড়ো হওা লোকজনকে জানাচ্ছে।

যৌনকর্মীরা গাছে উঠে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গেলে তাদের বাধা দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

দৈনিক ইনকিলাব

হাইকোর্টের শো-কজ

টানবাজার পতিতালয়ের পতিতা সাথীর মা এই মর্মে হাইকোর্টের রুলিং পেয়েচেন যাতে সরকারকে শো-কজ করা হয়েছে, কেন তার কন্যা সাথীকে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে একটি ভবঘুরে কেন্দ্রে আটকে রাখা হয়েছে। মা খাদিজা আখতারের এক আবেদনের প্রেক্ষিতে দেয়া এই রুলিংয়ের জবাব দুসপ্তাহের মধ্যে দিতে হবে।

২৯ জুলাই ১৯৯৯

দৈনিক জনকণ্ঠ

টানবাজারের বহু পতিতা এখন নরসিংদীতে

নারায়ণগঞ্জের টানবাজর ও নিমতলী পতিতালয় থেকে পালিয়ে আসা অনেক পতিতা নরসিংদীর বিভিন্ন আবাসিক হোটেল, লঞ্চ টার্মিনাল, বাসস্ট্যান্ড, নৌকাঘাট, রেলওয়ে স্টেশন ও বাজারসহ আবাসিক এলাকয় এসে অবস্থান নিয়েছে।

ভোরের কাগজ

কাশিমপুর আশ্রয় কেন্দ্র যেন বন্দিশিবির

পুনর্বাসনে অনাগ্রহী যৌনকর্মীরা কেন্দ্রের ভেতরে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে। কেন্দ্রটিতে নতুন আশ্রিতদের সঙ্গে সবরকম যোগাযোগ ছিন্ন কর ার জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পাচিলের পাশের গাছগুলোও কাটা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, এমনকি নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এখনো প্রবেশের অনুমতি পাচ্ছে না।

কেন্দ্রটিরন চার দেয়ালের বাইরে গতকাল বুধবারও মোনা গেছে পুনর্বাসনে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ যৌনকর্মদের চিৎকার। তারা সরকারি বন্দীশিবির থেকে মুক্তি চায়।

The Daily Star

Journalists still allowed to visit Kashimpur home

Despite repeated alligtion of torture and rape of sex workers at Kashimpur vagrant home, the authorities till yeasterday Do not allow any journalist to visit it for mysterious reasons.

দৈনিক ইনকিলাব

কাশিমপুরে অবরুদ্ধ পতিতাদের নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি তরা অবিলম্বে মুক্তি চায়

গাজীপুরে কাশিমপুর সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে অবরুদ্ধ টানবজারের উচ্ছৃঙ্খল পতিতাদর নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ঐ কেন্দ্রের কর্মকর্তারা গতকাল থেকে বৃক্ষনিধন অভিযান শুরু করেছেন। তারা জেলখনাসদৃশ এই আশ্রয় কেন্দ্রের উচু পাচিলের চারধারের সব মূল্যবান গাছ-গাছালি কেটে ফেছেন। গতকাল দুপুরেই মূল রাস্তার ধারের পাচিলসংলগ্ন ৫টি বৃহৎ আমগাছ কেটে ফেলা হয়।

কিছুসংখ্যক কিশোরী পতিতা এই ভবঘুরে কেন্দ্র থেকে মুক্তির আশায় সারাদিন গাছে চড়ে বসে থাকায় এবং তাদের মুক্তি না দিলে আত্মহত্যার হুমকি দেয়ায় কৃর্তপক্ষ এদের নিবৃত্ত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ঐ গাছগুলো কেটে ফেলেন। কর্তৃপক্ষ গতকালও ঐ আশ্রয় কেন্দ্রের ভেতরে কোনো সাংবাদিককে ঢুকতে দেননি।

গতকাল আত্মীয় স্বজনের সাথে কিছু সময়ের দেখা-সাক্ষাৎ করতে দেয়ায় পতিতারা খানিকটা শান্ত হয়।

তবে কর্মচারীদের মুখোমুখি হলেই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করছে এবং তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে।

৩০ জুলাই ১৯৯৯

মানবজমিন

৪টি পতিতালয়ের ১০ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দেশের ৪টি পতিতালয়ে ১০ কোটি টাকার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের কাজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পতিতালয়গুলো হচ্ছে টাঙ্গাইল, বানিশান্তা, টানবাজার ও ময়মনসিংহ গতকাল টানবাজার ও নিমতলা থেকে সম্প্রতি উচ্ছেদকৃত কয়েকজন যৌনকর্মী ও তাদের দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশকারী ৫৮ টি মানবাধিকার সংগঠন প্রতিনিধিদের সাথে আলাপকালে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি লকউড এ অনিশ্চয়তা ব্যক্ত করেন। তিনি

বলেন, ইউএনডিপি লক্ষ্য ছিলো যৌনকর্মীদের পতিতালয়গুলোতে রেখেই তাদের পুনর্বাসন করার।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গতকাল যৌনকর্মী এবং মানবাধিকার কর্মীরা টানবাজার নিমতলা পতিতালয় থেকে যৌনকর্মীদের অমানবিক উচ্ছেদে জাতিসংঘের নীরবতার প্রতিবাদে ইউএনডিপি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করেন। ধর্মঘটকারীদের মধ্যে ৮জন যৌনকর্মী এবং মানবাদিকার সংগঠগুলোর পক্ষে নারীপক্ষ'র সামিয়া আফরীন ডেভিড লকউন-এর কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। এসময় যৌনকর্মীরা তাদের ওপর নির্যাতন চালানোর ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলে ডেভিড লকউড বিষয়টি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিবাগে জানানোর আশ্বাস দেন।

ভোরের কাগজ

কাশিমপুরে যৌনকর্মীদের খাবার বর্জন আত্মহত্যার হুমকি

গাজীপুরের কাশিপুর ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রের যৌনকর্মীদের অধিকাংশই গত দুদিন ধরে কেন্দ্রের খাবার বর্জন করছে। নির্যাতনমূলক ঐ কেন্দ্র থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া না হলে যৌনকর্মীরা আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছে। তাদের অভিযোগ কেন্দ্রের বিক্ষোভ দমনে বাহিরাগত সন্ত্রাসীদের দিয়ে যখন-তখন যৌনকর্মীদের মারপিট করা হচ্ছে। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সরজমিন প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী থেকে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীরা মানবাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করছে। বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী ডেভিড লকউডকে দেওয়া এক স্মারকলিপিতে যৌনকর্মী নেত্রীরা এ দাবি জানান।

কাশিমপুর আশ্রয় কেন্দ্রে টানবাজার ও নিমতলী থেকে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের আটকে রাখার ৭দিন পর গতকাল বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের ভিতর মানবাধিকার বাস্তবায়ন স্থার প্রতিনিধি প্রবেশ করতে সক্ষম হন।

বিক্ষোভ দমনের কৌশল হিসেবে এই প্রথম গতকাল থেকে যৌনকর্মীদের সঙ্গে অল্প কয়েকজন আত্মীয়স্বজনকে সামন্য সময়ের জন্য দেখা করতে দেওয়া হয়েছে।

৫৯টি বেসরকারি সংস্থা সমর্তিত টানবাজার ও নিমতলীর যৌনকর্মীরা গতকার প্রেস ক্লাবের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেছে।

৩১ জুলাই ১৯৯৯

ভোরের কাগজ

মুক্তি না দিলে সোমবার আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছে যৌনকর্মীরা

পুনর্বাসনে অনাগ্রহী গাজীপুরের কাশিমপুর ভবঘুরে কেন্দ্রে স্থানান্তরিত যৌনকর্মীরা গতকাল শুক্রবারও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ২২৭ জন যৌনকর্মী বন্দীদশা থেকে মুক্তির জন্য গতকাল দুপুরে খাবার গ্রহণ না করে বিক্ষোভে অংশ নেয়। মুক্তি না দিলে যৌনকর্মীরা আগামী সোমবারই আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে বরে হুমকি দিয়েছে।

যৌনকর্মীদের নেত্রী সাথী বলেন, তাদেরকে মুক্তি না দেওয়া হলে আগামী সোমবার বিকাল তেকে তারা কেন্দ্রের ভেতর আগুন জ্বালিয়ে দেবে, গাছ থেকে লফিয়ে বা গলায় ফাসি নিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে। ঐ দিন কেন্দ্রে আসলেই আপনারা লাশ দেখবেন।

যৌনকর্মীদের এখনো মোটিভেশন ক্লাশ শুরু হয়নি। পরিস্থিতি শান্ত হলে তা শুরু করা হবে বরে কেন্দ্র সূত্রে জানা যায়।

টানবাজার পতিতাপল্লী থেকে যৌনকর্মদিের হারানো মালামালের তালিকা প্রণয়নের কাজ গতকাল তেকে শুরু করা হয়েছে।

পৃষ্ঠা-১১২

দৈনিক ইত্তেফাক

পতিতা উচ্ছেদের প্রতিবাদে আয়োজতি মিছিল গুলী ও লাঠিচার্জে পন্ড

পতিতালয় উচ্ছেদের প্রতিবাদে মানবাধিকার সংগঠনের মোর্চা সংহতির অবস্থান ধর্মঘট ও মৌনমিছিল পুলিশ ও সশস্ত্র ক্যাডাদের বাধার মুখে গতকাল শুক্রবার পন্ড হইয়া যায়। পুলিশ কয়েক দফা লাঠিচার্জ করে ও ক্যাডাররা ফাকা গুলী বর্ষণ করে। সংহতির নেতৃবৃন্দ হামলার জন্য সরকার দলীয ক্যাডারদের দায়ী করিয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার ৬০টি নারী ও মানবাধিকার সংঠনের মোর্চা সংহতি ঢাকায় ঘোষণা করে যে, শুক্রবার সকার ১০টায় টানবাজার নিষিদ্ধ পল্লীর সামনে তাহারা অনশন ধর্মঘট করিবে। নারায়ণগঞ্জ পুলিশ প্রশাসন বৃহস্পতিবার মধ্যরতের পর হইতেই শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে।

সকাল হইতে উচ্ছেদকৃত বিভিন্ন এলাকায় ছড়াই-ছিটাইয়া থাকা পতিতারা টানবাজারের দিকে আসিতে শুরু করে। পতিতা খোঘাটে ভীড় জমায়। পুলিশ সকাল ১১টা পর্যন্ত মহিলাবাহী কোনো নৌকা নদীর পশ্চিম তীরে ভিড়তে দেয় নাই।

সকাল ১০ টায় ৭০/৮০ জন মানবাধিকার কর্মী বড় বাস, মাইক্রোবাস ও প্রাইভেট কারে করিয়া ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ সদর থানায় আসে। শত শত লোক মানবাধিকার কর্মীদের সহিত যোগ দেয় জনতার ভীড় বাড়িতে থাকিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। একই সময় ৬ রাউন্ড গুলীর শব্দ শোনা যায়। ইহাতে মিছিলকারী ও জনতা এদিক ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে। পরে সংহতির কর্মীরা থানার অদূরে সাংবাদিকদের সহিত কথা বলার সময় পুনরায় গলীবর্ষন এবং তাহাদের ধাওয়া করা হয়। দ্বিতীয়বার ধাওযা খাইয়া সংহতির কর্মীরা নারায়ণগঞ্জ তানায় গিয়া অবস্থান নেয় এবং সাংবাদিকদের নিকট অভিযোগ করে।

সংবাদ

মানবাধিকার কর্মীদের উপর হামলা, গুলি, কর্মসূচি পন্ড

গত বৃহস্পতিবার ৬৯ টি নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের জোট সংহতি ঢাকায় ঘোশণা দেয়, শুক্রবার সকার দশটায় তারা টানবাজার নিষিদ্ধ পল্লীর সামনে অবস্থান ধর্মঘটন করবে। এ অবস্থায় নারায়ণগঞ্জ পুলিশ প্রশাসন বৃহস্পতিবার রাতেই টানবাজারমূখী শহরে বিভ্নি পয়েন্ট এলাকার বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করে। সকাল সাতটা থেকেই উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া যৌনকর্মীরা টানবাজারের দিকে আসতে চেষ্টা করে। যৌনকর্মীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বন্দরে আশ্রয় নেয়ায় খেয়াঘাটগুলোতে ছিল ভিড়। পুলিশ সকাল ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মহিলাবাহী কোনো নৌকাকে এপারে আসতে দেয়নি।

সকাল আটটায় নিমতলতিে অল্প অল্প করে আসা যৌনকর্মীদের ১০/১২ জনের দল টানবাজারের দিকে যাত্রা শুরু করলে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। টানবাজার এলাকায় এ সময় বিপুল সংখ্যক পুলিশ অবস্তান করছিল। এছাড়া ছিল দলীয় ক্যাডাররা।

সকাল সাড়ে দশটায় সংহতির নেতাকর্মীরা মৌন মিছিল করে ফেস্টুন নিয়ে টানবাজার নিষিদ্ধপল্লরি দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তারা টানবাজার গুদারাঘাট মোড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ক্যাডার বাহিনী একটি ট্রাক (ঢাকা-ঢ-৮৩৭) দিয়ে রাস্তা বন্দ করে দেয়। তারা মৌন মিছিলটিকে আটকে দিয়ে ব্যানার বের করতেও বাধা দেয়। সংহতির নেতা-কর্মীরা এসময় নীরবে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে পেছন থেকে অত্যাধুনিক পিস্তল রিপিটার-এর ১০/১৫ রাউন্ড গুলির শব্দে মানবধিকার কর্মীরা প্রাণভয়ে ইয়ার্ন মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের বারান্দায় আশ্রয় নেন। এ সময় পুলিশ লাঠিচার্জও করে। ধাওয়ার পর ক্যাডাররা টানবাজার নিষিদ্ধ পল্লীর সামনে গিয়ে অবস্থান নেয়।

মানবাধিকার কর্মীরা ইয়ার্ন মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের বারান্দা থেকে বেরিয়ে আল জয়নাল প্লাজার সামনে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছিলেন। এ সময় আবারো বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি করে ক্যাডাররা মানবাধিকার কর্মীদের ধাওয়া করে। মাবাধিকার কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে আশেপামের মার্কেট সুতা রঙয়ের গদিতে আশ্রয নেয়।

দ্বিতীয়বার ধাওয়ার পর মানবাধিকার কর্মীরা নারায়ণগঞ্জ থানায় গিয়ে অবস্থান নেন। এখানে তারা সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন।

মানবাধিকার কর্মীরা তাদের বক্তব্য দিয়ে ঢাকায় যাওয়ার জন্য বাসে উঠেন। বাস দিপ্তবাবুর বাজার মোড় অতিক্রম করার সময় আবারও রিপিটার-এর ১০/১৫ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়।

ঘটনার পর পরই নারায়ণগঞ্জ শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ভোরের কাগজ

টানবাজারে এনজিও কর্মীদের মৌন মিছিলে সশস্ত্র হামলা

তারা বাস থেকে নেমে একযোগে পায়ে হেটে শতিনেক গজ দক্ষিণে অবস্থিত টানবাজার পতিতাপল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। বিভিন্ন শ্লোগান সংবলিত ফেস্টুন হাতে দলটি পতিতাপল্লীর মাত্র ৩০-৪০ গজ দুরে অবস্থিত ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে এসে পৌছলে পতিতাপল্লী বিরোধীরা তাদের বাধা দেয়। এ সময়ে উভয় পরে মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং বিরোধীরা এনজিও নেতকর্মীদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালাগাল করে ধাক্কা-ধাক্কি করতে থাকে।

এক পর্যায়ে মাস্তানরা রাস্তার ওপর আড়াআড়ি ট্রাক রেখে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। এ সময়ে ট্রাকের আড়াল থেকে বেশ কয়েক রাউন্ড ফাকা গুলি ছোড়া হলে এনজিও কর্মীরা প্রাণভয়ে এদিক- সেদিক ছুটে আশ্রয় নেয়। কয়েক মিনিট পর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসরে এনজিও কর্মীরা আবার একত্রিত হয়ে তাদের মূল পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে উল্টোদিকে অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ থানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। দলটি থানার কাছাকছি এসে পৌছলে পিছন দিক থেকে পুনরায় বেশ কয়েক রাউন্ড ফাকা গুলি বার্ষিত হলে এনজিও কর্মীরা পুনরায় প্রাণভয়ে এদক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে। অধিকাংশ কর্মীই এ সময়ে দৌড়ে থানায় আশ্রয় নেয়।

৪০ মিনিটব্যাপী এই গোলযোগের সময় পুলিশ খুব কাছে থেকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

এনজিও নেতৃবৃন্দ গাড়িতে করে ঢাকার উদেদেশ্যে রওয়ানা দেন। একটি অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে, এনজিও কর্মীদের বাসটি ফকিরটোলা মসজিদ এলাকয় পৌছলে বাসটি লক্ষ্য করে পুনরায় কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়।

প্রথম আলো

নারায়ণগঞ্জে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সন্ত্রাসীদের হামলা ও গুলি

টানবাজার নিমতলী থেকে যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ ও মানবাধিকার লংঘনে প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার নারায়ণগঞ্জের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সন্ত্রাসীরা হামলা ও গুলিবর্ষণ করে। ৫০টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত মানবাধিকার সংহতি এ কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। দুই দফা হামলায় মানবাধিকার ও নরী সংগঠনের মহিলা কর্মীরা ভয়ে ছুটোছুটি শুরু করে এবং এক পর্যায়ে নারায়ণগঞ্জ থানায় গিয়ে আশ্রয় নয়।

ভোর থেকেই পতিতাপল্লী অভিমুখী বিভিন্ন সড়ক ও নদীপথে কড়া পুলিশ প্রহরা ছিল। অনেক স্থানে সন্ত্রাসীরাও যৌণকর্মীদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সাকল পৌনে ১১ টার দিকে মহিলা কর্মীরা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে দু লাইনে সারিবদ্ধভাবে হেটে টানবাজার পতিাতাপল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এর আগে একটি ট্রাক (ঢাকা-মেট্রো ড-৮৩৭) দিয়ে মিছিলের সামনে ব্যারিকেড দেয়া হয়।

মৌন মিছিলকারীরা ১০ মিনিট ধরে সন্ত্রাসীদের মুখোমুখি নীরবে ঠায় ধাড়িয়ে থাকে। ১১টা ৫ মিনিটে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি কায়েক রাউন্ড ফাকা গুলি বর্ষণের শব্দ শোনা যায়। মুহূর্তের মধ্যে ধর ধর শ্লোগান দিয়ে একদল যুবক মৌন মিছিলকারীদের ধাওয়া করে। এ সময় মিছিলকারী মহিলারা ভয়ে ও আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। নারী সংগঠনের কর্মীরা নারায়ণগঞ্জ থানা থেকে প্রায় ৩০/৪০ গজ দুরে প্রাইম ব্যাংকের সামনে সমবেত হওয়ার চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীরা সেকানেও তাদের দাওয়া করে ও ফাকা গুলি ছোড়ে।

এরপরই মানবাধিকার মোর্চার কর্মীরা বাসে চড়ে ঢাকায় ফিরে যায়।

১ আগস্ট ১৯৯৯

সংবাদ

বুধবারের মধ্যে মুক্তি না দিলে গণআত্মহত্যা
কাশিমপুরে পতিতা বিক্ষোভ অব্যাহত

আগামী বুধবারের মধ্যে মুক্তি না দিলে গণআত্মহত্যার হুমকি দিয়েছে গাজীপুরের কাশিমপুরের ভবঘুরে আশ্রয়কেন্দ্রের পতিতারা। অপরদিকে গতকালও আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বেশ কজন পতিতাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ছেড়ে দেয়া পতিতাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য নগদ টাকার সঙ্গে সেলাই মেশিন দেয়া হয়নি। সেলাই মেশিনের বদলে বাড়তি মাত্র ২ হাজার টাকা দেয়া হয়।

আশ্রয়কেন্দ্রের পতিতাদের বিক্ষোভ গতকালও অব্যাহত ছিলো। পতিতা নেত্রী সাথী আগামী সোমবারের পরিবর্তে বুধবারের মধ্যে সব পতিতাকে মুক্তি না দিলে গণআত্মহত্যার হুমকী দিয়েছে।

শুক্রবার ১০ জন পতিতা ও ৩টি শিশুকে মুক্তি দেয়া হয়।

ভোরের কাগজ

যৌনকর্মীদের হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সন্দেহ

গাজীপুরের কাশিমপুর ভবঘুরে আশ্রয়কেন্দ্র থেকে যৌনকর্মীদের অভিভাবকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় সন্দেহ প্রকাশ করেছে ৫৯টি মানবাধিকার ও নারী সংগঠন। সংগঠনগুলের নেতরা বলেছেন, যৌনকর্মীরা আত্মীয় পরিচয় দিয়ে দালালদের সঙ্গে আশ্রয়কেন্দ্র ছাড়ছেন এবং এদের পুনবার্সিত হওয়ার সম্ভাবনাও খুবই কম।

The Daily Star

27 unruly sex workers freed in two days

Authorities freed another 17 sex workers from the Kashimpur vagrants home yesterday, raising the number to 27 in the last two dayw, as their attempt to motivate them to return to normal life failed.

Each sex worker, handed over to her guardian, was given a sewing machine and Tk 5,000.

দৈনিক জনকণ্ঠ

টানবাজার পতিতালয় উচ্ছেদ
শান্তিপূর্ণ সমাবেশে হামলার প্রতিবাদে আজ রিট হচ্ছে

টানবাজার পতিতালয়কে কেন্দ্র করে সাংবিধানিক অধীকার খর্বের বিরুদ্ধে আজ রবিবার হাইকোর্টে রিট হচ্ছে। উদ্যোক্তা হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী সংঘঠন '৫৯'। এই সংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ-মিছিলে গত শুক্রবার নারায়ণগঞ্জে পুলিশ প্রটেকশনে সরকারি দলের সশস্ত্র ক্যাডাররা প্রকাশ্যে হামলা চালিয়েছে বলে সংগঠনসমূহ অভিযোগ করেছে। এ হামলার প্রতিবাদে, টানবাজার নিমতলীর পতিতাদের জোরপূর্বক স্থানান্তর ও কাশিমপুরে পুনর্বাসনের নামে প্রহসনমূলক আচরণের অভিযোগ আনা হচ্ছে রিটে। এ রিটে বিবাদী করা হচ্ছে স্বরাষ্ট্র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পুলিশের আইজি, সমাজকল্যাণ অধিদফতরের ডিজি, নারায়নগঞ্জ থানা ওসি- এই ছয় জনকে।

বাংলাদেশ মানবধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সহাসচিব অ্যাডভোকেট সিগমা হুদা আজ রবিবার হাই কোর্টে রিট মামলা দাখিল করবেন।

ভোরের কাগজ

টানবাজার ও নিমতলী ১৬জন যৌনকর্মী জামালুর পতিতালয়ে

টানবাজার ও নিমতলী থেকে পালিয়ে আসা ১৬ জন যৌনকর্মী এখন জামালপুর রানীগঞ্জ পতিতালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তবে তাদের দিন কাটছে মারাত্মক শঙ্কার মধ্যে।

২ আগস্ট ১৯৯৯

দিনকাল

যৌনকর্মী উচ্ছেদ ও আটক রাখা কেন বেআইনী হবে না হাইকোর্টের রুলনিশি

হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ গতকাল রবিবার নারায়ণগঞ্জের টানবাজার পতিতাপল্লী থেকে গত ২৪ জুলাই মাঝরাতে যৌনকর্মীদের জোর করে তাদের বাসস্থান থেকে সরিয়ে বিভিন্ন ভবঘুরে কেন্দ্রে আটকে রাখাকে কেন বেআইনী ঘোষণা করা হবে না এবং এই প্রেক্ষিতে তাদের মৌলিক অধিকার লংঘিত হয়েছে কেন বলা যাবে না- মর্মে আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি ৫৯টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত সংহতির পক্ষ থেকে দায়েরকৃত একটি রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আলী আসগর খানের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।

সংবাদ

যৌনকর্মী উচ্ছেদ, আটক, সরকারের প্রতি শো'কজ

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ গতকাল টানবাজার ও নিমতলীর যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ করে গাজীপুরের কাশিমপুর আশ্রয় কেন্দ্রে আটক রাখাকে কেন বেআইনী বলে ঘোষণা করা হবে না সে ব্যাপার সরকারের প্রতি রুলনিশি জারি করে কারণ দর্শানোর নির্দেশ নিয়েছেন।

হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ও বিচারপতি মোঃ আলী আসগর খানের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম এবং আইন ও শালিস কেন্দ্রর দায়েরকৃত রিট পিটিশনের উপর উক্ত আদেশ দেন।

ভোরের কাগজ

যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ ও আটকে রাখা কেন অবৈধ হবে না সরকারের প্রতি হাইকোর্টের রুল

নারয়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ের যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ এবং বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে আটকে রাখা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না এই মর্মে হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ ৪ সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি রুল জারি করেছে।

গতকাল রোবার ৫৯টি নারী মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষে পাঁচটি সংগঠনের দায়ের করা রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ও মোহাম্মদ আলী আসগর খানের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এর রায় প্রদান করেন।

আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, সরকার যৌনকর্মীদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে তাদের জীবনযাত্রা ও পেমার ক্ষেত্রে সংবিধানসম্মত মৌলিক অধিকার হরণ করেছে। এছাড়া তাদেরকে কশিমপুর আশ্রয়কেন্দ্রে অমানবিকভাবে আটকে রেখে সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এ কারণে বিধিবন্ধ পেমার অধিকার ফিরিয়ে দিতে সরকারের প্রতি হাইকোর্টের নির্দেশ প্রয়োজন।

আবেদনকারীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম, সিগমা হুদা প্রমুখ। সরকার পক্ষে ছিলেন ওবায়দুর রহমান।

মানবজমিন

সাথীকে ছাড়া হয়নি মামলার কারণে

পুবাইল আশ্রয়কেন্দ্রের যৌনকর্মীরা ৩ দফা দাবি জানিয়ে হইচই করছে। কাশিমপুর আশ্রয কেন্দ্রেও গতকাল দিনভর হইচই হয়েছে। গতকাল বিকাল ৫টা পর্যন্ত ৩ দিনে মোট ৫৪ জনকে মুক্তি দেয়া হয়। যৌনকর্মীদের নেত্রী সাথীর অভিভাবক আসলেও তাকে মুক্তি দেয়া হয়নি। তার মায়ের মামলার অজুহাতে। গতকাল ২জন দালালকে পুলিশ আটক এবং ৭/৮ জনকে লাঠিপেটা করে।

আজকের কাগজ

পতিতাদের গচ্ছিত অর্থ ও বাড়িওয়ালাদের থেকে ভাড়ার অগ্রিম আদায় করে দেয়ার দাবি

নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপি'র আহ্বায়ক এডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার এক বিবৃতিতে বলেছেন, পতিতাদের আর্থ-সামাজিক, নৈতিক ও সংস্কারমূলক পুনর্বাসন এবং বাড়িওয়ালাসহ সকল পাওনাদার থেকে তাদের টাকা ও গচ্ছিত সম্পদ আদায় করে দেয়ার দাবি জানাচ্ছি।

মুক্তকণ্ঠ

টানবাজারের যৌনকর্মী উচ্ছেদ ঘটনায় সরকারের প্রতি হাইকোর্টের রুলনিশি

হাই কোর্ট টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লীর যৌনকর্মীদের জোরপূর্বক উচ্ছেদের ঘটনায় সরকারের বিরুদ্ধে রুলনিশি জারি করেছে। রুলে স্বরাষ্ট্র ও সমাজ কল্যাণ সচিবদ্বয়, সমাজ সেবার মহাপরচালক এবং নারায়ণগঞ্জের ডিসি, এসপি ও ওসিকে এ ব্যাপারে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। ৫৯টি মানবাধিকার সংস্থার পক্ষে গতকাল রোববার রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি ফজলুল করিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আলী আসগর খানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।

প্রথম আলো

টানবাজার নিমতলীর যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ একই আতঙ্কে ভুগছে দৌলতদিয়া ও ফরিদপুর দুটি পতিতালয়ের যৌনকর্মীরা

নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ের যৌনকর্মীরা উচ্ছেদ হওয়ার পর রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও ফরিদপুরের দুটি পতিতালয়ের প্রায় ৪ হাজার যৌনকর্মী এখন উচ্ছেদ আতঙ্কে ভুগছেন। সেই সঙ্গে টানবাজার ও নিমতলীর যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের নামে জোর করে উচ্ছেদ, ভবঘুরে আশ্রয়কেন্দ্রে আটকে রাখায় তারা ক্ষুব্ধ।

প্রথম আলো

যৌনকর্মী উচ্ছেদ এবং আটক কেন বেআইন হবে না কারণ দর্শাও

নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলীর যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ এবং গাজীপুরের কশিমপুর আশ্রয় কেন্দ্রে তাদের আটক রাখার মাধ্যমে মৌলিক অধিকার খর্ব করার অভিযোগ এনে গতকার রোববার মানবাধকার বাস্তবায়ন সংস্থাসহ পাঁচটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট আবেদন করেছে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ চার সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে কারণ দর্মানোর জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রথম আলো

যৌনকর্মীদের উচ্ছেদের সঙ্গে ইউএনডিপির কোনো সম্পর্ক নেই

ঢাকার জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) আবাসিক প্রতিনিধি ডেভিড লকউড বলেছেন, নারায়ণগঞ্জের দুটি পতিতালয় থেকে যৌনকর্মীদের উচ্ছেদের সঙ্গে ইউএনডিপির সহায়তা প্রকল্পের কোন সম্পর্ক নেই, ইউএনডিপির কোনো ভূমিকাও এতে নেই। পত্রপত্রিকায় উচ্ছেদের সঙ্গে ইউএিনডিপির একটি প্রকল্পকে জড়িয়ে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা সঠিক নয়।

৩ আগস্ট ১৯৯৯

প্রথম আলো

কাশিরপুর ভবঘুরে কেন্দ্রে আবার সংঘর্ষ ৪ যৌনকর্ম আহত

পুনর্বাসনের নামে কাশিমপুরে আটক যৌনকর্মীদের সঙ্গে অন্য আশ্রিতদের এক সংঘর্ষে গতকাল সোমবার চারজন যৌনকর্মী আহত হয়েছে। হরতালের কারণে

ঢাকা থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সেখানে না যাওয়ায় কাল নতুন করে কোনো যৌনকর্মীকে মুক্তি দেয়া হয়নি।

Financial Express

Many sex workers still in N'ganj town

A good number of sex workers evicted from Tanbazar and Nimtoli brothels are still roaming about in Narayangonj town and taking shelter in the residential hotels to run their sex trade, local people alleged. It is also gathered that they are carrying on flesh trade in connivance with the police.

বাংলার বাণী

না'গঞ্জ যৌনকর্মীদের উচ্ছেদের সাথে ইউএনডিপির সম্পর্ক নেই

বাংলাদেশে ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি ডেভিড লকউড গত রোববার এক বিবৃতিতে বলেছেন, নারায়ণগঞ্জের যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার সাথে ইউএনডিপির কোনো সম্পর্ক নেই। যৌনকর্মীদের উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান বিতর্কের প্রেক্ষিতে তিনি একথা বলেন।

৪ আগস্ট ১৯৯৯

আজকের কাগজ

পুরনো বাসিন্দাদের সঙ্গে কালও যৌনকর্মীদের মারামারি হয়েছে

গতকালও কাশিমপুর আশ্রয়কেন্দ্রের পুরনো অধিবাসিদের সঙ্গে মুক্তিকামী যৌনকর্মীদের একদফা মারামারির ঘটনা ঘটেছে। তবে কেউ আহত হয়নি। এদিকে স্বপ্না ও লাকী নামের দু'জন যৌনকর্মীকে গতকাল তাদের অভিভাবকের কাছে ফেরত দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে ৩জন শিশুসহ মোট ৫৭জন যৌনকর্মীকে মুক্তি দেয়া হলো।

যৌনকর্মীরা তাদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে। গতকাল বিকেলে সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালক মুর্তুজা হোসেন মুন্সী কাশিমপুর আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনে এলে বিক্ষুব্ধ যৌনকর্মীরা তাকে ঘিরে ধরে এবং হইচই শুরু করে। পরে পরিচালক পর্যায়ক্রমে তাদের ছেড়ে দেয়া হবে বলে আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

বাংলার বাণী

মাস্তান ও মৌলবাদীদের হাতে নাজেহাল হচ্ছে মহিলারা

টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয় দুটি উচ্ছেদের পর নারায়ণগঞ্জ শহর ও শহরতলীতে বখাটে মাস্তান ও মৌলবাদী সংগঠনের সদস্যদের তৎপরতা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের অত্যাচারে শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের কিশোরী, যুবতী ও গৃহিনীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। যুবতী কিংবা মহিলা দেখলেই তাদের পতিতা ভেবে তাদের টেনে-হেঁচড়ে বোরখা ও শাড়ি খুলে নাজেহাল করছে। কখনো কখনো নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার পর্যন্ত কেড়ে নিচ্ছে। গত এক সপ্তাহে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে ডজনখানেকেরও বেশি।

দিনকাল

কাশিমপুর থেকে যৌনকর্মীরা ফের নারায়ণগঞ্জে ফিরে আসছে

গাজীপুরস্থ কাশিমপুর ভবঘুরে কেন্দ্র থেকে ছাড়া পেয়ে টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লীর যৌনকর্মীরা পুনরায় ফিরে আসছে নারায়ণগঞ্জে। গত কয়েকদিনে তারা শহরের বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। এদিকে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লী থেকে যৌনকর্মীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে আন্দোলনরত মানবাধিকার ও নারী সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো আজ বুধবার বিকেলে এনজিও, এডাব ও সমাজসেবা অধিদফতরের সমন্বয়ে এক যৌথসভার আয়োজন করেছে। যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ ঘটনা নিয়ে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় এনজিওদের ধ্যান-ধারণা ও সুপারিশ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য এই সরকারি উদ্যোগ। ৫৯টি মানবাধিকার ও নারী সংগঠনের মোর্চা সংহতির নেতৃবৃন্দ জানিয়েছে, সরকার আলোচনার উদ্যোগ নিলেও পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

৫ আগস্ট ১৯৯৯

আজকের কাগজ

সমাজসেবা অধিদফতরের সামনে প্রতীক প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত

নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী থেকে বলপূর্বক পতিতাদের উচ্ছেদ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে গতকাল বুধবার সকালে আগাঁরগাওয়ে

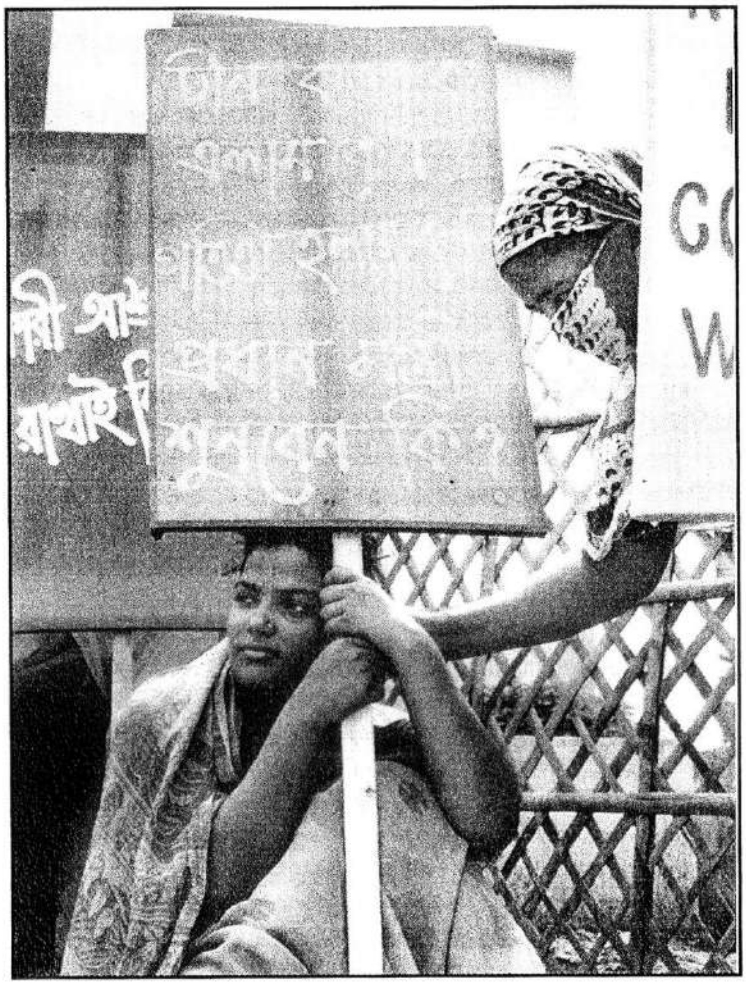

সমাজসেবা অধিদফতরের সামনে এনজিও কর্মী ও পতিতারা 'প্রতীক প্রতিবাদ' কর্মসূচি পালন করে। ৬১টি এনজিও'র সমন্বয়ে গড়া মানবাধিকার মোর্চা 'সংহতি'র আহবায়ক মাহবুবা মাহমুদ এর নেতৃত্ব দেন।

মাতৃভূমি

দৌলতদিয়ায় পতিতালয় উচ্ছেদ আতঙ্ক

দৌলতদিয়া পতিতালয়ে উচ্ছেদের গুজব ছড়িয়ে পড়ায় প্রায় দুহাজার যৌনকর্মী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এদিকে নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লীর উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের অনেকেই দৌলতদিয়া পতিতাপল্লিতে আশ্রয় নিয়েছে।

৬ আগস্ট ১৯৯৯

প্রথম আলো

টানবাজারে নির্যাতনের প্রতিবাদে কলকাতার যৌনকর্মীদের বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জের টানবাজার পতিতালয়ের যৌনকর্মীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের যৌনকর্মীরা কলকাতায় একটি মিছিল বের করে। পুনর্বাসন আর উন্নয়নের নামে এ ধরনের উচ্ছেদ চলবে না বলে তারা স্লোগান দেয়।

পশ্চিমবঙ্গের যৌনকর্মী সংগঠন দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বে প্রায় ৭০০ যৌনকর্মী দুপুরের প্রচণ্ড রোদের মধ্যে শিয়ালদা রেলস্টেশন চত্বর থেকে মিছিলটি শুরু করে। বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের দপ্তরের সামনে এলে পুলিশ তাদের গতিরোধ করে।

যৌনকর্মীরা অভিযোগ করেন তারা বাংলাদেশের যৌনকর্মীদের ওপর অত্যাচার বন্ধের দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি দিতে চাইলে প্রথমে তাদের হাইকমিশনারের দপ্তরে ঢুকতে দেয়া হয়নি। পরে অবশ্য যৌনকর্মীদের পক্ষ থেকে ডেপুটি হাইকমিশনে স্মারকলিপিটি দেয়া হয়।

প্রথম আলো

যৌনকর্মী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারায়ণগঞ্জের টানবাজার এবং নিমতলী পতিতালয়ের যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। এসব কর্মীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি উন্নয়ন প্রকল্প

চালু করারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্বকালে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশ দেন।

৭ আগস্ট ১৯৯৯

দৈনিক ইত্তেফাক

পতিতা পুনর্বাসনের কাজ শুরু হইয়াছে

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোজাম্মেল হোসেন বলিয়াছেন, নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ের পতিতাদের পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে পতিতা পুনর্বাসনের কাজ শুরু হইয়াছে। পর্যায়ক্রমে দেশের অন্য পতিতালয়গুলিতে পুনর্বাসন কাজ শুরু হইবে। টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয় উচ্ছেদের ১২দিন পর শুক্রবার বিকালে শহরের চাষাড়ায় জেলা পরিষদ ডাক বাংলোয় স্থানীয় বিশিষ্ঠ নাগরিকদের সহিত মতবিনিময়কালে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, পুনর্বাসনের আওতাভুক্ত পতিতাদের মধ্যে যাহারা কাজে আগ্রহী তাহাদের কাজ দেওয়া হইবে।

বাংলা বাজার পত্রিকা

যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনে ভাটা পড়েছে
ওরা ফিরে যাচ্ছে পুরনো পেশায়

কর্তৃপক্ষের হয়রানি ও স্থানীয় সন্ত্রাসীদের ব্যাপক চাঁদাবাজির কারণে যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনে ভাটা পড়েছে। যাচাইয়ের নামে অভিভাবকদের হয়রানি করা হচ্ছে। অর্থের বিনিময়ে বেশ ক'জন যৌনকর্মী আশ্রয়কেন্দ্র থেকে ছাড়া পেয়েছে ।

ইতোমধ্যে ৭৭ যৌনকর্মীকে কাশিমপুর ভবঘুরে আশ্রয়কেন্দ্র থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার ছাড়া পেয়েছে ৭ যৌনকর্মী।

অর্থের লোভে অনেক দালাল ও তথাকথিত অভিভাবক কেন্দ্র এলাকায় ভিড় জমাচ্ছে। কেন্দ্র কর্তৃপক্ষকে উক্ত ৭ হাজার টাকা প্রদানের মাধ্যমেও ছাড়া পাচ্ছে অনেক যৌনকর্মী।

৯ আগস্ট ১৯৯৯

ভোরের কাগজ

টানবাজারের খদ্দের, দালাল ও বখরা খাওয়া পুলিশের তালিকা প্রকাশের দাবি

টানবাজার পতিতালয়ে যাতায়াতকারী খদ্দের, দালাল এবং বখরা খাওয়া পুলিশ কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে তাদের নামের তালিকা প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছে যৌননিপীড়ন প্রতিরোধ মঞ্চের নেতৃবৃন্দ। গতকাল মুক্তাঙ্গনে আয়োজিত এক সমাবেশে তারা এ দাবি জানান ।

সমাবেশে বক্তারা টানবাজারের যৌনকর্মীদের জোর করে ভবঘুরে কেন্দ্রে আটকে রাখার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এ ধরনের পুনর্বাসন মানবাধিকার লঙ্ঘনের জ্বলন্ত উদাহরণ। বক্তারা অবিলম্বে টানবাজার পতিতালয় উচ্ছেদের সময় লুটে নেওয়া অর্থ-সম্পত্তি ফেরত এবং টানবাজারের খদ্দের, দালাল, মালিক, ব্যবসায়ী এবং কমিশনভোগী পুলিশ কর্মকর্তাদের তালিকা প্রকাশ করার দাবি জানান।

এদিকে টানবাজার পতিতাপল্লীর যৌনকর্মীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে মানবাধিকার মোর্চা সংহতির উদ্যোগে গতকাল সকালে মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের সামনে এক প্রতীক অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। অবস্থান কর্মসূচি শেষে সংহতির নেতৃবৃন্দ মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালক নীলুফার বানুর সঙ্গে আলাপ করেন এবং তার কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।

যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক নির্দেশের নিন্দা জানিয়েছে মানবাধিকার মোর্চা সংহতি এবং যৌনকর্মী পুনর্বাসনের বিষয়ে প্রতিমন্ত্রীর ঘোষণায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র। গতকাল এ সংগঠন দুটোর পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এ ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

ময়মনসিংহ, গোয়লন্দসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের পতিতালয় তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোজাম্মেল হোসেন যে ঘোষণা দিয়েছেন তার প্রতিবাদ জানিয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

১০ আগস্ট ১৯৯৯

প্রথম আলো

ঝাড়ু মিছিল

সম্মিলিত নারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে নারায়ণগঞ্জে গতকাল সোমবার সকালে একদল মহিলা ঝাড়ু হাতে মিছিল বের করেন। টানবাজার ও নিমতলীর পতিতাপল্লী নিয়ে এনজিও কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে ওই মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল।

দৈনিক ইনকিলাব

পতিতালয় উচ্ছেদের ঘটনায় মানবাধিকার নারী অধিকার কর্মীদের দোষারোপ করে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক

মানবাধিকার মোর্চা সংহতি টানবাজারের পতিতালয় উচ্ছেদ ও যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনে সরকারের সমালোচনার কারণে সাংবাদিক মানবাধিকার কর্মী ও নারী অধিকার কর্মীদের দোষারোপ করে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যকে দুর্ভাগ্যজনক ও অজ্ঞতাপ্রসূত বলে আখ্যায়িত করেছে। প্রধানমন্ত্রী সমস্যাবলীর গঠনমূলক ও বাস্তবমুখী সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেও সংহতি আশা প্রকাশ করেছে। রবিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়:
প্রধানমন্ত্রী টানবাজারের যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। একই সাথে পতিতালয় উচ্ছেদ ও যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনে সরকারের মহতী উদ্যোগে প্রতিবাদ ও সমালোচনার জন্য সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী এবং নারী-অধিকার কর্মীদের দোষারোপ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক ও অজ্ঞতাপ্রসূত।

১১ আগস্ট ১৯৯৯

দৈনিক জনতা

মানবাধিকার সংগঠনের মৌন অবস্থানে পুলিশের হামলা

পুলিশ সদর দফতর প্রধান ফটকের সামনে গতকাল মঙ্গলবার দেশের শীর্ষ মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কর্মীরা মৌন অবস্থান নিলে পুলিশ হামলা চালিয়ে তা পণ্ড করে দেয়। মানবাধিকার লংঘন করে গভীররাতে পতিতাপল্লিতে পুলিশের হামলা, নির্যাতন এবং জোর করে যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ করার প্রতিবাদে মানবাধিকার কর্মীরা ব্যানার ও প্লাকার্ড হাতে নিয়ে ফটকের সামনে মৌন অবস্থান

নেয়। দেশে মানবাধিকার রক্ষায় কর্মরত ৫৯টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত সংহতি এ কর্মসূচি দেয়। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মানবাধিকার কর্মীরা সকাল ৯টার দিকে পুলিশ সদর দফতরে প্রধান ফটকে এসে ব্যানার ও প্লাকার্ড হাতে নিয়ে মৌনভাবে অবস্থান নেয়। পুলিশ দ্রুত এসে তাদের সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। পূর্ব থেকেই সদর দফতরের সামনে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও মহিলা পুলিশ মোতায়েন ছিলো। পুলিশ মানবাধিকার কর্মীদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ শুরু করে। এ সময় প্লাকার্ড হাতে করে কয়েকজন যৌনকর্মীও এসে অবস্থান গ্রহণ করে। পুলিশ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে মানবাধিকার কর্মী ও যৌনকর্মীদের প্রতি অশ্রাব্য গালাগাল শুরু করে। তারা মহিলাদের সাথে ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে। পুলিশ দুজন মহিলা মানবাধিকার কর্মীর শাড়ি খুলে নিতে তেড়ে আসে। অন্য পুলিশ সদস্যরা ব্যানার কেড়ে নেয় ও প্লাকার্ড ছিঁড়ে ফেলে। পুলিশ টানবাজার স্টাইলে মানবাধিকার কর্মী জুট ফার্নান্দেজ, মঞ্জু ও রাজুকে পুলিশ সদর দফতরের ভেতর টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকলে পথচারীসহ জনগণ এদের সাথে যোগ দেয়। সকলে মিলে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সোচ্চার হলে গ্রেফতারকৃতদের ছেড়ে দেয়া হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ সদর দফতর থেকে হুমায়ুন ও সাজ্জাদ নামে দুই পুলিশ কর্মকর্তা 'তোদের শাড়ি খুলে নেব' বলে দৌড়ে এসে মহিলাদের সাথে অশালীন আচরণের চেষ্টাকালে মৌন অবস্থান পন্ড হয়ে যায়। সংহতির নেত্রীদের সাথে পুলিশের এসময় উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়।

পুলিশের তাড়া খেয়ে ছত্রভঙ্গ হবার পর মানবাধিকার ও যৌনকর্মীরা পরে নগরভবনের সামনে সমবেত হয়।

বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মানবাধিকার কর্মী ও যৌনকর্মীরা বলেন, যখন মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি নিয়ে মানবাধিকার কর্মীরা সর্বোচ্চ আদালতে দাঁড়িয়েছে তখন তাদের পাশে দাঁড়ানো মানুষ ও সাংবাদিকদের প্রতি সরকারি মহলের আপত্তিকর উক্তি কারোই কাম্য নয়।

দৈনিক জনতা

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দুর্ভাগ্যজনক ও অজ্ঞতাপ্রসূত

মানবাধিকার রক্ষায় কর্মরত দেশের ৫৯টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত মানবাধিকার মোর্চা সংহতি নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে দুর্ভাগ্যজনক ও অজ্ঞতাপ্রসূত হিসেবে বর্ননা করে বলেছেন, এ ধরনের বক্তব্যে প্রমাণিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়া

হয়নি। রোববার সংহতি আহ্বায়ক মাহবুবা মাহমুদ স্বাক্ষরিত এক বার্তায় নেতৃবৃন্দ একথা বলেন।

দিনকাল

সংহতির শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটে পুলিশের নগ্ন হামলা

নারায়ণগঞ্জের পতিতাপল্লী উচ্ছেদ ও পতিতাদের ওপর অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে মানবাধিকার মোর্চার সংহতির নেতা-কর্মীরা পুলিশের নির্মম হামলার শিকার হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার পুলিশ সদর দফতরের সামনে ২৫ জন মানবাধিকার কর্মী এবং টানবাজারের উচ্ছেদকৃত যৌনজীবী নারীরা প্লাকার্ড হাতে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতীক অবস্থান ধর্মঘট পালন করতে গিয়ে পুলিশী হামলার শিকার হন।

২০ আগস্ট ১৯৯৯

ভোরের কাগজ

পতিতালয়ে গমনকারীদের নাম নিবন্ধীভুক্ত করা উচিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পতিতালয়ে গমনকারী ব্যক্তিদের নাম নিবন্ধনভুক্ত করার সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়ে যারা পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয় তাদেরকে এ পেশায় নাম নিবন্ধন করতে হয়। তাই পতিতালয়ে গমনকারীদের নামও নিবন্ধিত করা উচিত। যাতে সমাজ জানতে পারে কারা পতিতাদের কাছে যায়।

২৩ আগস্ট ১৯৯৯

প্রথম আলো

কাশিমপুর আশ্রয়কেন্দ্রের যৌনকর্মীরা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে

কাশিমপুর সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রের যৌনকর্মীদের অনেকেই নানা রোগে ভুগছে। এদের অধিকাংশই যৌনরোগী। গত ৮ দিনে কয়েকজন যৌনকর্মী সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। এদের মধ্যে দুজন বর্তমানে গাজীপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

দৈনিক ইত্তেফাক

যৌনকর্মীদের ৪ দফা

নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলীর উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীরা তাহাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে অক্ষয় সংঘ নামে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি অস্থায়ী সংগঠন গঠন করিয়াছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিটি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে যৌনকর্মীরা এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা জানাইয়াছে। অক্ষয়-এ সভানেত্রী যৌনকর্মী সাথী সংগঠনের পক্ষ হইতে ৪ দফা দাবি পাঠ করেন। আগামী ৭ দিনের মধ্যে দাবি পূরণ করা না হইলে যৌনকর্মীরা কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তাহাদের দাবিসমূহের মধ্যে রহিয়াছে নিজ নিজ ঘরে দ্রুত ফিরিয়া যাইবার ব্যাপারে ব্যবস্থা জাতিসংঘের পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ, দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নারায়ণগঞ্জকে সন্ত্রাসমুক্তকরণ ।

ভোরের কাগজ

সংবাদ সম্মেলনে যৌনকর্মীদের দাবি
টানবাজার পতিতালয়ের উচ্ছেদকৃতদের ৭ দিনের মধ্যে
ফিরিয়ে নিতে হবে

টানবাজার পতিতালয় থেকে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের ৭ দিনের মধ্যে সেখানে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন নারী সংঘের নেত্রীবৃন্দ।

আগামী ৭ দিনের মধ্যে সরকার যৌনকর্মীদের এ দাবির প্রতি সাড়া না দিলে যৌনকর্মীরা আন্দোলনের কঠোর কর্মসূচি দেবেন বলে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেন।

রিপোটার্স ইউনিটির সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভানেত্রী সাথী, সাধারণ সম্পাদিকা ফাতেমা, সহসম্পাদিকা নাসিমা, কার্যকরী কমিটির সদস্য নার্গিস প্রমুখ।

টানবাজার পতিতালয় থেকে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে গঠিত যৌনকর্মীদের সংগঠন অক্ষয় নারী সংঘের গতকালই আত্মপ্রকাশ ঘটে।

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

জনকণ্ঠ

টানবাজার পতিতালয়ে যৌনকর্মীরা আবার ফিরে আসছে।
নারায়ণগঞ্জে জোর গুজব ॥ বাধা দিতে পুলিশ তৎপর

সরকারি উদ্যোগে বিলুপ্ত ঘোষণার প্রায় দেড় মাস পর যৌনকর্মীরা পুনরায় ফিরে আসছে পতিতালয়ে। চলছে গোপন প্রস্তুতি। যে কোনো রাতেই তারা আকস্মিকভাবে প্রবেশ করতে পারে পতিতালয়ে। এই গুজবের ওপর ভর করেই জোরদার করা হয়েছে পুলিশী ব্যবস্থা। সক্রিয় হয়ে উঠেছে পতিতালয়বিরোধীরা। তারা নজর রাখছে, টানবাজার পরিস্থিতির দিকে। রাত হলে টানবাজারে তৎপর হয়ে উঠছে পুলিশ। ইতোমধ্যে এরকম তৎপরতায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ২ ব্যক্তিকে।

১ সেপ্টেম্বর থেকে মূলত এই গুজবের সূত্রপাত। সেদিন রাতে আকস্মিকভাবে পুলিশের কাছে খবর আসে, আবার যৌনকর্মীরা টানবাজার পতিতালয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে। তারা সংগঠিত হয়েছে আশপাশের এলাকায়। একটি অংশ ঢুকে পড়েছে আশপাশের এলাকায়।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

ভোরের কাগজ

পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন : খালেদা জিয়া
সাক্ষাৎকালে যৌনকর্মীদের প্রতি পরামর্শ

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি সরকারবিরোধী বৃহত্তর আন্দোলনে শক্তি যোগানোর জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

২৯ মিন্টো রোডে বিরোধীদলীয় নেত্রীর সরকারি বাসভবনে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মানবাধিকার মোর্চা সংহতির নেতৃত্বে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের চারজন নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তারা বিভিন্ন সমস্যা খালেদা জিয়াকে অবহিত করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাদেরকে উক্ত পরামর্শ দেন। খালেদা জিয়া বলেন, দরিদ্রের কারণেই মেয়েরা দেহ ব্যবসায় আসতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু বিএনপি চায় না মেয়েরা এ পেশায় থাকুক। তিনি

বলেন, সমাজকে নিষ্কলুষ রেখে যৌনকর্মীদেরকে পুনর্বাসিত করতে হবে। এজন্য বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও এনজিওকে এ আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন আহ্বান জানান। যৌনকর্মী নেত্রীরা খালেদা জিয়ার কাছে অভিযোগ করে বলেন, তারা পুনর্বাসিত হতে চায়। কিন্তু পুনর্বাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করেই সরকার নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লী থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করেছে।

১১ ডিসেম্বর ১৯৯৯

জনকণ্ঠ

উচ্ছেদ হওয়া যৌনকর্মীরা ভেসে বেড়াচ্ছে
পুনর্বাসনও থেমে গেছে

টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয় থেকে উচ্ছেদ হওয়া যৌনকর্মীরা ভেসে বেড়াচ্ছে। তিন হাজার যৌনকর্মীর মধ্যে ১২০ জন রয়েছে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে। বাকিরা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের সরকারি প্রক্রিয়াও থেমে যেতে বসেছে। বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের প্রাক্কালে যৌনকর্মীদের বর্তমান অবস্থা ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া জনসম্মুখে প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছে মানবাধিকার মোর্চা সংহতি। বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে তাদের এই দাবির কথা জানানো হয়।

২২ ফেব্রুয়ারী ২০০০

দৈনিক ইনকিলাব

নারায়ণগঞ্জে উচ্ছেদকৃত পতিতালয়কে ঘিরে উত্তেজনা
অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন

শহরের দুটি পতিতালয়ের উচ্ছেদকৃত পতিতাদের পতিতালয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পতিতাদের দালাল ও এনজিও সংগঠনগুলোর অপতৎপরতা এবং পতিতা উচ্ছেদ মামলার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে নারায়ণগঞ্জ শহর ও এর আশেপাশে পুনরায় চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে পতিতাশূন্য পতিতালয় দুটির আশেপাশে উচ্ছেদকৃত পতিতাদের আসা-যাওয়া বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পতিতালয় দুটির প্রবেশ দ্বার ও আশপাশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
এদিকে গতকাল (মঙ্গলবার) পতিতালয় দুটিতে উচ্ছেদকৃত পতিতারা পতিতালয়ে পুনঃপ্রবেশের পাঁয়তারা করছে বলে শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়লে পতিতা পুনর্বাসন ও পতিতালয় উচ্ছেদ আন্দোলনের নেতা ও স্থানীয় সংসদ সদস্য একে এম শামিম ওসমান পতিতাশূন্য পতিতালয় দুটি পরিদর্শনে যান।
পতিতালয় ও পতিতা উচ্ছেদ মামলায় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের রায় আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি ঘোষণার দিন ধার্য করা হয়েছে। গতকাল (মঙ্গলবার) বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ও বিচারপতি ওয়াহাব মিয়ার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ থেকে এই রায় দেয়ার কথা ছিল।

৪ মার্চ ২০০০

প্রথম আলো

পতিতাপল্লিতে বেড়ে ওঠা কন্যাশিশুর আর্তনাদ
আমার নামের সঙ্গে যেন পতিতা শব্দ যোগ না হয়
পতিতাবৃত্তিকে আমি ঘৃণা করি!

গতকাল শুক্রবার দৌলতদিয়া এবং টাঙ্গাইল পতিতাপল্লীর শিশুরা দৌলতদিয়া পতিতাপল্লী সংলগ্ন মাঠে একত্রিত হয়। শিশু সম্মেলন ২০০০ শীর্ষক পতিতালয়ের শিশুদের এ ধরনের সম্মেলন বাংলাদেশে এই প্রথম। সেভ দ্য চিলড্রেন-অস্ট্রেলিয়ার (এসসিএ) সহযোগিতায় এ সম্মেলনের আয়োজন করেছে

কেন্দ্রীয় শিশু ক্লাব, কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস), সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস), মুক্তি মহিলা সমিতি (এমএমএস) এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।
সম্মেলনে এসব শিশু পতিতাপল্লিতে জন্ম নেওয়া ও বড় হওয়ার অভিজ্ঞতা, তাদের সমস্যা, মায়েদের পেশার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে খোলাখুলি বক্তব্য রাখে। তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ নিয়ে নানারকম অভিযোগ করা ছাড়াও তারা পতিতাপল্লীর শিশুদের জন্য বিভিন্ন দাবি পেশ করে।

ভোরের কাগজ

যৌনকর্মীদের সন্তানদের সুস্থভাবে বাঁচার আকুতি

দেশের পতিতালয়গুলোতে যেসব শিশু জন্মেছে এবং সেখানকার পরিবেশে গড়ে উঠেছে তাদের অস্তিত্ব ও অবস্থা সমাজের কাছে একেবারেই অজানা।
এসব অদৃশ্য শিশু স্বাভাবিক জীবনধারণের বাস্তবতাকে সমাজের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেভ দ্য চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়া (এসসিএ) ঢাকা গতকাল শুক্রবার রাজবাড়ী জেলার দৌলতদিয়ায় দিনব্যাপী প্রথমবারের মতো শিশু সম্মেলন ২০০০ আয়োজন করে। সম্মেলনে উদ্যোক্তার ভূমিকায় আরো ছিল এসসিএ-এর সহযোগী সংগঠন-দৌলতদিয়ার সম্মিলিত শিশু ক্লাব ও পতিতাদের একমাত্র সরকারি রেজিস্টার্ড সংগঠন মুক্তি মহিলা সমিতি, গোয়ালন্দের কর্মীজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস) টাঙ্গাইলের সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

১৫ মার্চ ২০০০

ভোরের কাগজ

পেশা হিসেবে যৌনকর্ম বেআইনি নয়, উচ্ছেদ অবৈধ : হাইকোর্ট

হাইকোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে জীবিকা বা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে যৌনকর্ম বেআইনি নয় বলে ঘোষণা করেছে। একই সঙ্গে টানবাজার ও নিমতলীর যৌনকর্মীদের পুনর্বসনের নামে উচ্ছেদ এবং তাদের কাশিমপুর ভবঘুরে কেন্দ্রে আটক রাখাকে হাইকোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেছে।
গতকাল মঙ্গলবার হইকোর্ট তাদের রায়ে ইতোপূর্বে দেয়া সরকারের ওপর

কারণ দর্শানোর রুলকে অংশত চূড়ান্ত করেছে। আদালত তাদের রায়ে কাশিমপুর ভবঘুরে কেন্দ্রে আটক যৌনকর্মীদের অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ ছাড়াও তারা দৌলতদিয়া ঘাট থেকে যৌনকর্মীদের যথাযথ পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ না করার অভিমত ব্যক্ত করেছে।

বিচারপতি মো. ফজলুল করিম এবং বিচারপতি এম এ ওয়াহাব মিয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ উপরোক্ত রায়টি প্রদান করেছেন। হাইকোর্টের এ রায়ে সরকারের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীরা জয়ী হলো।

উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের পুনরায় টানবাজার বা নিমতলীতে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নে আদালত বলেছে, যেহেতু বিষয়টির সঙ্গে বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটিয়াদের বিরোধের প্রশ্ন জড়িত তাই এটি সংশ্লিষ্ট দেওয়ানি আদালতের বিচার্য বিষয়।

আদালত আরো বলেছে, যেহেতু রিট একতিয়ার অনুযায়ী তারা উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের তাদের পূর্বতন বাসস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলতে পারেন না, তাই তারা সে রকম নির্দেশ দেওয়া থেকে বিরত রয়েছেন। তবে যৌনকর্মীরা ইচছা করলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের বাসস্থান ফেরত পাওয়ার আবেদন করতে পারে। আদালত তাদের দীর্ঘ রায়ে উল্লেখ করেছে যেহেতু সরকার দীর্ঘদিন থেকে এদেরকে লাইসেন্স দিয়ে আসছে এবং এরা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস ও ব্যবসা করে আসছে সুতরাং তাদেরকে এ রকম অমানবিক পন্থায় উচ্ছেদ করাকে আইনানুযায়ী সমর্থন করা যায় না।

আদালত রায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবন এবং জীবিকা নির্বাহের অধিকার যা সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে সে অধিকার সরকারকে রক্ষা করতে হবে। কোনোভাবেই জীবিকা নির্বাহের পথ বেআইনি হতে পারে না। যদিও সংবিধানের ১৮(২) ধারায় এ ধরনের বৃত্তি এবং জুয়া বন্ধ করার কথা বলা আছে। সেক্ষেত্রে আদালত সংবিধানের আরেকটি ধারার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহের অধিকারকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে।

আদালতের রায়ে যৌনকর্মীদের উচ্ছেদের ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, পুলিশের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কিন্তু এক্ষেত্রে পুলিশ একটি স্বার্থান্বেষী পক্ষ অবলম্বন করেছে। আদালত আরো বলেছে, যে পদ্ধতিতে পুলিশ উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে তা অত্যন্ত নিষ্ঠুর অমানবিক এবং এ ধরনের আচরণ একটি গণতান্ত্রিক সরকাররের জন্য ভবিষ্যতে বিপদ ডেকে আনতে পারে।

মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থাসহ পাঁচটি মানবাধিকার সংগঠন জনস্বার্থে একটি রিট আবেদন দায়ের করলে আদালত ১ আগস্ট সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর কারণ দর্শানোর রুল জারি করে।

দৈনিক যুগান্তর

টানবাজারে পতিতা পল্লী উচ্ছেদ অবৈধ

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ নিমতলী ও টানবাজার পতিতা পল্লী থেকে পতিতা উচ্ছেদের সার্বিক ঘটনা এবং ভবঘুরের নামে সেখানকার কিছুসংখ্যক পতিতাকে আটক রাখাকে আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ও আইনের অনুমোদন না নিয়ে ঘটানো হয়েছে বলে ঘোষণা করেছে। ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রে আটক যৌনকর্মীদের মুক্ত করে দিতে নির্দেশ দিয়ে হাইকোর্ট থেকে বলা হয়েছে, তারা স্বাধীনভাবে পেশা বেছে নেয়ার অধিকার ভোগ করবে এবং যেখানে খুশি যেতে পারবে।
আদালতের পর্যবেক্ষণে পেশা হিসেবে পতিতাবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়ে তারই ভিত্তিতে গতকাল এই রায় দেয়া হয়। রিট মামলার আওতায় উচ্ছেদকৃত ভাড়াটেদের পূর্বস্থানে বসানোর নির্দেশ দেয়ার ক্ষেত্রে আদালতের সীমাবদ্ধতার কথা রায়ে উল্লেখ করা হয়।

২০ মার্চ ২০০০

প্রথম আলো

সরেজমিন পরিদর্শনে যাবেন সংসদীয় কমিটি সদস্যরা

দৌলতদিয়া পতিতাপল্লীর অসহায় শিশু ও কিশোরীরা বড় হয়ে মানুষ হতে চায়। শিশুদের এ করুণ আর্তনাদের কথা সংসদের মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে তুলেছেন কমিটির সদস্য সাংসদ কাজী কেরামত আলী।
তিনি সংসদীয় কমিটির সদস্যদের দৌলতদিয়া পতিতাপল্লী ঘুরে দেখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সেখানে কয়েকটি এনজিও কাজ করলেও সরকারের দায়িত্ব রয়েছে তাদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায়ও বিষয়টি পড়ে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বৈঠকে উপস্থিত সব সংসদ সদস্য এ ব্যাপারে তার দৌলতদিয়া সরেজমিনে পরিদর্শনের প্রস্তাবে সম্মত হন।

৩০ মার্চ ২০০০

দৈনিক যুগান্তর

এ বিজয় মানবতার মানবাধিকারের

গতকাল বৃহস্পতিবার ওসমানী উদ্যানে 'সংহতি'র উদ্যোগে গত ১৪ মার্চ পতিতাদের রিটের রায়ের প্রেক্ষিতে এক বিজয় সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

প্রায় ৪০০ যৌনকর্মীদের এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার সিগমা হুদা, সাংস্কৃতিক কর্মী শামসুল আলম বকুলসহ পতিতাদের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা।

সুফিয়া কামালের দৃষ্টিতে নারায়ণগঞ্জের ঘটনা
‘এটা উচ্ছেদ, পুনর্বাসন নয়’

সুমনা শারমীন

‘পতিতাদের নিয়ে যা করা হচ্ছে এটাকে কি পুনর্বাসন বলা যায়? এটাতো রীতিমতো উচ্ছেদ। কোনো পরিকল্পনা নেই, কোনো দূরদৃষ্টি নেই, নারী নেত্রী, নারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা নেই, দুম করে একটা কাজ করলেই সেটা পুনর্বাসন হলো? এতোই সহজ? জীবনে কমতো দেখলাম না।

নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পতিতা বিয়ে দিয়েছি। ওদের পরিবারের আয় রোজগারের পথ করে দিয়েছি নারী পুনর্বাসন সংস্থা থেকে। দুদিন পর শুনতে পেলাম, যে লোক এতো ভালো ভালো কথা বলে মেয়েটাকে বিয়ে করে নিয়ে গেলো সেই তাকে দিয়ে পতিতাবৃত্তি করাচ্ছে। সেই কারণে পরের দিকে নারী পুনর্বাসন সংস্থার উদ্যোগেই বলুন, মহিলা পরিষদের উদ্যোগেই বলুন পতিতাদের বিয়ে দেয়ার চাইতে তার চিকিৎসা, তার বিকল্প অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, তার বাচ্চার লেখাপড়া এসব কাজই আমরা করেছি। এখনও করছি। পতিতাদের পুনর্বাসন করতে গিয়ে পতিতাদের সঙ্গে কথা বলে এমন কঠিন বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হয়েছি যে, নিজেরাই বুঝেছি এ ধরনের পুনর্বাসন আসলে ওদের জীবনে ইতিবাচক হবে না। ওদের কঠিন প্রশ্নের মুখে কোনো উত্তর দিতে পারিনি। ফিরে এসেছি। ব্যাপারগুলো এতো সহজ নয়।

সারাটা জীবন মেয়েদের অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে থাকলাম। অথচ এখন দেখছি যে ভুলগুলো জীবনের শুরুতেই কাজের মধ্য দিয়ে জেনেছিলাম, আজ এতো বছর পর সেই ভুল পথেই যেন আমরা হাঁটছি। ভাসাভাসা ধারণা নিয়ে মূল সমস্যা অনুধাবন না করে, উপরে উপরে দরদ দেখিয়ে পতিতা পুনর্বাসন হয় না। আর সবচেয়ে দুঃখজনক কথা, এতো বড়ো একটা ঘটনা ঘটলো, মেয়েগুলোর ওপর এতো বড়ো অন্যায় করা হলো অথচ একটা পুরুষ মানুষ মুখ খুললো না?’

বলছিলেন সুফিয়া কামাল। কথা বলতে কষ্ট হয়, বিছানার ওপর কিছুক্ষণ বসে থাকলেও ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এক গ্লাস পানি খেতে হলেও যাকে মাথার কাছে বালিশের পাশে রাখা ছোট্ট ঘণ্টাটা বাজাতে হয়, সেই মানুষটা খাটের পাশে স্তূপ করে রাখা দৈনিক পত্রিকাগুলোর দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে বললেন, ‘আজকাল সাহসী লোকেরা সাহস বুকে চেপে ঘরে বসে থাকে। যোগ্য

লোকেরা সাত-পাঁচ ভেবে কোনো কিছুতেই জড়াতে চায় না। এভাবে হবে? সমাজে এতো লোক অথচ একটা পুরুষ মানুষের যেন কিছু যায় আসে না? কেউ মুখ ফুটে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলো না। প্রতিকারের পথ দেখালো না। মেয়েদের পক্ষে দাঁড়ালো না। মেয়েদের পক্ষে দাঁড়ালো শুধু মেয়েরাই। মেয়েরা নিজেরাই প্রতিবাদ করছে। মিছিল করছে। কিন্তু এই মেয়েরাতো শুধু প্রতিবাদই করতে পারবে। প্রতিকারের ক্ষমতাতো এদের হাতে নাই।'

গায়ের চাদরটা একটু টেনে নিয়ে চোখটা বন্ধ করলেন তিনি। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'আমিই বা কী বলবো? বয়সের ভারে আমিও তো রাস্তায় নামতে পারছি না। ৩০/৩৫ বছর আগের কথা মনে পড়ে। তখন আইয়ুব খানের আমল। পতিতাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটা কমিটি করা হলো। অনেকেই ছিলেন। আকবর কবীর ছিলেন, ডা. নন্দী ছিলেন। আমি ছিলাম। আরো অনেকে। পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন পতিতালয়ে ঘুরেছি। কতো মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। পরিষ্কার মনে আছে একজন ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন, বাড়ি বানাতে হলে আপনারা ড্রেন রাখেন না? পতিতালয়গুলো সমাজের ড্রেন। এটা বন্ধ করতে গেলে ময়লা উপচে পড়বে ... । পতিতাদের সঙ্গে সরাসরি কথা হয়েছিল। তারা কঠিন কঠিন সব প্রশ্ন করলো- আমার একার পেট সরকার চালাবে। আমার সংসারের আরো ৬টা পেট কে চালাবে? বলেছিল,- 'আজকে এতো ভালো ভালো কথা বলছেন, এই সমাজ আমাদের নেবে? আবার ফিরে আসতে হবে এই পতিতালয়েই। বরং আমার মেয়েটার জন্য কিছু করেন। সেই কমিটি এসব রিপোর্টই জমা দিয়েছিল।

সুফিয়া কামাল বললেন,- 'বছর বছর আগে যে কঠিন সত্য জেনে গেছি আজ থুক্কু দিয়ে সেগুলোর সামনেই যেন আবার পড়তে হচ্ছে। আরেকটা কথা বলি। মওলানা সাবেরা পতিতাদের তওবা করালেন। এই পতিতাই যখন আবার তার পেশায় ফিরে আসতে বাধ্য হবে তখন এই তওবা কী অর্থ থাকবে? তাছাড়া মেয়েটাকে দিয়ে তওবা পড়ালেই পতিতাবৃত্তির দোষ কেটে গেলো? পতিতালয়ে যারা যায় সেই সব পুরুষ মানুষদের তওবা পড়াবে কে? শাস্তি শুধু মেয়েটার একার জন্য কেন? পতিতালয় একটা ব্যবসা। এখানে মেয়েগুলোকে দিয়ে যে কাজ করানো হয় তার থেকে উপার্জিত অর্থের ভাগ বাড়িওয়ালা, দালাল, পুলিশ থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষের পকেটেও ঢোকে। তারা সব সময় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবে অথচ মেয়েগুলোকে নিয়েই টানাহ্যাঁচড়া? এতো বড়ো অন্যায় কি করে সম্ভব?'

'হ্যাঁ, তাই বলে কি পুনর্বাসন সম্ভব নয়? নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু সেটার মধ্যে

থাকতে হবে সদিচ্ছা, আন্তরিকতা। মহিলা পরিষদের রোকেয়া সদনে আমরা এমন মেয়ে এনে রেখেছি। তাদের বাচ্চা স্কুলে যাচ্ছে। মেয়েটাও হাতের কাজ শিখে স্বনিভর্র হচ্ছে। ছোট পরিসরের উদ্যোগ।

কিন্তু হচ্ছে তো। একজন বিদেশীর সঙ্গে টানবাজারের একজন পতিতার বিয়ে দিয়েছিলাম। লোকটাই প্রবল আগ্রহ দেখালো। মেয়েটা হল্যান্ডে আছে। সুখে আছে। আমাকে ফোন করে। মহিলা পরিষদে ফোন করে। তবে এটাতো ব্যতিক্রম। কিন্তু যখন কাজটা সরকারি উদ্যোগে ব্যাপকভাবে হবে তখনতো ব্যাপক পরিকল্পনাও থাকতে হবে। আজ যারা অভিভাবকের নাম দিয়ে পতিতাদের নিয়ে যাচ্ছে, তারা এতোদিন কোথায় ছিল? এরা যে দালাল নয়, এরা যে মেয়েটাকে দিয়ে ব্যবসা করাবে না, এই গ্যারান্টি কে দেবে? পত্রিকায় ছবি দেখলাম মেয়েগুলোর গায়ে হাত তোলা হয়েছে। কেন? ওরা মানুষ না? সমাজে অনেক বড়োলোকের ঘরেই পতিতাবৃত্তি হয়। প্লেনে করে নামে প্লেনে করে চলে যায়। গাড়িতে নামে গাড়িতে চলে যায়। তাদের গায়েতো ফুলের টোকাও পড়ে না । তাদের নিয়ে তো মাথা ঘামাতে কেউ সাহস পায় না। এই গরিবের মেয়েগুলোর ওপর কেন এতো অত্যাচার? কাকে কি বলবো? কার কাছে বিচার চাবো? আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোক পুলিশ, সেই পুলিশই এদের পেটায় বেশি।'

'আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন- এখন কি হবে? পতিতা পুনর্বাসন নিয়ে উদ্ভুত পরিস্থিতির সমাধান কী? আমি এ প্রশ্নটাই সমাজের কাছে, সরকারের কাছে সরাসরি করতে চাই, এখন সমাধান কী? অতীতে কান্দুপট্টি উচ্ছেদের পরে পতিতারা ভাসমান হয়েছে। না খেয়ে তাদের মারা যাবার জোগাড়। থাকার জায়গা নাই। অন্যদিকে সমাজ কলুষিত হয়েছে আরো বেশি। তাছাড়া পতিতাদের এভাবে উচ্ছেদ করলে যৌনরোগ যে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে যাবে এ কথাটা কেন বুঝতে এতো কষ্ট?

পতিতাই হোক আর মহীয়সীই হোক মেয়েরা মায়ের জাত। কোনো মেয়েই চায় না দেহ বিক্রি করতে। পুরুষ মানুষরাই তাকে এ পথে ঠেলে দেয়। তারপর বাধ্য হয়েই এরা এ বৃত্তি অবলম্বন করে। আশ্চর্য লাগে পতিতাদের নাকি লাইসেন্স থাকে, অথচ তারা মারা গেলে তাদের মাটি হয় না! পতিতাবৃত্তি কখনই কাম্য নয়। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এদেরকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করতে হবে। কাজে উচ্ছেদ করলাম আর মুখে পুনর্বাসন বললাম তবেই কি সাতখুন মাফ?'

হঠাৎ এই গরমেও শীতের কাঁপুনি ধরলো তার গায়ে। ৮৮ বছর পার হওয়া

মানুষটি বললেন,- 'এটা বয়সের শীত' গরম চা এলো তার জন্য। কাঁপতে কাঁপতেই চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে খেলেন। কিন্তু গোটা মুখটায় কষ্টের ছাপ। 'শরীর খারাপ লাগছে আপনার?'
'শরীরের কাছে তো হেরেছি অনেক আগেই। নতুন করে আর কী খারাপ হবে? কিন্তু ভাবছি সারাটা জীবন রাস্তায় থেকেই অন্যায়ের প্রতিবাদের সামিল হলাম। মেয়েদেরকে যেন সমাজ মানুষ হিসেবে দেখে সেই চেষ্টা করে গেলাম। অথচ আজ শেষ বেলায় এসে দেখছি কিছুই করে যেতে পারিনি। এতো বড়ো অন্যায় মেয়েগুলোর ওপর হচ্ছে একটা পুরুষ মানুষ মুখ খুলছে না। উল্টো তামাশা দেখছে সবাই। বড়ো ক্লান্ত লাগছে। এতোটা পথ হাঁটলাম, অথচ মনে হচ্ছে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি...।'

প্রথম আলো
৫-৮-৯৯

পুরুষগুলো গেলো কোথায়?

মালেকা বেগম

১০ জুলাইয়ের দৈনিকগুলোতে খবর পড়লাম, পতিতাবৃত্তির রোধ ও পুনর্বাসনে গঠিত নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ আলেম সমাজের প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মাহবুবুর রহমান ও থানা পুকুরপাড়ের জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা এনায়েদুর রহমান পুনর্বাসন কমিটির পক্ষে টানবাজারের পতিতাদের তওবা ও মোনাজাত করান।

তারা কোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আল্লাহ জেনাকারীদের ভয়াবহ শাস্তির কথা বলেছেন। যেহেতু এখানে কেউ স্বেচ্ছায় আসেনি, অন্যায়কারীরা জোরপূর্বক তাদের পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করেছে, তাই নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন।

পতিতাদের তওবা পড়াবার খবরটির পাশাপাশি আরও খবর ছিল যে, এতো দিন যাবৎ নারীর সম্ভ্রম নিয়ে যে অবৈধ ব্যবসা করেছেন তার জন্যও পতিতাপল্লীর বাড়ির মালিকরা অনুতপ্ত হয়ে সবার উপস্থিতিতে ক্ষমা প্রার্থনা
করেন।

পতিতা, বাড়িওয়ালা, দালাল, সর্দারনী সবার বৃত্তান্তের পাশাপাশি খদ্দেরদের পরিচয়ও বেরিয়ে এসেছে যে, ডোম থেকে শুরু করে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ছাত্র ও বিদেশী পুরুষ সবাই টানবাজারের পতিতা কেন্দ্রগুলোর নিয়মিত খদ্দের। মেয়েরা স্বেচ্ছায় আসেনি, কিন্তু পুরুষ খদ্দেররা তো স্বেচ্ছায়ই যায়। তাই প্রশ্ন, ওই পুরুষগুলো গেলো কোথায়?

এদের পাশবিক প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করার, সংশোধন করার, নিন্দা করার, শাস্তি দেয়ার, তাদের তওবা করানোর কোনো উদ্যোগ বা প্রস্তাব পতিতা পুনর্বাসন নাগরিক কমিটি বা সরকারের কেন নেই, সেটাই বড় প্রশ্ন।

পতিতারা স্বেচ্ছায় আসেন না। দালালরা নিয়ে আসে। দেশের ভেতরে এটাও নারী পাচারের অপরাধ। বাড়িওয়ালা ও খদ্দেরদের চাহিদাকে পুঁজি করে দালালরা দেশের ভেতরে নারী পাচারের চক্র গড়ে তুলেছে। দালালরা পুরুষ খদ্দেরদের লালসা মেটাতে মোটা টাকার বিনিময়ে নারীদের সুস্থভাবে বাঁচার স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। এসব খদ্দের ও দালালদের সঙ্গে পুলিশ, প্রশাসন, এফিডেভিট করাবার আইনজীবী, অবৈধ মদের ব্যবসায়ী সকলেই পর্যায়ক্রমে

জড়িত থাকে। এখন পর্যন্ত এরা সকলেই ভোগী পুরুষ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। পতিতা কেন্দ্রে ঢোকাবার আগে দালাল নিজে এবং পর্যায়ক্রমের সকলেই মেয়েটিকে বিনে পয়সায় ভোগ করে নিতে তৎপর থাকে। তাই নেপথ্যচারীদের ভূমিকাই এ ক্ষেত্রে প্রধান। অথচ তাদের উচ্ছেদের বিষয়ে কোনো পদক্ষেপই নেয়া হচ্ছে না।

নারী পাচার বিরোধী আইন আছে। কিন্তু দুএকবার দেশের বাইরে নারী পাচারের অপরাধে দুএকজন দালাল ধরা পড়লেও পুলিশ প্রশাসনের কারসাজিতে এই দালালচক্র ধরা পড়ে না। বরং চাঁদা আর টাকা দিয়ে ওরা বহাল তবিয়তে পুলিশের জানার মধ্যেই নারী ব্যবসা করে যাচ্ছে। আইনজীবীরা এফিডেভিটের কাজে সাহায্য করছেন। থানা পুলিশ নাম তালিকাভুক্ত করছে ও তদারকির নামে অবৈধ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে। এসবই রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসেবেই বরাবর চলে আসছে।

কবি সুফিয়া কামাল পাকিস্তান শাসনামলে নারী আন্দোলন থেকে সরকারের কাছে প্রস্তাব তুলেছিলেন, পতিতা পুনর্বাসনের উদ্যোগ রাষ্ট্রীয়ভাবে নেয়া হোক। সে সময়ের সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেছিলেন, পতিতা কেন্দ্রগুলো হচ্ছে বাড়ির নোংরা পানি, ময়লা বেরিয়ে যাওয়ার ড্রেনের মতো। এসব তুলে দিলে দেশের নোংরা প্রবৃত্তির মানুষগুলোর নোংরামি কিভাবে চরিতার্থ করা হবে? তাই পতিতা কেন্দ্র উচ্ছেদ করা ঠিক হবে না। এটাই ছিল সে সময়ের রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ও পরোক্ষ মদদে পতিতা কেন্দ্র চালু থাকার ব্যবস্থা।

বাংলাদেশে পতিতাবৃত্তির রাষ্ট্রীয় মদদ ও অনুমোদনের ব্যবস্থাটি সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। সংবিধানের ১৮ নং ধারার (২) উপধারায় রয়েছে গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ১৯৮৫ সালে ও ১৯৯১-৯২ সালে দুবার এবং সম্প্রতি কয়েকবার পতিতা পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পতিতা উচ্ছেদ এর জবরদস্তি কাজটি হচ্ছে। পতিতাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রে, নয় তো নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে। যৌনকর্মী নারীরা মূল ভুক্তভোগী থাকছে সব সময়। এরা কাজ চায়, কাজ করে অভাবী সংসারের মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তানদের বাঁচাতে চায়। সেই কাজের সংস্থানের জন্য সরকার বা রাষ্ট্র কী ব্যবস্থা নিয়েছে সেটাই জানা যাচ্ছে না।

মনে রাখতে হবে, টানবাজারের কয়েক হাজার যৌনকর্মীর অধিকাংশই কিশোরী। টানবাজার ছাড়াও সারাদেশে রয়েছে বহু পতিতাপল্লি। এদের জন্য সরকার কী পরিকল্পনা নিচ্ছে, পুনর্বাসন অর্থে কী বুঝাচ্ছেন তা জানা যায়নি

এখনো। তাছাড়া প্রতিনিয়ত অভাবী সংসারের দায় নিয়ে কাজের খোঁজে শত শত হাজার হাজার মেয়ে দালালের শিকার হচ্ছে। এই শিকার করার পথ বন্ধ করতে না পারলে, দালাল ও খদ্দেরদের কঠোর সাজা আইন প্রয়োগ না করে পতিতাদের তওবা পড়াবার একতরফা শাস্তির ব্যবস্থাটি রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক কার্যকর ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত হলে এটাই চলতে থাকবে সারা দেশময়। সংশ্লিষ্ট খদ্দের, দালাল, পুলিশ, আইনজীবী, আইন প্রশাসন নিরাপদ দূরত্বে থেকে মজা দেখবেন।

যেমন মজা দেখেছেন তারা এরশাদ আমলে। কিশোরী শবমেহেরের হত্যাকাণ্ডকে (এপ্রিল '৮৪, টানবাজারে) কেন্দ্র করে নারী আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদের ফলে মহিলা ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া পদক্ষেপ নিয়েছিলেন পতিতাদের ভবঘুরে কেন্দ্রে পুনর্বাসনের। ১৩৮ জনকে সে সময় কিছুদিন আশ্রয় ও দিনপ্রতি ৬.৫০ টাকা হারে খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন সরকার। কিন্তু একদিন প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও মন্ত্রী রাবেয়া ভূইয়া ওই পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন করতে গেলে তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হন তারা। সে সময় সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর এ বিষয়ে জরিপ, গবেষণা ও চিকিৎসা বিষয়ক উদ্যোগ নিয়েছিল। তারপর সবকিছুর সেখানেই শেষ।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ থেকে তখন শবমেহের (এপ্রিল '৮৫ সাল) হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে আমরা লড়াই করেছিলাম। বহু নারী কর্মী, আইনজীবী, সাংবাদিক, নাগরিকবৃন্দ এই মামলায় সহযোগিতা করেছেন। টানবাজারের বাড়িওয়ালা দৌলত খানের প্রত্যক্ষ মদদে পতিতাবৃত্তিতে ধরে আনা তীব্র অনিচ্ছুক, প্রতিবাদী শবমেহেরকে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতন করার পর মৃতপ্রায় অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছিল। জনৈক শুভানুধ্যায়ী শবমেহেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রেখে যায়। শবমেহের ৯ এপ্রিল '৮৫ তারিখে মারা যায়। মামলায় দৌলত খান অভিযুক্ত হয়েও সাক্ষীর অভাবে ছাড়া পেয়ে যায়। সে সময়ে আমরা সকলেই সেই মামলার ইতিবাচক রায়ের খুব আশা করেছিলাম। কিন্তু সর্দারনি ছাড়া আর কেউ সাজা পায়নি। সেই সময়েই আমরা বলেছিলাম, টানবাজারের বাড়িওয়ালারাই আসল ক্রিমিনাল। তাদের সাজা হওয়া দরকার সবচেয়ে আগে।

আজ ১৩ বছর পর সেই টানবাজারের বাড়িওয়ালারা প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে বলেছে, নারীর সম্ভ্রম নিয়ে যে অবৈধ ব্যবসা তারা করেছেন তার জন্য অনুতপ্ত। বাড়িওয়ালাদের ঐ দৌলত খানের বংশধর আজকের বাড়িওয়ালারা শত শত যৌনকর্মীর সামনে স্বীকার করলেন নারীর সম্ভ্রম নিয়ে তারা অবৈধ ব্যবসা

করেছেন। তাদের ঘৃণ্য অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। ক্ষমা করার কি অধিকার আছে পতিতা পুনর্বাসনে গঠিত নাগরিক কমিটির? সুস্থ সুন্দর জীবন থেকে পাচার করে শত শত কিশোরীকে পতিতাপল্লিতে ব্যবসা করতে বাধ্য করে অবৈধ পথে ধনী হয়ে আজ এরা ক্ষমা চাচ্ছে! এদের শাস্তি দেয়ার কোনো কার্যকর ব্যবস্থাই কোনো সরকার গ্রহণ করেননি। কিন্তু কেন?

বাংলাদেশের নারী আন্দোলন থেকে কখনোই পতিতাবৃত্তিকে সমর্থন জানানো হয়নি। পুনর্বাসনের বিষয়ে বহু পরামর্শ, পরিকল্পনা এবং পতিতা ব্যবসার মূলোচ্ছেদ করার জন্য সর্বত্র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নারীর কর্মসংস্থানের ব্যাপক ব্যবস্থা করার দাবি সব সময়ই জানানো হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় যেসব প্রক্রিয়ায় দালালরা প্রকাশ্যে কিশোরী ও তরুণীদের ধরে নিয়ে আসছে, আদালতে নোটারি পাবলিক ও উকিলদের দিয়ে এফিডেভিট করিয়ে ছাড়পত্র জোগাড় করছে; থানা পুলিশের খাতায় নাম লেখাচ্ছে, পুলিশ সেই খাতা অনুযায়ী তদারকি করছে- সেসব প্রক্রিয়া চালু রেখে শুধু বাড়িওয়ালাদের দিয়ে ক্ষমা চাওয়ালে ও সে সব বাড়ির পতিতাদের যৌনকর্মী হিসেবে নিবৃত্ত করলেই এই সমস্যার সমাধান হবে না।

আজকের সমাজে নারীকে পতিতা, পাপী, দোষী বলে চিহ্নিত করা হয়। যে পুরুষ তাকে পণ্য করে, ভোগ করে, অত্যাচার করে, তাকে নিয়ে দালালি করে, বাড়ি ভাড়ার নামে তাকে শোষণ ও নির্যাতন করে, সেসব বিকারগ্রস্থ পুরুষকে সমাজ ঘৃণা করে না, চিহ্নিত করে না। এই অপরাধী পুরুষরা কাঠগড়ায় দাঁড়ায় না, তাদের কোনো শাস্তি হয় না। সেই মেয়েদেরই দাঁড়াতে হয় কাঠগড়ায়, সমাজের সামনে, যারা অভাবী, যারা অসহায়, যারা নিঃস্ব।

প্রথম আলো
১২-৭-৯৯

‘আমার সাধ না মিটিল...’

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১

আমার বয়স তখন ১১ কিংবা ১২- এক ছুটিতে নানাবাড়ি বেড়াতে গেছি। নানাবাড়ির কাছেই একটা বড়ো বাজার। একদিন সন্ধ্যেবেলা সেই বাজারের কাছাকাছি একজন আত্মীয়ের বাসায় যাচ্ছি, সঙ্গে সমবয়েসী আরো কয়েকজন। বাজারের কাছাকাছি এসে লোকজনের ভিড়ের কারণেই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, আমি দলছুট হয়ে গেলাম। একা হেঁটে হেঁটে হঠাৎ একটা আধো অন্ধকার নির্জন জায়গায় হাজির হয়েছি, চারপাশে খুপরির মতো ছোট ছোট ঘর মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা। ছোট ছোট ঘরের সামনে নানা বয়েসী মেয়েরা বসে আছে। খোলা জায়গাটার মাঝামাঝি একটা বাঁশ পুঁতে রাখা আছে সেই বাঁশে মাথা হেলান দিয়ে লাল শাড়ি পরা একটি মেয়ে গান গাইছে। সন্ধ্যেবেলার আধো আলো আধো ছায়াতে সেজেগুজে থাকা মেয়েটিকে কেমন যেন অবাস্তব মনে হচ্ছিল। সিনেমা-টেলিভিশনে কিংবা মঞ্চে মেয়েরা গান গায়- কিন্তু একটি বাঁশে মাথা হেলান দিয়ে অত্যন্ত দুঃখী বিষন্ন গলায় হাহাকার করা সুরে আমি কখনো কাউকে গান গাইতে শুনিনি। গানের কথাগুলো আমার সুপরিচিত, ‘আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল।’ এর আগেও বহুবার আমি এই গান শুনেছি কিন্তু সেই সন্ধ্যেবেলা বিষন্ন করুণ গলায় মেয়েটির গান শুনে আমার বুকের ভেতরে এক বিচিত্র শূন্যতা এসে ভর করলো। কারণ আমি বুঝতে পারলাম, এই মেয়েটির জীবনে সত্যিই তার সাধ কখনো মিটিবে না, আশা পূর্ণ হবে না। গান গাইতে গাইতে মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ আমাকে দেখতে পেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ করে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম কিছু একটা নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলেছি- সেটি কী জানি না, আমি তখন ছুটে সেখান থেকে বের হয়ে এলাম। বাইরেই আমার সমবয়েসীরা দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে বের হতে দেখে হি হি করে হেসে বললো, দ্যাখ দ্যাখ কতো বড়ো গাধা, বেশ্যাপাড়ায় ঢুকে গেছে! তারপর বহুদিন পার হয়ে গেছে। আমরা যাদের পতিতা বা গণিকা বা বারনারী কিংবা ইদানীংকার ভাষায় যৌনকর্মী বলি, তাদের সঙ্গে কখনই আমার দেখা হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি আমার সুদীর্ঘ জীবনে তাদের জীবন সম্পর্কে আমি যেটুকু জানতাম, গত কয়েক সপ্তাহে শুধুমাত্র খবরের কাগজ পড়ে আমি তার থেকে অনেক বেশি জেনেছি। কিন্তু যতোবার এই বিশেষ জীবিকার

মেয়েদের কথা পড়েছি আমার শৈশবের সেই স্মৃতির কথা মনে পড়েছে, আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি একটি দুঃখী মেয়ে করুণ সুরে গান গাইছে, 'আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল ...।' এর চেয়ে বড়ো সত্যি কথা আমি আমার জীবনে কখনো শুনেছি বলে মনে হয় না।

২

আমি আমার জীবনে যে কয়টি অত্যন্ত দুঃখের ঘটনা শুনেছি তার একটি হচ্ছে এ রকম (আমি যুক্তরাষ্ট্র থাকাকালীন খবরের কাগজে এই ঘটনাটির কথা পড়েছিলাম) একজন মানুষ একটি মিথ্যা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ে জেলখানায় যায়- তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মানুষটি জেলখানায় থেকে অনেকবার নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে কিন্তু প্রমাণ করতে পারে না। এভাবে একদিন একদিন করে সুদীর্ঘ ৪০ বছর কেটে যায় এবং হঠাৎ একদিন কিভাবে জানি মানুষটি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে যায়। মানুষটিকে মুক্তি দেওয়া হয়- ২৫ বছরের যুবক জেলখানা থেকে বের হয়ে আসে ৬৫টি বছরের বৃদ্ধ হয়ে। বাইরে এসে সে আবিষ্কার করে এই মুক্ত পৃথিবীতে সে একেবারেই অপরিচিত, একেবারেই একা। বৃদ্ধ মানুষটি আবার ফিরে যায় তার পুরোনো জেলখানায়। হাত জোড় করে কাতর গলায় জেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে তাকে জেলে আটকে রাখতে- বাইরের মুক্ত পৃথিবীতে সে আর থাকতে পারবে না! যদি সেখানে থাকতে হয় সে পাগল হয়ে যাবে। জেল কর্তৃপক্ষ সেই মানুষটিকে তার বাকি জীবনে জেলখানায় আটকে রেখেছিল- তার প্রতি অনুগ্রহ করে, তার প্রতি ভালোবাসায়।

আমি যখন এই সত্য ঘটনাটি পড়েছিলাম মনে হয়েছিল এটি একটি অমানুষিক দুঃখের ঘটনা। গত কয়েক সপ্তাহ খবরের কাগজে যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের কথা পড়ে আমি আবার সেই একই ধরনের অনুভূতির সম্মুখীন হয়েছি, মনে হয়েছে পুনর্বাসনের জন্য জোর করে ধরে আনা প্রত্যেকটি মেয়ে যেন ভুল বিচারে শাস্তি ভোগ করা এক একজন মানুষ। অমানুষিক একটি অবস্থায় কষ্ট ভোগ করতে করতে এক সময় সেই অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নিয়ে তারা অভ্যস্ত হয়ে যায়। যখন সেই অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে তাদের সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়, তাদের কাছে আর সেটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না! এই ব্যাপারটিতে যে একটি খুব কষ্টের ব্যাপার আছে সেটা কি কারো চোখে পড়ে না!

৩

আমরা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত স্বার্থপর একটি শ্রেণী। 'যৌনকর্মী' বলে যে দুঃখী মেয়েদের কথা খবরের কাগজে ছাপা হয় তাদের জন্য আসলে আমাদের ভেতরে কোনো মায়া নেই। চিড়িয়াখানার একটি বাঘ মারা গেলেও আমাদের মনে দুঃখ হয়। কারণ ছুটির দিনে আমরা বাচ্চাদের হাতে ধরে সেই বাঘটিকে দেখে এসেছি- আমাদের সঙ্গে তার কোনো এক ধরনের যোগাযোগ আছে। কিন্তু একজন যৌনকর্মীর সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই- সম্পূর্ণ অন্ধকার একটি জগতে অবিশ্বাস্য এক ধরনের অমানবিক জীবনযাপন করে তারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিয়ে এসেছে। আমরা একবারও তাদের কথা চিন্তা করিনি। আমরা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা দেশের জরুরি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালোবাসি- রাজউকের জমি বন্টন, মিগ-২৯ বিমান ক্রয়, ওসমানী উদ্যানের গাছ কাটা, ব্যান্ড গায়কের ভুল সুরে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা দিনের পর দিন আলোচনা- সমালোচনা করতে থাকবো এবং কয়েক হাজার দুঃখী মেয়ে এই পৃথিবীর সবচেয়ে অন্ধকার জগতের তালিকা থেকেও এক সময় হারিয়ে যাবে। তাদের জীবন নিয়ে আমাদের কারো মাথা ব্যথা নেই- একটি পল্লী উচ্ছেদ করার পর ভাসমান অবস্থায় তারা কতোটুকু পরিবেশ নষ্ট করবে, রোগশোক ছড়াবে সেটুকু নিয়ে আমাদের চিন্তা নেই। আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, এই পৃথিবীতে তাদের মানুষের অধিকার নেই, মানুষের সম্মান নেই। তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ পুনর্বাসনের নামে এই ভয়ঙ্কর অমানবিক ঘটনাটি। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো অধিকার হচ্ছে সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার অধিকার। এই দুঃখী মেয়েদের বেলায় সেই ভালোবাসার অধিকারটুকুও ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। পুনর্বাসন কেন্দ্রের ভেতরে মা অশ্রুরুদ্ধ হয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, সেখানে তার ছোট মেয়েটি আকুল হয়ে কাঁদছে (২৯ জুলাই ডেইলি স্টার), তাকে একটি বার স্পর্শ করার অধিকার নেই- এই পৃথিবীতে এর থেকে বড়ো নৃশংসতা আর কী হতে পারে? আমার বড়ো জানতে ইচ্ছে করে, বাংলাদেশের মায়েরা সেই দৃশ্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারেন, নাকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মতো ২ কোটি টাকার চেক লিখে সকল দায়িত্ব শেষ বলে বিশ্বাস করতে পারেন!

৪

যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের এই কর্মসূচিকে আমি সৎ এবং আন্তরিক কর্মসূচি বলে বিশ্বাস করি না। ২৩ জুলাই সাপ্তাহিক ২০০০-এ টানবাজার রাজনীতি নিয়ে যে

অংশটুকু লেখা হয়েছে সেখানে শামীম ওসমান, জাকির খান এই ধরনের মানুষদের কার্যকলাপের যে তথ্য ছাপা হয়েছে সেগুলো পড়লে হঠাৎ করে মানুষের ওপর বিশ্বাস উঠে যেতে চায়। যৌনকর্মীদের অনুষ্ঠানে ধরে এনে তওবা করিয়ে ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা পড়লেই বোঝা যায় প্রকৃত ব্যাপারটির গুরুত্বটুকু বোঝার জন্য কারো কোনো আগ্রহ নেই। সারা বাংলাদেশেই এ ধরনের পল্লী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিন্তু শুধুমাত্র ঢাকা শহরের মেয়েদেরকেই কেন পুনর্বাসন করার জন্য এতো ব্যস্ততা? আসলে এই এলাকায় এক ধরনের রাজনীতি হচ্ছে এবং এবারে সেই রাজনীতির জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে এই দুঃখী মেয়েগুলোকে। যাদেরকে পুনর্বাসন করার চেষ্টা করা হচ্ছে তারা এই কর্মসূচিকে বিশ্বাস করে না, কোনো নারী সংগঠন, কোনো সচেতন মানুষ, কোনো পত্রপত্রিকা এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে বিশ্বাস করে না- তাহলে প্রহসন করার জন্য এই দুঃখী মানুষকে কেন বেছে নেওয়া হলো? প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ২ কোটি টাকা ভাগাভাগি করাই কি এর উদ্দেশ্য?

৫

পত্রপত্রিকায় পড়ে এবং যারা এই ধরনের ব্যাপারে দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছেন তাদের সাক্ষাৎকার থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে এসেছে, জোর করে একটা পতিতাপল্লী উচ্ছেদ করে কিংবা কয়েকজনকে জোর করে ধরে এনে জেলখানার মতো একটা জায়গায় বন্ধ করে রেখে এতো বড়ো একটি সমস্যার সমাধান করা যায় না। যে দেশে ট্রাফিক আইনের মতো জিনিস চালু করা যায় না, যানজট দূর করা যায় না বা সংসদে সাংসদের অশালীন ভাষায় গালিগালাজ বন্ধ করা যায় না, সেই দেশে কয়েক সপ্তাহে এতো বড়ো একটা সমস্যার সমাধান করে ফেলবে, সেটি নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাস করে না। একটা অনুষ্ঠানে জোর করে কয়েকজন যৌনকর্মীকে এনে তওবা করিয়ে দেওয়ার ঘটনাটি দেখে হঠাৎ করে বোঝা যায় এর মাঝে এক ধরনের লোক দেখানো ব্যাপার রয়েছে। কয়েক হাজার যৌনকর্মীর মাঝে মাত্র কয়েকশ যৌনকর্মীকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে আনা গেছে এবং খবরের কাগজের সংবাদ অনুযায়ী প্রায় সবাইকেই জোর করে ধরে আনা হয়েছে- এর পরও কি কর্তৃপক্ষ তাদের কর্মসূচির সাফল্য বিশ্বাস করছেন?

যারা সত্যিকার অর্থে এই দুঃখী মেয়েদের মঙ্গল কামনা করেন, সেইসব নারী সংগঠন, সচেতন মানুষ, সমাজকর্মীকে নিয়ে কয়েক বছর এমনকি প্রয়োজনে কয়েক দশকের একটি পরিকল্পনা নিয়েও তারা যদি অগ্রসর হতেন, আমার ধারণা সমস্যাটিকে তার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হতো। পুনর্বাসনের

নামে এই দুঃখী মেয়েগুলোর জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তাদের প্রতি অবহেলা দেখানো ছাড়া তো আর কিছুই হয়নি।

৬

কিছুদিন আগে আমি গাড়ি করে যাচ্ছি। রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ গাড়ি দাঁড়া করিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুল বিক্রি করার জন্য নানা বয়েসী মেয়ে গাড়িগুলোর কাছে ছুটে এসেছে। তখন ট্রাফিক আইল্যান্ডে একটি দৃশ্যের দিকে আমার চোখ পড়লো। ১০-১২ বছরের একটি মেয়েকে একটি মানুষ আদর করছে, সেই আদর করার মাঝে এমন একটি কিছু ছিল যে, আমার চোখ সরিয়ে নিতে হলো। সারা বাংলাদেশে এ রকম কতোজন মেয়ে আছে? অবধারিতভাবে এই মেয়েদের একটা বড়ো অংশকে এই দুঃখী জীবিকার মাঝে ঠেলে দেওয়া হবে এবং একদিন সমাজকে দূষিত করে ফেলছে বলে তাদেরকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর আমরা আবার আমাদের চোখ সরিয়ে নিয়ে ওসমানী উদ্যানের বৃক্ষ, মিগ-২৯, ভুল সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার মতো জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো! এর পরে নিজের ওপর যদি নিজেদের ঘেন্না ধরে যায় তাহলে কি খুব দোষের ব্যাপার হবে?

৭

যৌনকর্মীদের উচ্ছেদের সূত্র থেকে এই দুঃখী মেয়েদের জীবনের অনেক ঘটনা ইদানীংকার খবরের কাগজে বের হয়ে এসেছে। তারা কিভাবে এই জীবনে এসেছে, সেই কাহিনী প্রায় সব সময় এতো অবিশ্বাস্য রকম নিষ্ঠুর যে, হঠাৎ করে মানুষের মনুষ্যত্বের ওপর অবিশ্বাস এসে যেতে চায়। আবার চরম অবমাননাকর জীবনের মাঝে থেকেও তারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে আপনজনকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, সেটি পড়ে হঠাৎ এই মেয়েগুলোর জন্য এক ধরনের গভীর সহানুভূতির জন্ম হয়। একটি মেয়ে তার সন্তানদের বলেছে সে শহরে গার্মেন্টসে কাজ করে- শহর থেকে সে টাকা পাঠাচ্ছে, সেই টাকায় সন্তান পড়াশোনা করে মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছে- এই মানবিক ঘটনাগুলো পড়ে আমি নিজে হঠাৎ করে এই দুঃখী মেয়েদের জীবনের নতুন একটি দিক আবিষ্কার করেছি।

আমার বড়ো বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, মনুষ্যত্বের এই চরম অবমাননা দূর করার জন্য সত্যিকারের মানুষেরা একদিন এগিয়ে আসবে। ঢাকঢোল পিটিয়ে নয়, পত্রিকায় ছবি ছাপিয়ে এবং বিবৃতি দিয়ে নয়, তারা আসবে মানুষের জন্য

মানুষের ভালোবাসা নিয়ে, মানুষের জন্য মানুষের সম্মান নিয়ে। আমি সেই দিনের জন্য এবং সেই মানুষগুলোর জন্য অপেক্ষা করে থাকবো।

ভোরের কাগজ
৭-৮-৯৯

পতিতা প্রসঙ্গ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা

আয়শা খানম

সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায়, সমাজে নারীর পতিত হওয়া কিংবা পতিতাবৃত্তির উৎপত্তি, বিকাশ এবং দীর্ঘকাল ধরে এই সামাজিক সমস্যা বিরাজমান থাকার রয়েছে গভীর চিন্তনীয় মর্মন্তুদ ইতিহাস। মানব সভ্যতার আদি পীঠস্থান গ্রীস রোমের নগর রাষ্ট্র থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এসে একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও এই সমস্যার মোকাবিলা আমরা করছি।

কেবলমাত্র বাংলাদেশের আমরাই নই, সারা বিশ্বেই নারী আন্দোলনে, মানবাধিকার আন্দোলনে এই বিষয়টি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আমি এ বিষয়ে এর কারণ, উৎস, বিকাশের ইতিহাস বা বিতর্কের বিষয়ে বিশেষ বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। দৈনিক কাগজের পাতায় সম্ভবও নয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এ বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা, মতামত আসছে বলেই নারী আন্দোলনের একজন সামান্য কর্মী হিসেবে আমার সীমিত ধারণা থেকে দু'একটি কথা বলার চেষ্টা করছি।

আমার মতে পতিতাবৃত্তি মানব সভ্যতার এক চরম নেতিবাচক দিক। সমাজ সভ্যতার ভারসাম্যহীন বৈষম্যমূলক শোষণমূলক বিকাশের একটি বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এর মধ্য দিয়ে। আর্থিকভাবে, সামাজিকভাবে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে নারী পুরুষের মাঝে বিরাজমান বৈষম্যের এক শোচনীয় পরিণতি পতিতাবৃত্তি। পতিবাবৃত্তির গোড়ার কথা জানতে হলে আমাদের জানতে হবে কি করে নারী সমাজ বিকাশের একটি পর্যায়ে এসে পুরুষের তুলনায় অধঃনমিত অবস্থানে চলে এলো এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে শোষণমূলক একটা অবস্থায় পড়ে গেল। কিভাবে ধীরে ধীরে সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিধিব্যবস্থা গড়ে উঠল, যেখানে নারী একজন ভোগ্যপণ্য, নারী কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। কিভাবে অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা ও সামাজিক-পারিবারিকভাবে বৈষম্যমূলক ও শোষণমূলক অবস্থানের কারণে নারী ভোগের সামগ্রীর মতো ব্যবহৃত হতে থাকে। নারীর এই অধস্তনতার ইতিহাস ও কারণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে পতিতাবৃত্তির মতো সামাজিক সমস্যার কারণ ও ইতিহাস। পতিতা, গণিকা, দেহজীবী, দেহপসারিণী, বারবণিতা বর্তমানকালে যৌনকর্মী- যে নামেই ডাকা হোক না কেন, মূলে এটাই বিষয়, নারীর ওপর যৌনদাসত্ব, আর এই দাসত্ব নারীর ওপর সমাজ সংসারের চাপিয়ে দেয়া। পুরুষ

এর সাথে সরাসরি যুক্ত। পুরুষের ভূমিকা থাকলেও পুরুষের কোনো দায় বা দায়িত্ব নেই। সমাজের চোখে সে চিহ্নিত নয়, নির্দিষ্ট এলাকায় চিহ্নিত থেকে সমাজ বা পরিবার থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন অনিশ্চিত, অসম্মানকর জীবনযাপন করতে হয় না। কিন্তু নারীকে অনেক গ্লানি, অবমাননা, লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। চরম অনিশ্চিত জীবন ও সকল প্রকার অধিকারহীন ভবিষ্যত নিয়ে নারীকে থাকতে হয়। সময় বিশেষে কখনও কখনও নারীকেই অপরাধ স্বীকার করে মাফ চাইতে হয়। পুরুষ অপরাধী নয় সুতরাং মাফ চাওয়ার কোনো বিষয় নেই।

বিচিত্র সমাজ ও সভ্যতার ব্যবস্থা! সমাজ সভ্যতা শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশের সাথে সাথে বিশেষ করে নারীর ন্যুনতম মৌলিক মানবিক অধিকারের ধ্যান ধারণা আন্দোলনের বিকাশের সাথে সাথে পতিতা বলা ঠিক কি না সে প্রশ্ন এলো। প্রশ্ন এলো কেন কতিপয় নারী পতিতা? কারা পতিত করল তাদের? কিভাবে কোনো কারণে পতিতা হলো? সমাজ, অর্থনীতি সমাজের বিধি-নিষেধ, শোষণ বঞ্চনাই যদি এর মূল কারণ তা হলে শুধুই চিহ্নিত কতিপয় নারী কেন? যারা বা যে ব্যবস্থা এর জন্য দায়ী তাদের বা সেই ব্যবস্থার কি হবে? আলোচনা, গবেষণা, তর্ক-বিতর্ক, মতবাদ ও চিন্তাধারার বিভিন্ন স্রোত আজ পর্যন্ত চলে আসছে। কেউ বলছেন, Prostitute নয় Women in Prostitution, পতিতা নয় পতিতাবৃত্তিতে নারী, বলা হচ্ছে দেহ ব্যবসা -- কেউ বলছেন দেহজীবী ইত্যাদি। বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশেষ করে আশির দশক থেকে বলা হচ্ছে যৌনকর্মী নব্বইয়ের দশকে নারী অধিকার সম্পর্কিত অনুষ্ঠিত প্রায় সব কটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে, জাতিসংঘ ঘোষণায় যৌনকর্মী হিসাবেই তাদের বলা হচ্ছে। তবে এ বিষয়ে শক্তিশালী ভিন্ন মতও রয়েছে অবশ্য আজও পর্যন্ত। পশ্চিমে এ বিষয়টি নিয়ে অনেক জরুরি বিষয় হিসেবে আলোচিত হচ্ছে এবং তর্ক-বিতর্ক, গবেষণা ও আন্দোলন গড়ে উঠেছে। বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন (ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত, ১৯৯৩) চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে এ বিষয়ে কথা হয়েছে এবং কথা চলছে। বাংলাদেশে কখনও এই বিষয় নিয়ে ব্যাপক বিস্তারিত পরিসরে আলোচনা বা মত বিনিময় বা তর্ক-বিতর্ক হয়নি। তবে নারী আন্দোলনের পক্ষ থেকে এই সমস্যাটির বিষয়ে বক্তব্য, সুপারিশ ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে মতামত তুলে ধরা হয়েছে। কেবলমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশের নারী সংগঠন বা নারী আন্দোলন নয়, স্বাধীনতাপূর্ব পাকিস্তানি আমল এবং ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি গড়ে ওঠা নারী আন্দোলনের পক্ষ থেকেও সুপারিশ এসেছে। যেহেতু বিষয়টি নারীর মানবিক অধিকার ও মর্যাদার সাথে জড়িত সে জন্য গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল নারী কর্মীদের সর্বদাই এ বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হয়েছে, কথা বলতে

হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন ও সুপারিশ পেশ করা হয়েছে। যেমন আশির দশকে শবমেহেরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কিছুটা আলোচনা, কথাবার্তা এবং আন্দোলন হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সর্বদাই এই নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের দাবি ও সুপারিশ করা হয়েছে, সরকার, রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে। আমার মতে যেসব নারী অর্থনৈতিক সামাজিক পারিবারিক শোষণ নির্যাতনের শিকার হয়ে অনন্যোপায় হয়ে বাধ্য হয় দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে, তারা প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের দাসত্বের করুণ শিকার হয়। এই যৌন দাসত্ব কোনো সুস্থ সম্মানজনক মানবিক পেশা হতে পারে না। মানব সমাজ ও সভ্যতাকে ভাবতে হবে, ভাবতে হবে সচেতন নারী পুরুষ উভয়কেই এবং গভীর, জটিল মানবিক সামাজিক সমস্যার সম্মানজনক স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। তবে বর্তমানে যাতে এ ক্ষেত্রে নতুন মানুষ আর যুক্ত হতে না পারে তার জন্য নারীর ব্যাপক স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা নিতে হবে এবং ইতোমধ্যেই যারা এই ধরনের শোষণের চক্রজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে তাদের পুনর্বাসন করতে হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে এই পুনর্বাসন হতে হবে। আমি আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মনে করি এবং এই অমানবিক পাশবিক যৌন দাসত্বের শিকার নারীদের পুনর্বাসনকে সমর্থন করি। তাদের অর্থনৈতিক- সামাজিক পুনর্বাসনের সুপারিশও বিভিন্ন সময়ে পেশ করেছি। সামাজিক ও মানবিক দায়বোধ থেকেই এই পুনর্বাসনের সুপারিশ ও দাবি। তাই সঙ্গত কারণেই পতিতা পুনর্বাসন কর্মসূচির ভাবনাকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। তবে শতাব্দীরও অধিকাল ধরে বিরাজমান সমাজ ও সভ্যতার এই সঙ্কট সমাধানের জন্য এবং বিশেষ করে সঙ্কটের শিকার নারীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া কেমন হতে পারে এ বিষয়ে আমার নিজস্ব কিছু ভাবনা ও কতিপয় সুপারিশ রয়েছে যেমন:

১. পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে আশু ও সদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নেয়া এবং সে জন্য নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র, সমাজসেবা মন্ত্রণালয় এবং নারী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব (বিশেষ করে যাদের এই ধরনের পুনর্বাসন কাজের অভিজ্ঞতা আছে তাদের) নিয়ে পুনর্বাসন কমিটি গঠন করা।

২. টাস্কফোর্স গঠন করা, জরিপ ও গবেষণা করে তাদের সর্বমোট সংখ্যা, তাদের কর্মসংস্থানের জন্য কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, কর্মসংস্থান কি ধরনের হতে পারে তা নির্ণয় করা।

৩. বিকল্প পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং কয়টি কেন্দ্র প্রয়োজন, তা আছে কি না, না থাকলে সেই কেন্দ্র স্থাপন করা, যাদের এই কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে তাদের এ বিষয়ে বিশেষ সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া অর্থাৎ বিকল্প পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হওয়া।

৪. প্রয়োজনে বিশ্বের অন্য কোনো দেশের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা জানা না থাকলে সেই অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা এবং দেশের বাস্তবতা মতো বাস্তব কাজে অনুসরণ করা যেতে পারে।

৫. পুনর্বাসন কেন্দ্রের সাথে বিশেষ শিল্প-কারখানা স্থাপন এবং সেই ধরনের শিল্প-কারখানা স্থাপন যেখানে তারা শুরু থেকেই যার যার ক্ষমতা ও যোগ্যতা মতো কাজ শুরু করে দিতে পারে এবং অর্থ উপার্জন করতে পারে। তবে এই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কমপক্ষে এক বছর বা ৬ মাস সময় হাতে নিয়ে কারখানা শুরু করে তারপর পুনর্বাসন কাজ শুরু করা। এ বিষয়ে অন্য আরও অর্থকরী পরিকল্পনা ভাবা যেতে পারে। তবে অর্থকরীভাবে পুনর্বাসন কাজটি মূলত জরুরি।

দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যমান পতিতালয় ও পতিতাবৃত্তিকে কেন্দ্র করে একটি স্বার্থান্বেষী চক্রও গড়ে উঠেছে, যেমন দালাল, সর্দারনী, স্থানীয় বাড়িওয়ালা, আশপাশের ব্যবসায়ী ও অনেক ক্ষেত্রেই প্রশাসন তথা বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি অংশ জড়িত আছে। এদের স্বার্থ চক্রটিও বিচ্ছিন্ন করে বিলোপ করতে হবে ।

এসব কাজই সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে প্রয়োজনীয় সময় হাতে নিয়ে করতে হবে। অবশ্যই কোনো না কোনো সরকারকেই করতে হবে। তবে এই জটিল পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র ও সমাজ সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

কোনো প্রকার জবরদস্তিমূলক পদ্ধতি বা ব্যবস্থার ভিত্তিতে নয়, তুলনামূলক উন্নত ও নিশ্চিত জীবন ব্যবস্থা করা হবে- এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ করে পুনর্বাসন কাজ করা প্রয়োজন। না হয় যে মহান মানবিকতা বোধ ও যে উন্নত সামাজিক দায়বোধ থেকে এই জটিল দায়িত্ব পালন করতে যাওয়া সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, প্রতিপদে বিভিন্ন পদক্ষেপে লঙ্ঘিত হবে সমাজ সভ্যতার এক ধরনের অভিশাপের শিকার এই নারীদের ন্যুনতম অধিকার। পুনরায় আরেক ধরনের নির্যাতন ও নিরাপত্তাহীন ব্যবস্থার মাঝে পড়বে এবং নানাভাবে অত্যাচারিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়ে যাবে। তাই আমার মতে, মনুষ্যত্বের জন্য চরম অবমাননাকর পরিস্থিতির শিকার নারীদের পুনর্বাসন কর্মসূচির চিন্তাধারা ও ধারণার সাথে আমি একমত, তবে এই

পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্নমুখী সমস্যা ও উদ্ভতব্য পরিস্থিতি মোকাবিলার পূর্ব প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার কাজ করা দরকার। যাতে মানবতা বার বার পর্যুদস্ত না হয়।

এই প্রক্রিয়ায় আরেকটি বড় প্রয়োজন তা হলো গোটা সমাজের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন। প্রয়োজন নারীর প্রতি একটি গণতান্ত্রিক মানবিক মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টি গড়ে ওঠা। এ ক্ষেত্রে সরকার সমাজ রাষ্ট্র সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। সমাজ রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে সকলের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সচেতন সমাজকে ভাবতে হবে নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে ভাবার ও ব্যবহার করার সকল সুযোগ ও পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর বাস্তব ভিত্তি তৈরি করার জন্য সমস্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নটিও অত্যন্ত জরুরি। নারীকে ভোগ্যপণ্যের পর্যায় থেকে মানব সন্তান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই নারী অধিকার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বলে আমি মনে করি।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১০-৮-৯৯

টানবাজার পতিতাপল্লী উচ্ছেদ ও প্রসঙ্গ কথা

স্বপন নন্দী

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় অন্যতম প্রাচীন এবং অর্থনৈতিক পেশা হলো পতিতাবৃত্তি বা দেহব্যবসা। এই দেহ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত মেয়েদের সমাজে পতিতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আবার এদেরকে যৌনকর্মীও বলা হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে বৃহৎ ব্যবসায়ী কেন্দ্র ও বন্দর এলাকায় পতিতাপল্লী গড়ে ওঠে। তেমনিভাবে আজ থেকে দেড় শতাধিক বছর পূর্বে বন্দর নগরী নারায়ণগঞ্জে গড়ে ওঠে দুটি পতিতাপল্লী। যার একটি টানবাজারে এবং অপরটি নিমতলীতে। এই পতিতাপল্লী দুটোই নারায়ণগঞ্জ শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এর মধ্যে টানবাজার পল্লীটিই বড়ো এবং সেখানে প্রায় ৪ হাজার যৌনকর্মী ছিলো বলে এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে। সম্প্রতি সরকার নারায়ণগঞ্জের টানবাজার পতিতালয়ের যৌনকর্মীদের স্থায়ী পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এদের পুনর্বাসনের জন্য কাজ শুরু করেছে। গত ১৩ জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমসহ ৪ জন মন্ত্রী নারায়ণগঞ্জে গিয়ে এক বিশাল সমাবেশে যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত কর্মসূচির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু যাদের পুনর্বাসন করা হবে অর্থাৎ যৌনকর্মীদের সঙ্গে কোনোরূপ আলাপ আলোচনা না করেই এ প্রকল্প গ্রহণ করায় যৌনকর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় প্রশাসন মন্ত্রীদের সঙ্গে যৌনকর্মীদের সাক্ষাতেরও ব্যবস্থা থেকে বিরত থাকে।

গত ২৩ জুলাই মধ্যরাতে বর্বর পাক বাহিনীর মতো অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্ছেদ করে এ পতিতাপল্লী দুটি। নির্মমভাবে পিটানো হয় যৌনকর্মীদের। লুট করা হয় তাদের জিনিসপত্র। যেখানে সরকার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে সেখানে হঠাৎ করে এভাবে উচ্ছেদ করে ভবঘুরে কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলো কেন এ নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গত ৩০ জুন মধ্যরাতে টানবাজার পতিতা পল্লীতে জেসমিন নামের এক যৌনকর্মী নৃশংসভাবে খুন হওয়ার পর থেকেই পতিতা পল্লী উচ্ছেদের ব্যাপারে স্থানীয় আওয়ামী লীগ সাংসদ একেএম শামীম ওসমান উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথম থেকেই তার এই উদ্যোগ ও সদিচ্ছা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো। টানবাজার পতিতা পল্লীতে যৌনকর্মী জেসমিন হত্যা এবং রাতের অন্ধকারে উচ্ছেদের ঘটনায় স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও যৌনকর্মীদের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আরো

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে দুটি পক্ষ। এক পক্ষ বলছে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় একজন প্রভাবশালী নেতা পতিতাদের পুনর্বাসনের নামে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার খেলায় এ যাত্রা জিতলেন। কেউ আশংকা ব্যক্ত করে বলেছেন, পতিতালয় উচ্ছেদের নামে নারায়ণগঞ্জে রক্তারক্তি শুরু হলো। অপরপক্ষ বলছে, এটা কোনো রাজনৈতিক ঘটনা নয়, এখান থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার কোনো অবকাশ নেই। পতিতালয়ের শহর বলে নারায়ণগঞ্জের যে কুখ্যাতি রয়েছে তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই পতিতাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পতিতাপল্লী উচ্ছেদ করা হলো। স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের মতে, পতিতালয় উচ্ছেদ বা পতিতাবৃত্তি প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম কারণ স্থানীয় রাজনীতি। সূত্র জানায়, পতিতালয়ের ৩টি বৃহৎ বাড়ির মালিক মৃত দৌলত খানের পুত্র জাকির খান। যে নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সভাপতি। এই তিন বাড়ি থেকে তার দৈনিক গড় আয় ছিল প্রায় ১ লাখ টাকা অর্থাৎ মাসে ২৫/৩০ লাখ টাকা। ছাত্রদলের এই প্রভাবশালী নেতা জাকির খানকে আওয়ামী লীগে যোগ দেবার জন্যে আওয়ামী লীগের স্থানীয় প্রভাবশালী মহল দীর্ঘদিন যাবত চাপ সৃষ্টি করে আসছিলো।

কিন্তু জাকির খান রাজি না হওয়ায় ওই প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ মহল থেকে পতিতালয় উচ্ছেদ আন্দোলনে নামে। এ কারণে পতিতাবৃত্তি প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির নেতৃস্থানীয় কেউ ছিলো না। অবশ্য বিরোধী দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের একাধিক মামলা ও অঘটনের সঙ্গে জড়িয়ে আওয়ামী লীগে টেনে নেয়ার একাধিক ঘটনা ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জে ঘটেছে। সিদ্ধিরগঞ্জ ইউপি চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা নুর হোসেন, আদমজী জুট মিলের জাতীয় পার্টি সমর্থিত সিবিএ নেতাদের আওয়ামী লীগের যোগদানের ঘটনা কিন্তু তাই প্রমাণ করে।

২৩ জুলাই মধ্যরাতে পতিতাপল্লী দুটি উচ্ছেদের কারণ যে বাস্তবিক পক্ষেই রাজনৈতিক সে সম্পর্কে ভিন্নমতের অবকাশ নেই। একটি ঘটনায় তারই প্রমাণ মেলে। গত মে মাসে নারায়ণগঞ্জ থানা পুলিশ টানবাজারের দুটি ও নিমতলার ১টি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৯টি মেয়ে উদ্ধার করে এবং এ ব্যাপারে বাড়িওয়ালাদের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হয়। স্থানীয় আওয়ামী লীগের ওই নেতার নির্দেশে পুলিশ এই অভিযান চালায় বলে এলাকাবাসীর ধারণা। পুলিশ যে তিনটি বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিলো সেগুলোর মালিক হলেন স্থানীয় ছাত্রদল নেতা জাকির খান ও যুবদল নেতা বদিউজ্জামান বদু। তাদের প্রশ্ন, যদি নিরপেক্ষ অভিযানই চালাতে হয় তাহলে শুধু বিএনপি নেতাদের বাড়িতে কেনো?

বস্তুতপক্ষে জাকির খানকে আর্থিকভাবে দুর্বল করে দেয়ার লক্ষ্যেই এ চেষ্টা চালিয়েছিলো। কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা তসলিমের বাড়িতেও অপ্রাপ্ত বয়স্ক যৌনকর্মী থাকা সত্ত্বেও সেখানে কোনোদিন তল্লাশি অভিযান চালানো হয়নি।

এদিকে যৌনকর্মী জেসমিন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ছিলো বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কারা এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু না জানা গেলেও পুলিশের ভূমিকা যে রহস্যজনক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে পুলিশ এ হত্যা রহস্য উদঘাটনে মোটেই আন্তরিক নয় এবং এই রহস্যের যবনিকা ঘটলো রাতের অন্ধকারে বর্গীদের মতো হামলা চালিয়ে উচ্ছেদের মাধ্যমে।

জানা গেছে, যৌনকর্মী জেসমিন হত্যাকাণ্ডের রাতে পুলিশ অকস্মাৎ পতিতালয়ে অভিযান চালিয়ে কজন খদ্দেরকে গ্রেফতার করেছিলো। এ ঘটনার আগে টানবাজারে বোমাবাজিও হয়েছিলো- এমনকি কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণও করা হয়। পুলিশী অভিযানের কয়েক ঘণ্টা পর পতিতালয়ে কিভাবে যৌনকর্মী খুন হলো তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ পুলিশী অভিযানের মূল উদ্দেশ্যেই হলো যে কোনো এলাকাকে অপরাধমুক্ত করা। কিন্তু ৩০ জুন রাতে টানবাজারে ঘটলো উল্টো ঘটনা। দেখা গেলো, পুলিশ অভিযানের পরও সেখানে অপরাধীরা থেকেই গেলো। তাহলে কি সে রাতে টানবাজারে বোমাবাজি, গুলি, পুলিশী অভিযান, নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং উচ্ছেদের ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা? অভিযান চালিয়ে পুলিশ কি পতিতালয়ে খুনির আগমনকে নির্বিঘ্ন করতে চেয়েছিলো? অবস্থাদৃষ্টে তাইতো মনে হচ্ছে এবং যৌনকর্মীদের ধারণাও তাই।

টানবাজার পতিতালয় উচ্ছেদ নিয়ে এখনো সেখানে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিশেষ করে গত ৩০ জুন জেসমিন হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশের রহস্যময় ভূমিকা এবং পতিতালয় উচ্ছেদ প্রতিরোধে যৌনকর্মীদের দৃঢ়প্রত্যয় ঘোষণায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিলো। গত ৩ জুলাই পতিতানেত্রী সাথীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে থানায় নিয়ে যাওয়ার পর যৌনকর্মীরা থানা ঘেরাও করে এবং তাদের নেত্রী সাথীকে ছাড়িয়ে আনে। এসব ঘটনাই উচ্ছেদ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।

টানবাজার পতিতালয় উচ্ছেদের প্রচেষ্টা কিন্তু এই প্রথম নয়। জাতীয় পার্টির শাসনামলে কিশোরী শবমেহেরকে জোরপূর্বক দেহব্যবসায় লিপ্ত করার পর তার মৃত্যু ঘটে। তখনও একবার প্রচেষ্টা চলে এই পতিতাপল্লী তুলে দেবার।

দ্বিতীয় দফা উচ্ছেদ প্রচেষ্টা চালানো হয় জাহাঙ্গীর কমিশনারের নেতৃত্বে।

বাড়িওয়ালা ও যৌনকর্মীদের প্রতিরোধের মুখে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এবার যৌনকর্মী জেসমিন হত্যাকাণ্ডকে ইস্যু বানিয়ে উচ্ছেদের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিলো। কিন্তু কাকতালীয় বিষয় হলো কিশোরী শবমেহেরের করুণ মৃত্যুর পর যখন পতিতাপল্লী উচ্ছেদের চেষ্টা করা হয় তখন কিন্তু বর্তমান সাংসদ, যিনি বর্তমানে পতিতালয় উচ্ছেদের বিপক্ষে অবস্থান নেন।

এদিকে যৌনকর্মীদের উচ্ছেদের ব্যাপারে ২১টি এনজিও যৌথভাবে মধ্যযুগীয় বর্বেরোচিত উচ্ছেদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এদের বক্তব্য হলো- পরিকল্পিত পন্থায় এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ২ কোটি টাকা নিয়ে পুনর্বাসন কর্মসূচিতে নামলে তা সফল হবে না। ইতিপূর্বে কুষ্টিয়া শহরে এবং রাজধানীর কান্দুপট্টি পতিতাপল্লী উচ্ছেদ করে যৌনকর্মদের যেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে সমাজকে কলুষিত করা হয়েছে এর দায়-দায়িত্ব কে নেবে- সরকার না সমাজসেবীরা?

এই বাস্তব সত্যি যে, যৌনকর্মীদের শতকরা ৯৮ জনই পুনর্বাসনের আগ্রহী ছিলো না। কারণ এরা সমাজ থেকে প্রতারিত হয়ে এই অন্ধকার পথে পা বাড়িয়েছে । এই সমাজ এদের পতিতা বানিয়েছে। যার জন্য এদের তীব্র ক্ষোভ এই সভ্য সমাজের প্রতি। তাদের এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ পতিতাপল্লীর মধ্যেই ঘটে। যার জন্যে সাধারণ মানুষ এদের দুঃখ কষ্ট বা ক্ষোভের কথা জানতে পারে না। আর সেটাকেই পুঁজি করে উচ্ছেদ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

এক ব্যক্তির রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যা করা হলো তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ইতিমধ্যে সমাজসেবা অধিদফতর থেকে জরিপ চালানো হয়েছিলো। এই জরিপও প্রহসনে পরিণত হলো। কারণ অধিকাংশ যৌনকর্মীই অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত। বাস্তবিক অর্থে পুনর্বাসনের বিষয়টি এদের কাছে বোধগম্য নয়। যার জন্যে ১৮টি প্রশ্ন সম্বলিত ফরম পূরণও ঠিকমতো হয়নি। অভিযোগ রয়েছে যৌনকর্মীরা বলেছে এতে লেখা হয়েছে ভিন্ন কথা। যদিও বাস্তবিক পক্ষে আমাদের দেশে সব জরিপই প্রহসনে পরিণত হয়। কারণ জরিপকারীরাই ঠিকমতো বোঝে না কিভাবে জরিপ কাজ করতে হয়।

তবে এটা ঠিক যে, মানবতা বা নৈতিকতার ধূয়া তুলে টানবাজার পতিতাপল্লী উচ্ছেদে যারা নেতৃত্ব দিলেন তাদের ভূমিকাও স্বচ্ছ নয়। এখানে স্থানীয় রাজনীতি কাজ করছে। আর যার শিকার হয়েছে সমাজের অসহায়, নির্যাতিত, অবহেলিত ও সমাজচ্যুত যৌনকর্মীরা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে এ পেশার পক্ষে। কিন্তু বিকল্প কিছু না করে উচ্ছেদ করাটা কতো বড়ো অমানবিক কাজ হলো সেটা চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমি

মনে করি, সরকার যদি বাস্তবিকই পুনর্বাসনের জন্যে ঐকান্তিক হয় তাহলে এভাবে উচ্ছেদ করে ভবঘুরে কেন্দ্রে না নিয়ে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় এনজিও, পতিতা প্রতিনিধিসহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়েই গোল টেবিল বৈঠকের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার রূপরেখা প্রণয়ন করা উচিত ছিলো। কিন্তু তা না করে মধ্যযুগীয় বর্বরোচিত কায়দায় রাতের আঁধারে দস্যু তস্করের মতো বিশেষ কোনো দল বা নেতার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এদের উচ্ছেদ করে আরো মানবেতর পরিস্থিতিতে ফেলে দেবার কোনো যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না।

আজকের কাগজ
২৭-৭-৯৯

পতিতাবৃত্তি ও নারীর সামাজিক মর্যাদা

সুলতানা ফৌজিয়া রোজী

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার। দেশের একজন নাগরিক সে পুরুষ হোক নারী হোক, শিশু হোক অথবা পতিতা যাই হোক সবারই এ মৌলিক প্রয়োজনগুলো রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু দেখা যায়- পতিতারা তাদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা থেকে সবসময় বঞ্চিত থাকছে। তারাও যে মানুষ, তা স্বীকারই করতে চায় না পুরুষ শাসিত এই সমাজ।

সম্প্রতি স্থানীয় সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির পক্ষ থেকে পতিতা পল্লীর বাড়িওয়ালাদের সাথে বৈঠক করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা ৭ জুলাইয়ের মধ্যে বাড়ি থেকে পতিতাদের তাড়িয়ে দেয়ার জন্য চাপ দেয়। পতিতাদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল। এ নিয়ে টানবাজার পতিতা পল্লীতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় আর এই উত্তেজিত মুহূর্তে খুন হয় জেসমিন নামে একজন পতিতা।

প্রথমে যদি আমরা চিহ্নিত করতে চাই কেন মেয়েরা এই অন্ধকার পেশায় আসে, তাহলে যে বিষয়গুলো সামনে আসে তা হলো ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অনেক মেয়ে এই পেশায় আসছে। কিছু প্রতারিত হয়ে আসে। তাদের বিভিন্ন প্রলোভন অর্থাৎ চাকরির বা বিয়ে দেবার নাম করে অন্যায়ভাবে এই পেশায় নিয়োগ করে একশ্রেণীর অসাধু লোক। কিছু অংশ প্রেমে ব্যর্থ হয়ে চলে আসে এই পেশায়। জীবনকে ভোগ করার জন্য এই নরক জীবন কেউ ইচ্ছে করে বেছে নেয় না।

তবে যে যেভাবেই আসুক না কেন তারা যখন পতিতাবৃত্তিতে নাম লেখায় অর্থাৎ লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়, তখন তারা সরকার দ্বারা স্বীকৃত, তখন সরকারেরই দায়-দায়িত্ব থাকে তাদের জীবনের নিরাপত্তাসহ সমগ্র মৌলিক অধিকারগুলো তারাও সাধারণ মানুষের মতো ভোগ করতে পারে। একজন ব্যবসায়ীর যেমন তার ব্যবসা কেন্দ্রসহ নিজের জীবনের নিরাপত্তা পাবার অধিকার রয়েছে তেমনি একজন পতিতারও রয়েছে অনুরূপ অধিকার। কিন্তু তারা যে সত্যিকার অর্থেই পতি এবং নানারকম ষড়যন্ত্র ও বঞ্চনার শিকার, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু বর্তমান টানবাজার পতিতাপল্লী উচ্ছেদের চেষ্টাই নয় এর আগে ও কান্দুপটি পতিতা নিয়েও ঘটেছে এরকম ঘটনা, হয়েছে ষড়যন্ত্র। একশ্রেণীর

দালাল, বাটপারের সহযোগিতায় প্রায় সাতশ লোকের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছে কান্দুপট্টি পতিতালয়। যারা উচ্ছেদ করেছে তারা ভেবে দেখেনি এরা কোথায় যাবে, কি খাবে, কিভাবে ছেলেমেয়ে নিয়ে কাল কাটাবে। এ ব্যাপারে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রীও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। আসার প্রয়োজন মনে করেনি। একজন নারী হয়েও তিনি নারীর সমস্যা বুঝতে চাননি। জাতীয় মাধ্যম টেলিভিশনে প্রশ্ন উত্তর পর্বে অসংলগ্ন কথাই এর প্রমাণ মিলেছে।

টানবাজারে পতিতা পল্লী নিয়ে বর্তমান যে ষড়যন্ত্র চলছে অর্থাৎ তাদের পুনর্বাসনের কথা বলা হচ্ছে এবং সরকার তাদের জন্য অনুদানও ঘোষণা করেছে ২ কোটি টাকা তা কি আসলে পতিতাদের পুনর্বাসিত করা হবে নাকি দালাল- বাটপাররা তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য সব ভাগ-যোগ করে নিবে, সেটাই এখন ভাবনার বিষয়। এর আগেও অতীতের সরকার পতিতাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন, এমনকি কাউকে কাউকে সরকারি খরচে বিয়ে পর্যন্ত দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে, যে সব পতিতাদের পুনর্বাসিত করা হয়েছে তাদের কারোরই আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারা অবশেষে ভাসমান পতিতায় পরিণত হয়েছে। যাদের বিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদেরও ঘর টেকেনি। যারা বিয়ে করেছিল তারা পরবর্তীতে এদের ত্যাগ করে চলে গেছে। এ কথা বলার কারণ এই যে সত্যিকার অর্থে পুনর্বাসন কি সেটা তাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে নয়তো অতীতেরই পুনরাবৃত্তি হবে।

প্রথমে দেখতে হবে সবাই কি এই পেশা ছেড়ে চলে যেতে চায়, যদি চায় তবে তার উপর ভিত্তি করেই পদক্ষেপ নিতে হবে। যেহেতু সরকারিভাবে পতিতাবৃত্তিতে লাইসেন্স দেয়া হয়, সে ক্ষেত্রে কোনো মেয়ে যদি ইচ্ছা করে তবে সে এই পেশায় থাকতে পারে। যদি সে থাকতে চায় তবে তাকে একজন মানুষের যে সকল মৌলিক অধিকারসমূহ রয়েছে সে সব অধিকার পূরণ করতে হবে। আর যদি কেউ এই অন্ধকার জগত থেকে মুক্তি পেতে চায় তবে তাকেও সেখান থেকে মুক্তি দিতে হবে। যদি তা না করা যায় তবে মানবাধিকার লংঘিত হবে সে ক্ষেত্রে। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের মনে রাখতে হবে উচ্ছেদ করে কখনো পতিতাবৃত্তি নির্মূল করা যাবে না। বরঞ্চ সমাজে নানারকম অনাচারের সৃষ্টি হবে।

টানবাজার উচ্ছেদ নিয়ে বর্তমান এমপি যে ষড়যন্ত্র করছেন তা প্রতিহত করতে টানবাজারের প্রায় চার হাজার পতিতা সংগঠিত হয়েছে। তারা বলছে যে, করেই হোক তারা টানবাজার থেকে তাদের দখল ছাড়বে না। প্রয়োজনে তারা জীবন দেবে তবুও তারা যাবে না। পতিতারা বুঝতে পেরেছে পুনর্বাসনের নামে

তাদের উচ্ছেদ করে ভাসমান পতিতাতে রূপান্তর করা ছাড়া এর বেশি কিছু হবে না। পতিতা উচ্ছেদ শুধু আজকের সমস্যা নয় ১৯৯২ সালেও একবার এদের উচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলছিল। কিছু স্বার্থান্বেষী মহল পতিতাদের প্রতিবাদের মুখে পরাজিত হয়েছে। আজকে যার নেতৃত্বে পতিতা উচ্ছেদের কমিটি হচ্ছে '৯২ সালে তিনিই তাদের উচ্ছেদ না করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এর অর্থ পরিস্কার যে, একশ্রেণীর দালাল ও বাটপার তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, পতিতাদের সরানোর জন্য বাড়িওয়ালাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। বেশিরভাগ পতিতা যেমন চায় সত্যিকার পুনর্বাসন, আমরাও চাই এরা পুনর্বাসিত হয়ে সমাজে দশজনের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করুক। কিন্তু টানবাজারের পতিতাদের যে পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা নেই তা স্পষ্ট। গত কয়েকদিনের অবস্থাদৃষ্টে এটা প্রমাণ হয়েছে যে, সব পরিকল্পিতভাবে তাদের উচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলছে। যেহেতু বর্তমানে টানবাজার পতিতা পল্লীতে কোনো খদ্দের যাওয়া আসা করে না সেহেতু পতিতাদের না খেয়ে থাকতে হচ্ছে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় একজন পতিতা মা তার সন্তানকে বিক্রি করার জন্যও প্রস্তুত বলে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেক পতিতা সারাদিন কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে এই ছবি ও রিপোর্ট পত্রিকায় এসেছে। পতিতারা এই বলেও প্রতিজ্ঞা করেছে শুধু টানবাজারে নয় দেশের সকল পতিতালয়ে পতিতা এবং যারা অভিজাত এলাকায় গোপনে পতিতাবৃত্তি করছেন তাদেরও সেই সাথে পুনর্বাসিত করতে হবে। তা না হলে তারা এই পেশা ছাড়বে না। অবশ্য তাদের এ কথা বলার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। তারা এটা নিশ্চিত মনে করছে যে, একটি মহল তাদের পুনর্বাসনের নামে উচ্ছেদের পাঁয়তারা করছে, তা না হলে যেদিন থেকে কমিটি পতিতাদের পুনর্বাসিত করার কথা বলে খদ্দেরের আসা বন্ধ করেছে সেইদিন থেকে তারা ভেবে দেখেনি এরা কিভাবে জীবনযাপন করছে। শুধু তাই নয়, পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংযোগ করা হয়েছে বিচ্ছিন্ন। সত্যিকার অর্থেই আপনারা অর্থাৎ পতিতা পুনর্বাসন কমিটি যদি হাজার হাজার মেয়েকে অসুস্থ জীবনযাপন থেকে মুক্তি দিয়ে সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরিয়ে আনতে চান তবে অবশ্যই যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে তা হলো দালাল বাটপার বাড়িওয়ালাদের মধ্যে থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের চিহ্নিত করে তাদের নির্মূল করা। পুনর্বাসনের রূপরেখা এমন হবে যেখানে একজন পতিতার আয়ের উপর যারা চলে অর্থাৎ একজন পতিতাকে দেখা যায়, তার অসহায় বাবা-মাসহ ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ করতে হয়। শুধু একজন পতিতাকে নয়, তার গোটা পরিবার যেন খেয়ে পড়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন

করতে পারে সে দিকেও সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে। এককজন পতিতা যার বয়স ৩০/৩৫ বছর বা এর কম ও বেশি তারা অনেকেই জন্মগতভাবে পতিতা। অতএব তাদেরকে বললেই বা বাধ্য করলেই তারা সহজেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে না। তাদের জন্য প্রয়োজন মানসিক প্রশিক্ষণের। তারা যেন উপলব্ধি করতে পারে ভাল মন্দ সে শিক্ষা দিতে হবে। তার বা তাদের বিবাহযোগ্য মেয়েদের অন্য মাধ্যমে পুনর্বাসিত করতে হবে। এ ব্যাপারে যেসব হৃদয়বান ব্যক্তি তাদের বিয়ে করে নিবেন তাদের চুক্তিনামায় সই কতে হবে যাতে তারা ত্যাগ করে চলে না যায়। আর যারা এসব নিগৃহীত নারীদের বিয়ে করবে সেসব পুরুষদের কর্মসংস্থানসহ থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। পতিতাদেরকে এমন জায়গায় কাজের সুযোগ করে দিতে হবে যাতে পুনরায় আবার তারা পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত না হয় বা বাধ্য না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। জেসমিনের এ যুক্তিকে অবহেলায় উড়িয়ে দেয়া যাবে না। ১শ ২০ বছর আগে ১৮৮০ সালে যে পতিতালয়ের সূচনা হয়েছে টানবাজারে তা এভাবে উচ্ছেদ করা যাবে না বা সম্ভব হবে না। যেহেতু সরকার এ পতিতা পেশাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে অর্থাৎ তাদের লাইসেন্স দিচ্ছে তবে কেন তাদের উচ্ছেদ করার পাঁয়তারা করে বিভিন্ন সময়? সরকারের উচিত এ ব্যাপারে কঠোর হওয়া, উচিত যাতে যেখানে যে নীতিমালায় যতজনকে পতিতাবৃত্তিতে লাইসেন্স দেয়ার নিয়ম তার বেশি যেন কোনো পতিতালয়ের বাড়িওয়ালা বা দালাল বাটপাররা লাইসেন্স দিতে না পারে। এটা শুধু টানবাজারের পতিতাদের জন্যই না- বাংলাদেশের সব পতিতাদের বেলায় এই আইন কঠোরভাবে পালনের উদ্যোগ নিতে হবে। তবে মানবাধিকার যেন লংঘিত না হয় তা সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে। দেখা যাচ্ছে সরকার পতিতাদের লাইসেন্স ঠিকই দিচ্ছে কিন্তু দিচ্ছে না স্বীকৃতি। শুধু তাই নয় একজন পতিতাকে নাগরিক মর্যাদা পর্যন্ত দেয়া হয় না। নেই তাদের ভোটাধিকার। এ ক্ষেত্রেও করা হচ্ছে তাদের বঞ্চিত। অর্থাৎ একজন নারীকে এক্ষেত্রে তার অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। যদি এই পেশাতে একজন নারী তার মর্যাদা না পায়, যদি তার অধিকার বঞ্চিত হয় তবে আমি বলবো সরকারকে, আপনারা এই মুহূর্ত থেকে লাইসেন্স দেয়া বন্ধ করে দেন। যদি আগামীতে আর একটি লাইসেন্সও দেয়া না হয় তবে প্রয়োজন হবে না পতিতা উচ্ছেদের, প্রয়োজন হবে না কোটি কোটি টাকা খরচের, প্রয়োজন পড়বে না '৯২ এবং '৯৭-এর মতো নাটকের। হারাবে না রিতারা, প্রাণ দিতে হবে না জেসমিনদের। ভূলুণ্ঠিত হবে না মানবাধিকার, বঞ্চিত হবে না নারী তার অধিকার থেকে। পতিতার শিশু বেড়ে উঠবে না পতিতা হয়ে। শিশু পাবে তার মৌলিক

অধিকার। জন্ম নেবে না অসুস্থ লোকদের বিকৃত মানসিকতার। ধ্বংস হবে না তরুণ সমাজ। তথা আমাদের সোনার ছেলেরা।

প্রায় পাঁচ হাজার পতিতার নেতৃত্ব দিচ্ছে সাথী। কোলে তার অবুঝ সন্তান। পেটে খাবার নেই দুদিন। তার সন্তানকে দেখিয়ে সে বলেছে একে যারা জন্ম দিয়েছে তারাই আজ উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন করছে। আমরা কারো কাছে মাথা নত করবো না। আমরা এখানে থাকবো। জীবন থাকতে কেউ আমাদের এখান থেকে বের করে দিতে পারবে না। আমরা কারো দয়ায় বেঁচে থাকি না। আমরা খেটে খাই। আর এই পথে রোজগার করার লাইসেন্স সরকারই আমাদের দিয়েছে। আমাদের খেটে খাওয়া টাকায় যারা চলে তাদের দ্বন্দ্বের কারণেই আমাদের উপর নেমে এসেছে নির্যাতন। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এর প্রতিবাদ করবো। কি উত্তর দেবেন শামিম ওসমান, কি উত্তর দেবেন পুনর্বাসন কমিটির সদস্য, প্রশাসন ও বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা, কি উত্তর দেবেন মাওলানা এনায়েত- যারা আজ পতিতাদের উচ্ছেদ নিয়ে ব্যস্ত। শুধু ব্যস্ত বললে ভুল হবে এই মহৎ (!) কাজে এরা মহাব্যস্ত। সাথীর জবাব যেমন আপনাদের নেই তেমন নেই আমাদেরও - যারা বলি মানবতার কথা বলি, মানবাধিকারের কথা বলি, বলি নারী অধিকারের কথা। শুধু সাথীর সন্তানই নয়, যেখানে রয়েছে আরো অনেক শিশু যারা পেতে পারে সুন্দর জীবনযাপনের অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, নিজের সংস্কৃতি ও নিজ ধর্ম পালনের অধিকার, জানার অধিকার, শিশুর উন্নয়ন ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, মাদকদ্রব্য সেবন, গ্রহণ, উৎপাদন এবং বিক্রয় কাজে নিয়োজিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার। সবচেয়ে প্রথম যে অধিকার শিশুর খাবার ও স্কুলে যাবার অধিকার। শিশুর খেলাধুলা ও সুন্দর পরিবেশে বসবাস করার অধিকার। এছাড়াও রয়েছে আরো অনেক মৌলিক অধিকার যা থেকে বঞ্চিত এসব রীতা, সাথী, জেসমিন, শাহনা, বিউটিদের সন্তানরা। এসব শিশুদের কি অপরাধ? কেন তারা মায়ের পেশাকেই বাধ্য হয়ে মেনে নিচ্ছে? কেন তাদের পুনর্বাসনের কার্যকর ব্যবস্থা নেয় না কেউ? কি হবে এসব শিশুদের, কোথায় বেড়ে উঠবে এরা? আজ জাতির কাছে এ প্রশ্ন রয়ে গেলো।

যদি আমাদের চিন্তা- চেতনায় বিশ্বাস করি যে, নারী হচ্ছে কন্যা জায়া জননী। তারা সম্মানের, তারা ভক্তির, তারা ভালোবাসার- তবে এসব বঞ্চিত পতিতা নারীদের পাপ পথ থেকে ফিরিয়ে এনে তাদের আলোর মুখ দেখানোর দায়িত্ব আপনার আমার সকলের। যদি এসব পতিতাদের স্বাভাবিক, সুস্থ, সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা দেয়া হয়, দেয়া হয় তাদের নতুন উপার্জনের ক্ষেত্র, তবে

সত্যিকার অর্থেই একজন পতিতা পেতে পারে তার নারীত্বের মর্যাদা, আর তখন একজন পতিতা আর পতিতা থাকবে না। সে হয়ে উঠবে কন্যা জায়া জননী।

আজকের আওয়াজ
২-৮-৯৯

টানবাজার ঘটনাবলি : ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়া হচ্ছে না তো?

সালমা আলী

বন্দর নগরী নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও তাঁতীবাজার পতিতাপল্লীর নারীরা এখন চরম সঙ্কট এবং সংশয়ের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। 'একদিকে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি অপরদিকে উচ্ছেদের হুমকি' এই দোদুল্যমান টানাপড়েনের কোনটা সত্য বলে ধরে নেবে 'পতিতা' নামের মানবীরা তা এখনো তাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। নাগরিক কমিটি এবং সরকার বলছেন, পুনর্বাসিত করা হবে, তাহলে তারা পতিতাপল্লী ছেড়ে পালাচ্ছে কেন? পুনর্বাসনের প্রাথমিক কার্যকর পদক্ষেপ, খাওয়া-পরা নিরাপত্তা থেকে কেন তারা এখনো বঞ্চিত? পুনর্বাসনকারীরা কেন এখনো পতিতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারছে না? তাহলে কি, কথা এবং কাজের মধ্যে ফাঁক আছে? এতো সব প্রশ্ন থেকে বড়ো প্রশ্ন হয়ে যেটি দেখা দিচ্ছে তা হলো টানবাজার এবং তাঁতীবাজার পতিতালয় দুটি কান্দুপট্টি উচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি নয়তো? উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের ১১ মে সোমবার সকল ১০টায় কথিত 'নাগরিক কমিটি' হামলা চালিয়ে সহস্রাধিক পতিতাকে উচ্ছেদ করে। আর এই নাগরিক কমিটির নেপথ্যে থেকে যারা কলকাঠি নেড়েছিলেন তারা ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ এবং পতিতাদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিই শুধু নন পতিতাপল্লীর মালিকও।

ভূমিকাতেই এতো সব প্রশ্নের অবতারণার কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা। ১৯৯১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাধিক মেয়ে উদ্ধার করেছি শুধু টানবাজার পতিতালয় থেকে। পতিতালয়ের আশেপাশের বস্তি থেকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত মেয়েদের উদ্ধারের পর নিরাপত্তা হেফাজতে কারাগারে থাকাকালে আদালতের মাধ্যমে নিজ জিম্মায় নিয়ে এসে আশ্রয় কেন্দ্রে প্রশান্তিতে স্থান দিয়েছি এমন মেয়েও আছে। সব মিলিয়ে এ যাবৎ দুই শতাধিক মেয়েকে উদ্ধার এবং সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা যে সহজ নয় তা বলতে পারি। ইউএনডিপি পতিতা পুনর্বাসন নিয়ে গবেষণা কাজ করছে ভেবে আশান্বিত হয়েছিলাম। তাদের কাজকে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি পরিচালিত পতিতালয়বিষয়ক জরিপ তথ্য দিয়ে এবং মতবিনিময়ের মাধ্যমে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বলার পাশাপাশি করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এমনকি পতিতালয়ে ভয়াবহ সংক্রামক

ব্যাধি যেমন গনোরিয়া, সিফিলিস, লিকুরিয়া, চর্মরোগ থেকে শুরু করে এইডসের জীবাণুবহনকারী পতিতা এবং খদ্দেরের সম্পর্কেও সাবধান করেছি সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাকে। এতো সব করার পেছনে অন্যতম উদ্দেশ্য যেটা ছিল তা হলো স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সারা দেশের ১৭টি জেলা সদরসহ হাটঘাট, বন্দরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দুই শতাধিক পতিতালয় উচ্ছেদ হয়ে গেছে কখনো ধর্মের নামে কখনো রাজনৈতিক ধুয়া তুলে। উচ্ছেদকৃত পতিতাদের পরিত্যক্ত কারাগার এবং সরকারি পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে আবদ্ধ রেখে পুনর্বাসনের নামে রিলিফের খাবার দেয়া হয়েছে। তারপর সব বন্ধ। কোথায় হারিয়ে গেছে তারা তা সরকার বলতে না পারলেও পুনর্বাসিত যে হয়নি তা বলতে পারি। সরকারি ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রে যাদের রাখা হয়েছে পুনর্বাসনের জন্য তা কতোটা পরিকল্পিত সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ শুধু আমার মনেই নয়, এ বিষয়ে যাদের প্রাথমিক ধ্যান-ধারণা আছে তারাও বলতে পারবেন। তাই সত্যিকার পুনর্বাসনের মুখ যেন দেখতে পায় সারাদেশে বর্তমানে অবশিষ্ট ১৮টি পতিতালয়ের বাসিন্দা, এ আশা থেকেই এতো সব প্রচেষ্টা। এর মাঝে হঠাৎ টানবাজার পতিতালয় নিয়ে চলছে টানাপড়েন। আমার অভিজ্ঞতার আলোকে যাকে বলতে পারি, এতো তাড়াতাড়ি সবকিছু করতে গেলে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার মতো কিছু ঘটে যেতে পারে।

আগেই বলেছি, পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সফল করতে হলে পতিতাদের প্রথমেই মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। তাদের বয়স, মানসিকতা, শিক্ষা, পতিতাবৃত্তিতে আসার কারণ, নৈতিকতাবোধ, চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা নিরূপণের পাশাপাশি তাদের লেখাপড়া, মানসিক বিকাশ, চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখা প্রয়োজন। তারপর পেশাগতভাবে দাঁড় করাবার বারংবার প্রচেষ্টা। ওদের সংসার ভাবনায় মানসিক সহায়তার পাশাপাশি পুনর্বাসনের প্রতি পদক্ষেপে সার্বক্ষণিক মনিটরিং। এই দুরূহ কাজটি যারা করবে তাদের থাকতে হবে মানসিক দৃঢ়তা, নৈতিকতা, সহমর্মিতা।

এসবের কিছুই এখনো শুরু হয়নি। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে যৌনকর্মীদের ৯ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এখনই শুরু হোক কার্যকর পদপেক্ষ। যাতে যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, টানবাজার ও তাঁতীবাজার নিষিদ্ধপল্লীর বাড়ির মালিকদের কাছে প্রদত্ত যৌনকর্মীদের অগ্রিম, বিভিন্ন সমিতি ও সঞ্চিত টাকা সম্পূর্ণ ফেরত, যৌনকর্মীদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জায়গা, দুই বেলা খাবার ও কাপড়ের স্থায়ী ব্যবস্থা, বর্তমান স্থানে রেখেই পুনর্বাসন, সব নিষিদ্ধপল্লীর যৌনকর্মীকে এক সঙ্গে

পুনর্বাসন, তাদের দুর্দশার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের প্রচলিত আইনে বিচারসহ সবার সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এমন মনোভাব এখনই দেখতে হবে। এছাড়া পুনর্বাসন উদ্যোগীদের পদক্ষেপগুলো যৌনকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে অংশগ্রহণমূলক উপায়ে নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন করা হলে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস।

ভোরের কাগজ
১৬-৭-৯৯

পতিতা উচ্ছেদের ব্যর্থ অভিযান
এনজিওর মায়াকান্না এবং ....

আবদুল গফুর

তাদের অনেক নাম পতিতা, বারবণিতা, বারাঙ্গনা, অভদ্র নাম বেশ্যা। ইদানীংকালের ভদ্র নাম যৌনকর্মী। অর্থ অবশ্য একই। তারা অর্থের বিনিময়ে পরপুরুষকে দেহদান করে। তারা দেহব্যবসায়ী দেহপসারিনী। মানব ইতিহাসের আদিমতম পেশা এই পতিতাবৃত্তি। নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিতমলী পতিতালয় দুটিরও বয়স দেড় থেকে দুশ বছরের মত। এই দুটি প্রাচীন পতিতাপল্লীর পতিতাদেরই উচ্ছেদ করা হয় গত বৃহস্পতিবার। প্রকাশ, গভীর রাতে হঠাৎ একদল পুলিশ ও অন্যান্য লোক তাদের জোর করে পতিতাপল্লী থেকে উচ্ছেদ করে দুটি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যায়। যেখান থেকে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার কথা।

নারায়ণগঞ্জের পতিতাপল্লী থেকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পতিতা উচ্ছেদের পর স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব শামীম ওসমানসহ অনেকে যেমন একে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তেমনি পতিতাদের অনেকে, বিশেষ করে কতিপয় এনজিও ও মানবাধিকার সংস্থা এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। পতিতা উচ্ছেদের যৌক্তিকতা নিয়ে যত না প্রতিবাদ এসেছে, তার চাইতেও বেশি প্রতিবাদ এসেছে পতিতা উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে। হঠাৎ গভীর রাতে পুলিশ ও অন্যান্য লোক জোর করে পতিতাদের পতিতাপল্লী থেকে উচ্ছেদ করেছে বলে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলেছে, আগাম নোটিশ ব্যতিরেকে পতিতাতের তাদের নিবাস থেকে উচ্ছেদ করে মানবাধিকার লংঘন করা হয়েছে। পুনর্বাসনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ছাড়া এভাবে পতিতাদের উচ্ছেদ করাকেও তারা অমানবিক বলে আখ্যায়িত করেছে।

পতিতাদের অনেকে যারা সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হলে এই পেশা ত্যাগ করে সুস্থ সমাজজীবনে ফিরে যেতে রাজি, তারাও আকস্মিক এ উচ্ছেদ অভিযানে খুব আশ্বস্ত হতে পারেনি। তাছাড়া রাতের আঁধারে যাদের এভাবে জোর করে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের অনেকের টাকা-পয়সা, গহনাদি ও অন্যান্য মালামাল উচ্ছেদকারী পুলিশ ও অন্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে বলেও অভিযোগ এসেছে। পুলিশ অভিযানের সময় বহু পতিতা পতিতাপল্লীতে উপস্থিত ছিল না। পরবর্তীকালে তারা পতিতালয়ে এসে ওসব মালামালের আর সন্ধান

পায়নি বলে পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। তাছাড়া বাড়িওয়ালা বা এলাকার অন্যদের কাছে তাদের যেসব টাকা পয়সা পাওনা বা মালামাল গচ্ছিত ছিল সে সবও তারা হারাবার পথে। পত্রপত্রিকায় যেসব প্রতিবেদন বেরিয়েছে, তাতে জানা যায়, নিষিদ্ধপল্লীর বাসিন্দাদের অনেকেই এই অন্ধকার জীবন থেকে আলোর জীবনে তাদের সন্তানদের নিয়ে বেরিয়ে যাবার লক্ষ্যে অর্থ জমা করছিল, তাদের সেসব পরিকল্পনা এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেল। এসব রিপোর্টকে ভিত্তি করে গোটা ঘটনার একটা অমানবিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছে কেউ কেউ।

কেউ কেউ আবার গোটা ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন আইনগত দৃষ্টিতে। আমাদের সমাজে পতিতাবৃত্তি যত ঘৃণিত, ধিকৃত একটি পেশা বলেই গণ্য হোক না কেন এর আইনগত স্বীকৃতি রয়েছে ঔপনিবেশিক যুগের আইনের ধারাবাহিকতায়। তারা সেই নিরিখে এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে, আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সুতরাং গত বৃহস্পতিবার টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লী থেকে যে পতিতা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয় তা কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে না এমন নয়। সেই আইনগত ব্যবস্থা এবং তার পাল্টা ব্যবস্থা। সর্বশেষ চূড়ান্ত ফলাফল অতি শীঘ্র জানা যাবে না তাও নিশ্চিত।

সুতরাং আইনী লড়াইয়ের সেই ভবিষ্যৎ ফলাফল নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। আমরা বরং মনে করি, যেসব পতিতার মালামাল লুণ্ঠিত হয়েছে বা যাদের দৈহিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে তার আইনগত প্রতিকার হওয়া উচিত। তবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সমাজের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর জীবনবোধ ও বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিহীন এই ঘৃণা পেশা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অতীব প্রয়োজন। অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই বা বলি কেন? আমাদের দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন কেউ কি আছেন, যিনি পতিতাবৃত্তিকে সমর্থন করতে রাজি আছেন? আমাদের সমাজে যিনি যে ধর্মের অনুসারীই হোন, কেউই নর-নারীর বিবাহিতের যৌন সম্পর্ককে বাঞ্ছিত মনে করেন না। কেউই কোনো ধর্মের কোনো ব্যক্তিই চান না যে, তার স্ত্রী, ভগ্নী বা কন্যা পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করুক। এটা যদি সত্য হয়, যদি আমরা আমাদের আপনজনদের পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে দিতে কুণ্ঠিত বোধ করি, তাহলে আমাদের দেশে পতিতাবৃত্তি থাকতেই হবে এটা কেমন কথা?

মানুষের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য প্রভৃতি যেমন মৌলিক প্রয়োজন, তেমনি মানব জীবনের বিশেষ স্তরে নর-নারীর যৌন সম্পর্কও অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে পরিগণিত হয়। আর এই মৌলিক প্রয়োজন বৈধ, সুস্থ পথে

পুরণের জন্যই সভ্য সমাজে বিবাহ প্রথা, গড়ে উঠেছে। কিন্তু পতিতাবৃত্তির ভিত্তিই হচ্ছে নর-নারীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক। মানব সমাজের আদি পর্ব থেকে যেমন সুস্থ সমাজের গঠনের লক্ষ্যে বিবাহ প্রথা চলে আসছে, তেমনি সমাজকে দূষিত করার পতিতা প্রথাও নানা নামে নানা অবয়বে চলে আসছে। সেই হিসেবেই সভ্য সমাজে বিবাহ যেমন একটি পবিত্র সামাজিক প্রথা, তেমনি পতিতাবৃত্তি একটি ঘৃণা অভিশপ্ত প্রথা।

যারা সুন্দর সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন তারা সুন্দর সমাজ গঠনের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ভাল মানুষ এবং সুস্থ শক্তিশালী পরিবার প্রথা গড়ে তোলার পক্ষপাতী। কিন্তু নর-নারীর বিবাহত্তোর যৌন সম্পর্ক যেমন এ পথে একটি প্রধান অন্তরায় তেমনি ঘোষিত ও অঘোষিত পতিতা প্রথাও যে কোনো সমাজের নৈতিক সুস্থতার জন্য বড় হুমকি। দুর্ভাগ্যের কথা পৃথিবীর বহু উন্নত দেশেই ঘোষিত ও অঘোষিত পতিতা প্রথা তথা নর-নারীর বিবাহত্তোর যৌন সম্পর্ক চলছে দাপটের সাথে। ফলে ঐ সব দেশে পরিবার প্রথা এখন একরূপ প্রায় নেই বললেই চলে। এ কারণে পাশ্চাত্য জগতে বাইরের বিত্ত-বৈভবের চাকচিক্যের অন্তরালে নৈতিক জীবনে বিরাজ করছে ভয়াবহ শূন্যতা। পক্ষান্তরে প্রাচ্য দেশসমূহ অর্থনৈতিক দিক থেকে যত হতমান যত দরিদ্রই হোক না কেন, শক্তিশালী পরিবার প্রথার কল্যাণ অদ্যাবধি আমাদের সমাজ জীবনের নৈতিক ভিত্তি অটুট ও মজবুত রয়েছে। মানবতার পরীক্ষিত দুশমন সাম্রাজ্যবাদের এটা সহ্য হয়নি। সহ্য হয়নি বলেই এরা এদের মদদপুষ্ট এনজিও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমাদের পরিবার ও সমাজজীবনে ভাঙন সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সূক্ষ্মভাবে যৌন স্বাধীনতা দেহ যার সিদ্ধান্ত তার, 'জরায়ুর স্বাধীনতা' প্রভৃতি শ্লোগানের অন্তরালে নর-নারীর বিবাহত্তোর যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্ররোচণা দিয়ে চলেছে। এরা যে নারী মতায়নের নামে পুরুষের বিরুদ্ধে নারীকে উসকে দিয়ে বিবাহ ও পরিবার প্রথার বিরুদ্ধেই গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে তা চক্ষুস্মান কারো দৃষ্টি এড়ায়নি।

এরা যে আমাদের দেশে পরিবারের জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব পালনকারী পুরুষদের বাদ দিয়ে বেছে বেছে নারীদের ঋণ দেয় তারও উদ্দেশ্য আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূর করা নয়, ঋণ দানের নামে নারীকে পুরুষের বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে আমাদের পরিবার প্রথাকে পাশ্চাত্য পরিবারের মতো ক্ষণ ভঙ্গুর করে তোলা। দারিদ্র বিমোচনই যদি তাদের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তারা ঋণদানের নামে উচ্চতর হারের কুসীদ প্রথায় নব্য মহাজনী, শোষণ চালু করতো না। এ ব্যাপারে আমাদের দেশের সরকারগুলোরও ভূমিকা কম দুঃখজনক নয়। সাহায্যদাতা দেশগুলো আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এ দেশের সরকারের নাকের ডগার উপর দিয়ে তাদের মদদপুষ্ট এনজিওকে

সরাসরি সাহায্য দান করে কার্যত এনজিওগুলোকে সমান্তরাল সরকার প্রতিপন্ন করে। অথচ আমাদের সরকারের বলার সাহস নেই যে, এভাবে দেশের মধ্যে সমান্তরাল সরকার পরিচালনার তাদের অধিকার নেই। কারণ দেশটি স্বাধীন।

সাম্রাজ্যবাদী মদদপুষ্ট এনজিওর প্রসঙ্গ এখানে তুলতে হলো এ জন্য যে এই বিদেশী মদদপুষ্ট এনজিওগুলো শুধু শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রেই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধ্বংসের কাজে উৎসাহী নয়। নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতির যে উন্নত পবিত্র বিধান, তাকেও তারা ঘায়েল করতে চাইছে বিভিন্নভাবে। এসব সাম্রাজ্যবাদী অনুচরেরা ক্রমাগত প্রচারণার গুণে যেমন পাশ্চাত্য ঢংয়ে লিভিং টুগেদার নামের ঘৃণ্য অসামাজিক কুপ্রথা কায়েম করতে চাইছে, তেমনি পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধেও শুরু করে দিয়েছে মায়াকান্না। তাদের বক্তব্য, পতিতাপল্লী উচ্ছেদ করলে পতিতারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়ে সমাজকে কলুষিত করবে।

পতিতাদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে পতিতা উচ্ছেদ করতে গেলে অবস্থা সে রকমই হবে এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই দেশের মানুষ পতিতাদের সুস্থ জীবনে পুনর্বাসনই সরকারের কাছে কামনা করে। এসব পতিতারা আমাদের দেশের নারী সমাজেরই একটি হতভাগ্য অংশ। জরিপেও দেখা গেছে, পতিতাপল্লীর পতিতাদেরও খুব সামান্য অংশই পারিবারিক সূত্রে পতিতা, তাদের অধিকাংশই প্রেমে বিপত্তি, সমাজ জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং দারিদ্র্যের কারণে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই পেশায় আসে এবং একবার আসার পর অন্ধকার থেকে আলোর জীবনে ফিরে যাবার সুযোগ সহজে পায় না। অধিকাংশ পতিতাই সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হলে এ পেশা ত্যাগ করতে রাজি। এটাও জানা যায়, বিভিন্ন জরিপ সূত্রে।

দেশের জনগণ চায় না পতিতা প্রথা থাকুক, পতিতারাও অন্ধকারে থেকে আলোয় ফিরে আসতে চায়। তবুও যে এ প্রথা টিকে আছে, তার কারণ কি? কারণ অবশ্যই আমাদের সমাজ ব্যবস্থার একটি কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এবং দিক নির্দেশনাহীন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সন্ধান নিলে দেখা যাবে, সমাজের একটি প্রভাবশালী মহলের স্বার্থে ও পৃষ্ঠপোষকতায়ই এ ঘৃণ্য প্রথা আজও টিকে আছে। ইদানীং অবশ্য একশ্রেণীর ধর্ম ও নৈতিকতা বিরোধী বিদেশী মদদপুষ্ট এনজিও চক্র এই ঘৃণ্য প্রথা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে আদাজল খেয়ে লেগেছে। তাদের মতলব সম্বন্ধে নতুন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লী উচ্ছেদ উপলক্ষে পত্রপত্রিকায় যেসব খবর বেরিয়েছে তাতে এ ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা স্পষ্ট নয়। সরকার কি দেশ থেকে পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? যদি সে রকম কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকে এবং তার সূচনা হিসেবে টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লী

উচ্ছেদ করা হয়ে থাকে, তাহলে তার একটা অর্থ থাকে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকার তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতেও পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। কিন্তু তা না করে শুধু ঐ দুটি পতিতাপল্লী উচ্ছেদই যদি সরকারের লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে এর মধ্যে সরকার বা সরকারের বিশেষ বিশেষ নেতার কোনো মতলব থাকাই স্বাভাবিক। টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লী থেকে যেসব পতিতাকে উচ্ছেদ করে গাজীপুর দুটি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের সংখ্যা তিনশয়েরও কম। অথচ ঐ দুটি পতিতাপল্লী ১০৫৩ জন পতিতাকে পুনর্বাসনের জন্য সরকারি সমাজকল্যাণ দপ্তর প্রজেক্ট নিয়েছিল। বাকিরা গত বৃহস্পতিবারের পুলিশী অভিযানের আগেই সরে পড়ে। এদিকে পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে, ঐ দুটি পতিতাপল্লীতে মোট পতিতার সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৪০০ জন। অন্যান্য সকলেই নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে বলে পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে।

এদের পাকড়াও করতে না পারলে এরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ঐ জঘন্য কাজ চালিয়ে যাবে সেটাই স্বাভাবিক।

পরবর্তীকালে জানা গেছে, তারা ইতোমধ্যে সেটাই শুরু করেছে বিভিন্ন এলাকায়। সুতরাং সরকারের এ পতিতা উচ্ছেদ অভিযান এক হিসেবে ব্যর্থই হয়েছে। পুলিশ ইচ্ছা করলে এদের নিশ্চয়ই ধরতে পারে। কিন্তু তারা সেরূপ কার্যকর পদক্ষেপ নেবে কিনা তা বলা শক্ত। সরকারও যদি টানবাজার ও নিমতলী পতিতা শূন্য করেই মনে করে তাদের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে তাহলে বুঝতেই হবে ঐ দুটি জায়গাকে কেন্দ্র করে সরকারি কোনো কেউকেটার কোনো মতলব আছে।

পরিশেষে বলব, দেশের মানুষ চায় ধর্মপ্রাণ মানুষদের এ দেশ থেকে পতিতাবৃত্তির মতো ঘৃণ্য পেশা চিরতরে উঠে যাক। কিন্তু এ কাজে সরকার আন্তরিক কিনা সেটাই প্রশ্ন। একটি সরকার সমর্থক পত্রিকায় বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নাকি চান, যেসব পতিতা পুনর্বাসনে রাজি না তাদের সে পেশায় থাকতে দেয়া উচিত, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করা যাবে না। এর অন্য অর্থ হলো পতিতাবৃত্তি এমন কোনো আপত্তিকর কিছু নয়। বলা বাহুল্য এর সাথে পাশ্চাত্য প্রভুদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো বিরোধ নেই। আমরা জানি না পত্রিকায় প্রকাশিত এ খবর সত্য কিনা। যদি সত্য হয়, তাহলে টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লীতে পুলিশী অভিযান করে বা কাদের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে সে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

দৈনিক ইনকিলাব
২৯-৭-৯৯

এ পুনর্বাসন কি আইনসম্মত?

রহিমা খাতুন জুলি

৩০ জুন বাংলাবাজার পত্রিকায় 'টানবাজারের ৫ হাজার পতিতা পুনর্বাসনের উদ্যোগ' সর্বপ্রথম এই শিরোনামে সংবাদটি প্রকাশিত হয়। তারপরের ঘটনাপ্রবাহ কারোরই অজানা নয়। মধ্যরাতে পতিতাপল্লীতে পুলিশী অভিযান, সন্ত্রাসীদের হামলা, বোমাবাজি এবং পতিতা জেসমিনের খুন হওয়া ও পরবর্তী সময়ে পতিতাদের সদলবলে চলে যাওয়া, এসব কিছুই ঘটনার পরম্পরায় পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয়। এখন সবার কাছেই ব্যাপারটি 'ওপেন সিক্রেট' যে পুনর্বাসনের আসল রহস্যটা কোথায়? ইতোমধ্যে পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। টানবাজারের পতিতাপল্লীর অনেক ভিতরের খবর উঠে এসেছে এই লেখাগুলোতে। বলা যায়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে পতিতাদের ওপর। তারপর ২৩ জুলাই গভীর রাতে পতিতাদের প্রায় দু'শ বছরের পুরনো আবাস থেকে উচ্ছেদ করা হয় পুনর্বাসনের নামে। পরদিন খবরের কাগজে সেই উচ্ছেদের ভয়াবহ সচিত্র বর্ণনা আমরা সবাই দেখেছি। সেই সাথে সেদিনের কাগজে ছিল পুনর্বাসিত হতে ইচ্ছুক পতিতাদের নাকি তাদের ইচ্ছানুযায়ী সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। সে যা হোক মূলত পুনর্বাসন নামধারী উচ্ছেদ নিয়ে পতিতাদের সাথে আমাদের যে ১৯ জুলাই কথাবার্তা হয় সেটি আমরা এখানে তুলে ধরতে চাই। কারণ পতিতারা কতটুকু পুনর্বাসিত হতে ইচ্ছুক ছিল এবং তাদের নিয়ে সরকারের যে স্বেচ্ছাচারিতা তার কিছু নমুনা পাঠক অন্তত এ থেকে পাবেন ।

প্রথমেই আমরা তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম কি কারণে তারা এখানে এসেছে। এর উত্তর সবারই একই রকম ছিল। তাদের একজনের ভাষায়, 'ধরেন আমার পেটের দায়ে আমি এইখানে আসছি, এই যে মা-বাপ পালতে হয়। আমার মতো তো আরও বোন আছে। শতকরার মধ্যে ৮০ জনই সংসার পালে আর ২০ জনের কথা বাদ দেন। আমার বয়স যহন ১৩ তহন আমি পতিতা হইছি। ১০ বছর চলতেছে, ৯০ সালে আইছি।' তাদেরকে যে পুনর্বাসনের কথা বলা হচ্ছে আসলে ব্যাপারটি পুনর্বাসন নাকি উচ্ছেদ, এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তাদের একজন আমাদের বলে : 'কেন সরকার আমাগো এই জায়গা নিয়া মাথা ঘামাইতেছে? কান্দুপট্টি এই পুনর্বাসনের নাম দিয়া উচ্ছেদ করা হইছে, তাদের পুনর্বাসন দেয়া হয়নি। এই রোদে-বৃষ্টিতে ভিজে বস্তি এলাকার মা-বোন, তাদের পুনর্বাসন দেয়া হয় না কেন?'

উচ্ছেদ বা পুনর্বাসনের ব্যাপারে তাদের কাছে থেকে সরকার কোনো মতামত নিয়েছিল কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে তারা জানান- 'না আমাদের আগে এ বিষয়ে কোনো কিছু বলা হয়নি। পুনর্বাসন ভাল কি মন্দ, কোনো আওয়াজ তারা আমাদের দেয়নি। বাড়িওয়ালাও আমাদের কোনো আওয়াজ দেয়নি, সরকারের লোকও কোনো আওয়াজ দেয়নি।

যারা পতিতাবৃত্তি করে তাদেরকে সরকারের কাছ থেকে অবশ্যই অনুমোদন নিতে হয়। এখানে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো- সরকার একদিকে তাদের এ পেশায় আসার অনুমতি দিচ্ছে আবার যখন তখন উচ্ছেদ করতেও তাদের এতটুকু বাঁধে না। এ প্রসঙ্গে পতিতাদের সাথে কথা বলার সময় তারা বলে- আমরা যখন খারাপ হইছি তখন শুনছি লাইসেন্স, আর এখন এই যে গণ্ডগোলের সৃষ্টিতে এখন শুনি এফিডেভিট। এই যে এফিডেভিট দিচ্ছে সেটাও তো সরকারের লোকই দেয়। আবার শুনছি 'লটারী (নোটারী) পাবলিক' না কি। এরাও তো গভর্মেন্টের লোক! গভর্মেন্টের লোক না হইলে সে কেন দিচ্ছে।'

সে সময় অর্থাৎ ১৯ জুলাই আমরা তাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, এখন তাদের চলে যেতে বলা হচ্ছে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে তারা জানায়- 'না, এখনও বলেই নাই, বললেই কি, আমরা যাব কোথায়? আর আমরা তো সন্ত্রাসীর মতো বাইরে রোডে-ঘাটে ছিনতাই কইরাও খাই না, কাইড়া-কুইড়াও খাই না, এমনকি বাইরের একজন গিন্নির বুকে থেকে স্বামীরে ছুটাইয়া নিয়াও খাই না। নিজের দেহরে শেষ কইরা আমরা বাইচ্চা আছি।' পতিতাদের সাথে সেদিন কথা বলে যা বোঝা গেছে, তা হলো প্রায় সবাই এক কথাই পুনর্বাসন চায় না। কারণ অতীত অভিজ্ঞতায় তারা দেখেছে পুনর্বাসনের নামে আসলে তাদের ভবঘুরে কেন্দ্রে একরকম কয়েদির মতো থাকতে হয়। তাছাড়া এরা আর্থিকভাবে সচ্ছল। এখানে প্রায় প্রত্যেকেরই ছেলেমেয়ে আছে এবং তারা তাদের পড়ালেখা করাচ্ছে। ফলে তাদের পুনর্বাসন করা হলে এই ছেলেমেয়েগুলোর ভবিষ্যত এবং তাদের পরিবারের কী হবে সে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

টানবাজারের পুরো ঘটনাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এখানে পুনর্বাসনের কোনো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হয়নি। পুরো ব্যাপারটি একটা তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে ঘটেছে। এই পুনর্বাসনের মূল উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে মানবিক, তাহলে সেখানে একটা শান্ত পরিস্থিতিতে পতিতাদের সম্মতির ভিত্তিতে যারা যারা পুনর্বাসিত হতে ইচ্ছুক তাদেরকে পুনর্বাসিত করা অথবা বার্ধক্য ও অন্যান্য কারণে বিকল্প পেশার ব্যবস্থা করাটাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। এভাবে জোরপূর্বক ভবঘুরে কেন্দ্রে স্থানান্তরের নাম কখনও

পুনর্বাসন হতে পারে না। তাছাড়া যে সমাজে লাখ লাখ মানুষ কাজের অভাবে বেকার হয়ে আর্থিক দৈন্যদশায় দিন কাটাচ্ছে, সেখানে একটি পেশায় নিয়োজিত হাজার হাজার মেয়েদের উচ্ছেদ করে আর্থিক পুনর্বাসন কতটুকু বাস্তবসম্মত?

সরকারি সূত্রে বলা হচ্ছে, পুনর্বাসনে যারা আগ্রহী তাদের বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাস্তবে গভীর রাতে পুলিশ দিয়ে যেভাবে অভিযান চালানো হয়েছে তা অপরাধীদের পাকড়াও করার মতোই। আবার আশ্রয় কেন্দ্রে তাদের বহির্জগত থেকে যেভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে তা কারাগারে আটক রাখার শামিল। আরেকটি বিষয়, বাংলাদেশ সরকারের স্বাক্ষরিত জাতিসংঘের একাধিক সনদে বাসস্থানের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এমনকি নিজ বাসস্থানে নিরাপত্তাসহ বসবাস করতে পারার অধিকার যে কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার।

আইনে আছে সরকারী জমিতেও যদি কেউ বাসস্থান গড়ে তোলে, তাকে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় হাতে রেখে নোটিশ প্রদান করতে হবে। কিন্তু টানবাজারে সরকারী কোনো নোটিশ প্রদান করা হয়নি। যদিও টানবাজারের পতিতাপল্লী সরকারী সম্পত্তি নয়, সেখানে পতিতারা ভাড়া দিয়ে বৈধভাবেই বসবাস করছিল। পুলিশী অভিযানের সময় পতিতাদের বিরাট অংশ সেখান থেকে পালিয়ে গেছে। এরপর ওই পল্লী সিল করে দেয়া হয়েছে এবং সেখানে সার্বক্ষণিক পুলিশ প্রহরা বসানো হয়েছে। ফলে যারা আবাসচ্যুত হলো তাদের এই দুরাবস্থা বা আবাসনের অধিকার খর্ব করার দায় সরকারকেই নিতে হবে। আমাদের প্রশ্ন পুরো ব্যাপারটি যদি পতিতালয়ে ভাল বা কল্যাণকর কিছু করার জন্য হয়ে থাকে তা এমন জোর জবরদস্তিমূলক হলো কেন?

দৈনিক জনকণ্ঠ
৩-৮-৯৯

পতিতা : পুনর্বাসন নাকি পুনঃস্থাপন?

দেলোয়ার হোসেন

আজকাল সভ্য মানুষ পতিতাকে আর 'পতিতা' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত না করে 'যৌনকর্মী' বলে আখ্যায়িত করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের টানবাজারস্থ পতিতাপল্লীর পতিতাদের পুনর্বাসন এবং পতিতালয় পতিতাশূন্য করাই দেশের এক নম্বর সমস্যা। সর্বশক্তি নিয়োগ করে পুনর্বাসনের নামে জোর করে টানবাজারের পতিতাদের বসতি ত্যাগ করাতে পারলেই বোধ হয় বাংলাদেশকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসা যাবে এবং বাংলাদেশ হবে পাপশুন্য এক জাতি।

পতিতাবৃত্তির নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে সবাই একমত হবেন। কিন্তু এর ইতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে রয়েছে যতোসব দ্বিমত, ত্রিমত, বহুমত, নেই মত। এ কথা তো অত্যন্ত সত্য যে, পতিতাবৃত্তির যদি কেবলই নেতিবাচক প্রভাব থাকতো তবে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সমাজে বা রাষ্ট্রে এটা বিদ্যমান থাকতো না। আসলে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এর বহু ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপেডিয়া অব সোশ্যাল সায়েন্স গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, সমাজ পতিতাবৃত্তিকে ঘৃণার চোখে দেখলেও এর বিলুপ্তির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি। কারণ কতোগুলো সামাজিক কাজ এটি করে থাকে। ফলে সমাজে ধর্ষণ প্রবণতা হ্রাস পায়। বিবাহ ছাড়া যৌন ক্ষুধার ন্যায় মৌলিক ও জৈবিক চাহিদা পূরণের সুযোগ শুধু পতিতরাই দিয়ে থাকে। এভাবে পতিতা সমাজের পরোক্ষ উপকার করছে।

এসব ইতিবাচক প্রভাব এবং সমাজের পরোক্ষ উপকারের জন্যই সমাজের ঘৃণিত প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এর বিলুপ্তির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি। এদেশে পতিতাবৃত্তি অনুমোদনে কোনো আইনের অস্তিত্ব না থাকলেও পতিতাবৃত্তি দমনে একাধিক আইন রয়েছে, যাতে পরোক্ষভাবে পতিতাবৃত্তির অস্তিত্ব মেনে নেয়া হয়েছে। ১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় পাপ ব্যবসা নিরোধ আইন, বাংলাদেশ ফৌজদারি দণ্ডবিধি ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭২, ৩৭৩ ধারা এবং নারী নির্যাতন ১৯৮৩ আইনগুলোতে পতিতাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ না করে কেবল অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের নিয়োগ, শিশু অপহরণ, পতিতা নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিয়ে করা প্রভৃতি দণ্ডনীয় অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ১৮ বছরের উপরের যুবতীদের এফিডেভিটের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় পতিতাবৃত্তি গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে পতিতা ও পতিতালয়ের সংখ্যা কতো তার কোনো সুনির্দিষ্ট

পরিসংখ্যান নেই। আর এমন কোনো নির্ভরযোগ্য গবেষণাও পরিচালিত হয়নি যার ভিত্তিতে পতিতা ও পতিতালয়ের সংখ্যা ও পরিচিতি জানা যায়।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের বহু পুরোনো তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে পতিতালয়ের সংখ্যা ৩৬টি (কান্দুপট্টিসহ) এবং পতিতার সংখ্যা ৫ হাজার ৫২৪ জন এবং ভাসমান পতিতার সংখ্যা ৩ হাজার ৭৩২ জন। অন্য এক তথ্যে দেখা গেছে, ঢাকা শহরের পতিতা ব্যতীতই ভাসমান পতিতা ছাড়া কম করে ৪ লাখ পতিতা রয়েছে এবং এর মধ্যে এফিডেভিটধারী ৪০ ভাগ মাত্র। বাকিরা অবৈধ উপায়ে পতিতাবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে। নারায়ণগঞ্জের প্রতি হাজার পতিতার ওপর নির্ভর করে ৫০ হাজার লোকের জীবিকা। এসব থেকে কেবল অনুমান করা যায় প্রকৃতপক্ষে এদেশে পতিতার সংখ্যা কতো লাখ হবে।

বিভিন্ন কারণে নারীরা পতিতাবৃত্তিতে আসে। তবে সকল কারণের কেন্দ্রীয় কারণ হলো পুরুষের চাহিদা ও ছলচাতুরি। অর্থাৎ পুরুষ সমাজের চাহিদাই পতিতাবৃত্তির স্রষ্টা। মূলত সমাজ তাদের বাধ্য করছে এ কর্মে আসতে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৬৩.৪১% পতিতা এসেছে অর্থনৈতিক সংকটসহ বিভিন্ন কারণে স্বেচ্ছায় আর বাকিরা বিভিন্ন ঘটনার শিকার হয়ে। ভাসমান বাসা বা হোটেলের পতিতাদের বেশিরভাগই অর্থনৈতিক বা অন্য কারণে স্বেচ্ছায় বা নিজের অজান্তেই এ পেশায় এসেছে।

শুরুতেই বলেছিলাম, সমাজে কিছু কিছু কুপ্রথা থাকে যা চাইলেই দূর করা যায় না। যারা বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে পতিতামুক্ত করতে চায়, তারা কল্পনার জগতে বসবাস করে, বাস্তবতার প্রেক্ষিতে চিন্তা করে না। পতিতা পুনর্বাসনের নামে পতিতাদের উচ্ছেদমূলক নির্যাতন করা যাবে কিন্তু পতিতাবৃত্তি দূর করা যাবে না। কেননা পতিতা পুনর্বাসন করলেও খদ্দের পুনর্বাসন করবে কে?

বাংলাদেশে পতিতা সমস্যা সমাধানে বাস্তবানুগ পদক্ষেপ নেয়া উচিত। নাহলে হিতে বিপরীত হবে। মাথা ব্যথার জন্য কখনই মাথা কেটে ফেলা সমাধান হতে পারে না। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা না করে হুট করে পুনর্বাসন বা উচ্ছেদ করলে ফলাফল কল্যাণকর হবে না। ঢাকা শহরে আজ পতিতা এবং পতিতালয়ের জন্য শ্রদ্ধেয় বা স্নেহের কাউকে নিয়ে বিকালের পর চলা যায় না। কি পার্কে, কি রাস্তায়, কি অলিগলি, আবাসিক হোটেল কিংবা মহল্লার বিশেষ কিছু বাসায় পতিতায় গিজগিজ করে- এটা সবারই জানা। ইংলিশ রোডের কান্দুপট্টি পতিতালয় উচ্ছেদ করার পর এর মাত্রা বেশি দেখা যাচ্ছে। অনেকে বলতে পারেন, কান্দুপট্টি উচ্ছেদের পূর্বেও বাইরে এসব ছিল। এসব ছিল, কিন্তু মাত্রায় কম ছিল। আর কম হলেও থাকার কারণ হলো- কান্দুপট্টির

অপরাধপ্রবণতা।

বৈধতা ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকলে পতিতালয় এতোটা অপরাধ কেন্দ্রে পরিণত হতো না। অবৈধভাবে গড়ে ওঠার কারণেই এখানে এতোটা শোষণ বা অপরাধ হয়।

নারায়ণগঞ্জের টানবাজারস্থ পতিতালয় দেশের পতিতা সমস্যার একটি অতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এটা বহু প্রাচীন একটি পতিতালয়। কান্দুপট্টি পতিতালয় উচ্ছেদের পর এর খদ্দেরের সংখ্যা বেড়ে যায়, কেননা ঢাকা থেকেও অনেক খদ্দের ওখানে যায়। পতিতাদের বেশির ভাগ পুনর্বাসনের বিপক্ষে। যারা এ পথ ছাড়তে ইচ্ছুক নয় তাদের কিভাবে পুনর্বাসন করা হবে?

বর্তমান পতিতালয়টি শহরের প্রাণকেন্দ্র, জনবহুল অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে শহরবাসী এটা উচ্ছেদ চায়। কিন্তু উচ্ছেদ না করে শহর থেকে দূরে যাতায়াতে সুবিধাজনক অঞ্চলে পতিতালয়টি স্থানান্তর করাও যায়। তাতে ভারসাম্যও রক্ষা হয় আবার শহরবাসীর ইচ্ছাও পূর্ণ হয়। তানা করে পুনর্বাসনের কথা বলা হচ্ছে। টাউট বাটপারদের হাত বেয়ে পুনর্বাসনের টাকা পতিতাদের হাতে কতোটা পৌঁছবে? তাতে কি সবার চাহিদা পূর্ণ হবে? আর সবাই কি এ পথ ছাড়বে? এতে করে কি সারা দেশের পতিতা সমস্যা সমাধান হবে? সবচেয়ে বড়ো কথা এর মাধ্যমে কি সমাজে পতিতার চাহিদা অর্থাৎ পুরুষের চাহিদা দূর হবে? বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর না- বোধক। তাই বাস্তবতাকে স্বীকার করা উচিত। পতিতারা সামাজিক প্রতিবন্ধী নয়, সামাজিক (যৌন) সেবক। তারাও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক। সিনেমার নায়িকা, যাত্রা গানের নর্তকী, নৃত্যশিল্পী, নার্সরা যদি চিত্তবিনোদনের বা মানসিক সেবার প্রত্যাশিত কর্মী হয় তবে পতিতারা কেন সামাজিক প্রতিবন্ধী হবে? মদ্যপান ও পানশালার যদি লাইসেন্স ও সরকারি রাজস্ব আয়ের উৎস হয় তবে পতিতা ও পতিতালয় কেন নয়?

বর্তমানে নারায়ণগঞ্জে পতিতা পুনর্বাসনের আন্দোলন চলছে। জনবহুল অঞ্চলে পতিতালয় অবস্থিত হওয়ায় স্থানীয় জনগণের সমর্থন পাওয়ার জন্য মাঝে মধ্যেই এরকম আন্দোলন হয়ে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় হলেও সত্য যে, পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে যে নাগরিক সভা হয় তাতে যাদের পুনর্বাসন করা হবে তাদেরই আসতে দেওয়া হয়নি। এমনকি তাদের কোনো প্রতিনিধিও ছিল না। কেবলমাত্র সম্মিলিত নারী সংগঠন বাস্তবানুগ অবস্থান নিয়ে পতিতা ও পতিতালয় পুনর্বাসন বা উচ্ছেদের বিরোধিতা করেছে। পতিতানেত্রী সাথী ঠিকই বলেছেন, নারায়ণগঞ্জের পতিতা পুনর্বাসন করতে হবে। নগরবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর,

যশোর, টাঙ্গাইল পতিতালয়ের পতিতাও এক সঙ্গে পুনর্বাসন করতে হবে, না হলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো। টানবাজারের মইনুদ্দিন বাড়ির যৌনকর্মী শিল্পী যা বলেছে তা উল্লেখ করার মতো। সে বলছে, যারা যেতে চায় তারা চলে যাবে। কিন্তু এখান থেকে উঠিয়ে দিলে আমরা সমাজে ছড়িয়ে যাবো। এদিকে নিজেরা নিরাপত্তাহীন হবো, অন্যদিকে সমাজেও সমস্যা হবে।' অতএব পতিতা সমস্যা সমাধানে বাস্তবানুগ সতর্ক এবং দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা করা অতি জরুরি।

ভোরের কাগজ
২২-৭-৯৯

টানবাজারের মেয়েরা যৌনকর্মী নয় নির্যাতিতা নারী

ফরিদা আখতার

পত্রিকার শিরোনাম এখন নারায়ণগঞ্জের টানবাজার। না, টানবাজারের সবকিছুই এখন পত্রিকার আলোচনার বিষয় নয়, সেখানে বসবাসকারী মেয়েদের কথাই উঠছে নানাভাবে। কেউ বলছেন পতিতা, কেউ বলছেন যৌনকর্মী, কেউ বলছেন এরা আর দশজনের মতোই নারী। কোনো ভিন্ন গ্রহ থেকে আসেনি এই মেয়েরা। এই পৃথিবীরই প্রাণী এরা। আমাদের মতোই তাদের ক্ষুধা, পিপাসা, ঘুম, ক্লান্তি সবই আছে। তবে কেন এখন এই নারীদের নিয়ে বিশেষ নামে এবং বিশেষভাবে এতো হৈ হট্টগোল হচ্ছে? সেটা কি তাদের জীবিকা অর্জনের বিশেষ উপায় গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের আপত্তি আছে বলে? হ্যাঁ, তারা দেহ বিক্রির মাধ্যমে আয় উপার্জন করে। এই শরীর বেচা হয় শরীরেরই দায়ে, শরীরেরই চাহিদা মেটাতে। এই দেহ কারো না কারো কাছে বিক্রি হচ্ছে। শরীরের খদ্দের আছে, এই পেশাটিতে রয়েছে খদ্দেরের চাহিদা মেটাতে। খদ্দেররা হচ্ছে পুরুষ। তারা ভদ্র হতে পারে আবার ভদ্র নাও হতে পারে। তবে ভদ্র হোক আর অভদ্র হোক উভয় প্রকার পুরুষই টানবাজারে নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন। এই খদ্দেরদের প্রয়োজন মেটাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে পতিতাপল্লী নামে হাজার হাজার মেয়ের আবাস্থল গড়ে উঠেছে। হয়ে গেছে ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড়ো জায়গা। টানবাজারে প্রায় ৩-৪ হাজার মেয়ের প্রতিদিনের আয় হচ্ছে ২০ লাখ টাকা। মাসে এখান থেকে আয় ৬ কোটি টাকা। বাড়িওয়ালারা প্রতিমাসে আয় করছে ১ কোটি ৭ লাখ টাকা। একটি হিসাবে দেখা যায় মাত্র ১১ জন বাড়িওয়ালা ১৫টি বাড়ি থেকে এই অর্থ উপার্জন করছেন। এভাবে প্রায় প্রতিটি বাড়িওয়ালার আয়ই এরকম আকাশচুম্বি। অর্থাৎ বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাবের মতোই এখানে লাখ কোটি টাকার হিসাব। এছাড়া এখানে আরো অনেক ব্যবসা চলছে যেমন মদ, প্রসাধন সামগ্রী, পর্নো পত্রিকা, ভিডিও, সিনেমা ইত্যাদি। ফলে পুরো ব্যাপারটার মধ্যে একটা মোটা টাকার ব্যাপার আছে, যার ভাগ শুধু এই মেয়েরা একা পায় না। আরো অনেকেই পায়। এছাড়া আরো একটি আন্তর্জাতিক চক্র এখানে সক্রিয়। এরা হচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও এইডসের আন্তর্জাতিক সংগঠন বর্তমানে এদের পক্ষে যারা সোচ্চার হয়ে তাদের মধ্যে এইডস ব্যবসায়ীরাও রয়েছে।

এখন একটি বড়ো প্রশ্ন হচ্ছে কি নামে তাদের সম্বোধন করা ভালো? পত্রিকাগুলোতে এখন পতিতা এবং যৌনকর্মী উভয় শব্দই পাশাপাশি ব্যবহার করা হচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন না'গঞ্জের যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের সুপারিশ আছে... যৌনকর্মীদের মানবেতর জীবন... টানবাজারে হত্যা সম্পর্কে দুই পতিতা নেত্রীর ভাষ্য, পতিতারা ৯ দফা দাবি জানিয়েছে, টানবাজার পতিতালয়ে এক পতিতাকে জবাই করে হত্যা... ইত্যাদি। তবে লক্ষণীয় যে, এবার পত্রিকার শিরোনাম এবং লেখায় পতিতার চেয়ে যৌনকর্মী কথাটি বেশি স্থান পেয়েছে। পতিতা শব্দটি তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহার হয়েছে। এই দুটি শব্দের মধ্যে এই মেয়েদের প্রতি সমাজের মন মানসিকতার বড়ো ধরনের পরিচয় পাওয়া যায়। এটা বলাই বাহুল্য যারা তাদের পতিতা বলেন তারা এই মেয়েদের সভ্য সমাজের অংশ মনে করেন না। বিশেষ করে পুরুষরা, যারা নিজেরাই তাদের ভোগ করবে কিন্তু নিজে পতিতা হবে না। পতিতা হবে এই মেয়েরাই। কারণ তারা টাকার বিনিময়ে দেহ বিক্রি করেছে। এর চেয়ে জঘন্য কাজ আর কি হতে পারে? ওদের সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে ফেলে দেওয়া উচিত। ওদের ভোগ করে পয়সা দিয়ে দেওয়ার কারণে পুরুষদের আর কোনো দোষ থাকে না। পয়সা দিয়ে তো খারাপ জিনিসও কেনা যায়, যেমন মদ, সিগারেট, গাজা, ভাঙ। এতে করে কি বলার আছে? পুরুষ সেভাবেই নারীদের পয়সা দিয়ে ভোগ করছে। সমাজের সর্বস্তরের নারীরাও এদের খারাপ মেয়েই ভাবে। অতএব তাদের কাছেও এরা পতিতা। নারীর স্বামী এদের খদ্দের। ফলে স্বামীর এই যাওয়াটা তাদের খাছে খারাপ লাগে, লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়। তখন প্রতিক্রিয়া হিসেবে তারা স্বামীর ওপর অভিমান করেন আর এই পতিতাদের করেন ঘৃণা। আবার যারা এদের যৌনকর্মী বলছেন, তারা একই কাজকে একটু ভিন্নভাবে দেখার জন্য বৃথা চেষ্টা করছেন বলেই আমার মনে হয়। তারা বলতে চাইছেন এরা যা করছে তা কোনো খারাপ স্বভাব বা অনৈতিক কাজ হিসেবে নয়, বরং করছে আর দশটি আয় উপার্জনের কাজ হিসেবে। ঠিক যেমন শ্রমিকের কাজ বা অফিস আদালতের কাজ। যৌনকর্মী যারা বলছে তারা এটাকে একটা পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। এই পেশা নাকি মহিলারা নিজের ইচ্ছায় বেছে নিতে পারে। কাজেই অধিকাংশ মহিলা বাধ্য হয়ে এই কাজে আসলেও মাত্র কয়েকজনও যদি নিজের ইচ্ছায় এসে থাকে তাহলে তাদের সেই কাজকে সমাজের আর দশটি পেশার মতোই স্বীকৃতি দিতে হবে। কাজ এবং পেশা দুই দিক থেকে পতিতা না বলে যৌনকর্মী বলার জন্যে বেশকিছু নারী সংগঠনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই শব্দটি পত্রিকার এবং কথাবার্তায় স্থান

পেয়েছে। যৌনকর্মী শব্দটি কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার পিছনে একটি কারণ হচ্ছে আসলে অনেকেই পতিতা শব্দটি ব্যবহারের বিপক্ষে। বেশ্যা তো নয়ই। কারণ নারী আন্দোলনের একটি অংশ মনে করে এরা পরিস্থিতির শিকার হয়ে এখানে এসে এভাবে জীবনযাপন করতে এবং নিজের শরীর বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়েছে। এবং এখনো তাদের এখানেই থাকতে হচ্ছে। এরা ইচ্ছা করলেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। এমনকি ওরা যদি বলেও আমি এ কাজ করতে চাই না, অন্য কাজ করতে চাই তাহলে সমাজ তাকে পতিতালয়ের বাইরে সম্মানজকনভাবে বাঁচার ঠাঁই দেবে না। তার মাথায় তিলক ফোটার মতো পতিতা কথাটি গাঁথা হয়ে আছে। ওরা বাইরে গেলে স্যান্ডেল পরার অধিকার থাকে না। যেন তাদের সহজেই চেনা যায়। এদের পতিতা বা এই ধরনের কোনো নামে আখ্যায়িত করা মানে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটির জন্য এদেরই শুধু দায়ী করা। সমাজে পাপ আছে বলেই কাউকে না কাউকে পাপী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পাপী শুধু এ মেয়েরা নয়, আরো অনেকেই আছে। তাদের যদি কোনো নাম দেওয়া না হয় তাহলে এই মেয়েদের কেন চিহ্নিত করা হবে?

যৌনকর্মী শব্দটি অবশ্য বাংলাদশে তৈরি হয়নি। এসেছে বিদেশ থেকে। ইংরেজিতে বলা হচ্ছে Sexworker। তারই অনুবাদ হচ্ছে যৌনকর্মী। পতিতার ইংরেজি হচ্ছে Prostitute। এই শব্দটি নিয়ে বহু আপত্তি হয়েছে। তাই অনেকে সরাসরি Prostitute না বলে women in Prostitution কথাটি ব্যবহার করেন। সত্তর দশক থেকেই পতিতাবৃত্তির পক্ষে এবং পতিতাদের সমাজে হেয় করে দেখার বিপক্ষে একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীদের অধিকার নিয়ে বহু কথা হয়েছে। পতিতাবৃত্তিতে যারা আছে তারা সবাই স্বভাবগতবাবেই খারাপ, তারা যৌনবৃত্তিতে ভুগছে, তাই তারা এই পেশায় আছে- এই আন্দোলন মূলত এমন মনোভাবের বিরুদ্ধেই একটি প্রতিবাদ।

কিন্তু বিষয়টি গুরুতর। পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত মেয়েদের পক্ষ নেয়া এক কথা আর পতিতাবৃত্তিকে কাজ হিসেবে বা মেয়েদের স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার মতো একটি পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। কিন্তু এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত মেয়েদের কথা বলতে গেলেই প্রথম কথা ওঠে তাদের কি নামে ডাকা হচ্ছে। তাদের পতিতা বলা যাবে না। এতে সবাই একমত। অর্থাৎ যে কারণেই হোক মেয়েরা দেহ বিক্রি করলেই তাকে নীতি ধর্ম আইন বা সাংস্কৃতিক বাছ বিচারের মানদণ্ডে মন্দ বা পতিত বলা যাবে

না এবং সমাজে অধঃপতিত বলে গণ্য করা যাবে না। কিন্তু যখন বলা হয়, থাকার জন্য বা সহজে কম সময়ে অনেক টাকা আয় করার উপায় হিসেবে যে পেশা তারা গ্রহণ করছে সেটা একটা কাজ এই কাজের ধরন হচ্ছে যৌন সেবা, অতএব তাদের যৌনকর্মী নামে আখ্যায়িত করতে হবে- তখন আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিপজ্জনক প্রবণতার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াই। নারী আন্দোলনের মধ্যে এই বিষয়ে তীব্র মতভেদ আছে।

এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচিত হচ্ছে নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে। এই সকল প্রশ্ন আগে ওঠেনি এমন নয়। তবে নারী আন্দোলনের মধ্যে এই প্রশ্নে সুস্পষ্ট বিভক্তির শুরু এই নব্বই দশকে। যৌনকর্মী শব্দটির প্রয়োজন এর আগে হয়নি। এই একই সময় বিশ্বে অর্থনীতির অবস্থাও খুব ভালো যাচ্ছে না। গ্লোবালাইজেশনের ফলে বহু দেশেই পুরুষরা বেকারত্বের মধ্যে আছেন। মেয়েরা শ্রমিক হিসেবে হাজির হচ্ছে সস্তা শ্রমনির্ভর শিল্প ও কল কারখানায়। এদের অনেক জায়গায় শ্রমিক হিসেবেও স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না। এদিকে বিশ্বে ধনী দেশের বিলাসী মানুষের বিদেশ ভ্রমণ এবং তাদের যৌনক্ষুধা মেটাবার জন্য গড়ে ওঠে এক বিরাট শিল্প, যার নাম হচ্ছে sex industry। পর্যটনের সঙ্গে এই শিল্প অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই শিল্পের প্রসার এতো বাড়ছে যে, এর জন্য এখন বাংলাদেশের মতো দেশগুলো থেকে মেয়েদের পাচার করে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। তারপর তাদের যৌন কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে। থাইল্যান্ডে সরকার পর্যটন পরিকল্পনার আওতায় পতিতাবৃত্তিকে জাতীয় শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পর এমন হয়েছে যে, সেই দেশের সব মেয়েকেই মনে করা হতো যে তারা পতিতা। ফলে রাস্তায় দাঁড়ানো যে কোনো মেয়ের কাছে গিয়ে পর্যটকরা বলা আরম্ভ করলো তার সঙ্গে মেয়েটি শোবে কিনা। এটাই কি কাজ? এই আয়ের উৎসবে কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিলে কি মেয়েদের কোনো উপকার হবে? নাকি যারা তাদের ভোগ করছে তাদের এই ভোগ করাকেই যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করা হবে?

অর্থনীতিতে নারীরা যেসব মূল্যবান কাজ করেন যেমন কৃষিকাজ এবং অন্যান্য উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড- সেই সকল কাজকে জাতীয় পরিসংখ্যান এবং জাতীয় আয় নির্ণয়ে কোনো স্বীকৃতি দেয়া হয় না। মেয়েদের কাজের কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই। ফলে এগুলো কোনো কাজই নয়। প্রখ্যাত নারী অর্থনীতিবিদ মেরিলিন ওয়েরিং ১৯৮৮ সালে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এই গ্রন্থের নাম হচ্ছে কাউন্টিং ফর নাথিং। এই গ্রন্থে তিনি অভিযোগ করেছেন যে, পুরুষ অর্থনীতিবিদরা মজুরি ছাড়া নারী

কাজকে কখনই মূল্যায়ন করতে পারেনি। পুরুষতান্ত্রিক অর্থনীতির হিসাব অনুযায়ী যেই কাজে মুনাফা উৎপাদিত হয় না, শ্রম বেচাকেনা হয় না সেটা কাজ নয়। অথচ নারীরা ঘরের ভিতরে এবং বাইরে এমন হাজারো কাজ করেন যা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এখন বলা হচ্ছে পতিতাবৃত্তি এক ধরনের সেবা, এর বিনিময়ে মজুরি দেওয়া হয়, অতএব এক ধরনের কাজ। কিন্তু এটা কি ধরনের সেবা? এই সেবায় যে নারী নিয়োজিত সে তার শরীর হারাচ্ছে, নিজের দেহ এবং ব্যক্তিত্বের চরম অবনতি ঘটাচ্ছে। যদি পয়সার বিনিময়ে যৌন কাজে নারীর মানসিক কোনো ক্ষতি না হয় তাহলে কদিন পর ধর্ষণের বিরুদ্ধে আর কথা বলা যাবে না। পুরুষ যদি টাকা দিয়ে নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করে তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। ধর্ষণ আর পতিতাবৃত্তির পার্থক্য হচ্ছে ধর্ষণে সম্মতি থাকে না আর পতিতাবৃত্তিতে থাকে। কারণ তার বিনিময়ে সেই মেয়েকে টাকা দেওয়া হয়। দাবি করা হচ্ছে, পতিতাবৃত্তি যেকোনো শারীরিক পরিশ্রমের কাজের মতো একটি দক্ষতাসম্পন্ন সেবামূলক কাজ। আবার সেবামূলক কাজ হিসেবে বললে নার্স হওয়া এবং বিমান বালা হওয়াও দক্ষতাসম্পন্ন কাজ অথচ এককালে মেয়েদের এই কাজ করা যথেষ্ট কষ্টকর ছিল। কারণ এই কাজ দুটোতে সেবার মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও একই সঙ্গে পুরুষ রোগী এবং পুরুষ যাত্রীর মনোরঞ্জন করার মতো যোগ্যতাও তাদের প্রয়োজন হতো। পরবর্তীকালে এই সেবামূলক পেশা থেকে পুরুষদের মনোরঞ্জনের ব্যাপারটিকে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু পুরুষদের যৌন প্রয়োজন মেটানো এবং মনোরঞ্জন করাটাও একটা দক্ষতাসম্পন্ন কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বড়ো সমস্যা আছে। অন্যান্য সেবামূলক কাজের সঙ্গে পতিতাবৃত্তিকে এক করে দেখানোর সমস্যা হচ্ছে যে এখানে সরাসরি নারী তার নিজের শরীর একজন অপরিচিত পুরুষকে ভোগ করতে দেওয়ার মধ্যদিয়ে তার কাজ বা পেশার স্বীকৃতি লাভ করে। এটা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

নারী আন্দোলনের মূল কথা ব্যক্তি হিসেবে নারীর প্রতিষ্ঠা। তার মন ও শরীরের অবিচ্ছেদ্য ঐক্য ও অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠাই নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রধান ও মৌলিক লক্ষ্য। একটি মেয়ে যদি কোনো কারণে যৌনতাকে তার জীবনযাপনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে সেই কারণে তাকে পতিতা, বেশ্যা, গণিকা বা অন্য কোনো অধঃপতনের ভাষা দিয়ে চিহ্নিত করার বিরুদ্ধে নারী আন্দোলন যেমন সোচ্চার, একই সঙ্গে তারা এই ধরনের নারীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করে ও লড়ে। অর্থাৎ পতিতা বলে কোনো নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না,

অবমাননা করা যাবে না। তাকে কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটাই প্রগতিশীল নারীবাদের অবস্থান। একই সঙ্গে প্রগতিশীল নারীবাদ মনে করে পতিতাবৃত্তি টাকার প্রয়োজনে বা অনিচ্ছায় নারীকে অপরিচিত পুরুষের কামনার বস্তুতে পরিণত করে, যার সঙ্গে নারীর কোনো মানসিক সম্পর্ক নেই। অতএব এই সম্পর্ক চরিত্রের দিক থেকেই নারী নির্যাতন বা সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স ছাড়া আর কিছুই নয়। একে কাজ বা পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া মানে নারী নির্যাতন বা যৌন নিপীড়নকেই মোলায়েম ও মসৃন করে বৈধ করে তোলা। এটা প্রগতিশীল নারীবাদের কাছে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বুর্জোয়া নারীবাদ বা ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে সকল নারীরা পতিতাদের পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে দেহ বিক্রি ও পুরুষের লালসা চরিতার্থ করাকে একটি কাজ বা পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে তারা শেষমেশ সেক্স ইন্ডাস্ট্রির পিম্প বা দালালি ছাড়া আর কোনো মহৎ কিছু করতে পারে না। পতিতাবৃত্তিকে একটা পুঁজিতান্ত্রিক মুনাফা কামাবার ক্ষেত্র হিসেবে ওকালতি করে বেড়ানোই তাদের নতুন দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। টানবাজারের নির্যাতিত নারীদের যৌনকর্মী বললে মেয়েদের কোনো লাভ হয় না। সমাজে তাদের নতুন কোনো লাভ হয় না। সমাজে তাদের নতুন কোনো মর্যাদা লাভ হয় না। লাভ হয় বাড়িওয়ালা, গুন্ডাদের সর্দার, পুলিশ, মাদক ব্যবসায়ী ও আরো প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য মুনাফালোভী চক্রের।

নারী তার নিজের স্বাধীন সত্তার অবস্থানে দাঁড়িয়ে তার ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গ ও সম্পর্ক লাভের তাগিদ, চাহিদা ও অধিকার নিয়ে লড়ে। যখন আমরা নারীর ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতির জন্য সংগ্রাম করছি সেই পর্যায়ে পুরুষের বিকৃত লালসা চরিতার্থ করার জন্য নারী দেহ ব্যবহারকে কাজ বলে দাবি করা হয়েছে। গণমাধ্যমগুলো এই কাজগুলো করছে প্রধানত এ বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা থেকে। অনেকে হয়তো ধরে নিয়েছেন নারীবাদের দিক থেকে নির্যাতিত নারীকে যৌনকর্মী বলা সঠিক। এটা সত্য যে নারীবাদের মধ্যে বুর্জোয়া বা উচ্চ বিত্তের একটি অংশের মধ্যে যৌনকর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর চিন্তা কাজ করে। কিন্তু বলে রাখি, কখনই এই চিন্তা নারী মুক্তি আন্দোলনের মূল ধারার প্রধান প্রবণতা নয় । গত দশকেই সেটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। বিশেষত পুঁজিতান্ত্রিক গ্লোবালাইজেশন এবং নারীকে ক্রমাগত পণ্যে রূপান্তরের প্রক্রিয়া তীব্র হওয়ার মুখে দুনিয়াব্যাপী নারী আন্দোলন এই প্রবণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

টানবাজারের মেয়েদের নিয়ে সমাজ এখন বহুধা বিভক্ত। এই বহু বিভক্ত

গোষ্ঠীর মধ্যে আছে সরকার, রাজনৈতিক দল ও নেতা, বাড়িওয়ালা, পুলিশ, মাস্তান, নারী আন্দোলন সংগঠন, এনজিও, এইডস নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠন ইত্যাদি। এর মধ্যে একেবারে নীরব যারা আছেন তারা হলেন এই খদ্দেররা। শুধু জানা যাচ্ছে, টানবাজারের অস্থিতিশীল অবস্থায় তারা যেতে পারছেন না বলে মেয়েদের নাকি আয় বন্ধ হয়ে গেছে। আবার পত্রিকায় সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে যে পতিতাপল্লী থেকে মেয়েরা চলে গিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের ব্যবসা নাকি চলছে। তার অর্থ কি? সবখানেই খদ্দের আছে। খদ্দেরদের তো পল্লী লাগে না। ওরা ক্রেতা ওরা যেখানে তাদের ভোগের সামগ্রী পায় সেখানেই ছুটে যেতে পারে। শুধু পকেটে পয়সা থাকলেই চলে। এখন যখন পতিতালয় উচ্ছেদের কথা উঠলো তখন বিভিন্ন মহল বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অনেকেই উচ্ছেদের বিপক্ষে, এমনকি সুচিন্তিত ব্যবস্থা না হলে পুনর্বাসনেরও বিপক্ষে। তবে খুব মজা লেগেছে পত্রিকাগুলোতে পতিতাদের উচ্ছেদের বিপক্ষে বলতে গিয়ে আসলে খদ্দেরদের জন্যই মায়াকান্না করা হয়েছে।

পত্রিকায় টানবাজারের মেয়েদের ছবি ছাপানো হচ্ছে খুবই আকর্ষণীয়ভাবে। এটা পত্রিকা বিক্রির জন্যে খুবই ভালো বুঝলাম, কিন্তু যাদের পুনর্বাসন করতে চাচ্ছে তারা তো মেয়েদের শুধু পতিতাপল্লী থেকে নয়, সমাজ থেকেই উচ্ছেদ করে দিচ্ছে। এই মেয়েদের যেখানেই রাখা হোক না কেন তাদের চিহ্নিত করে সমাজ তার প্রতি কি উপকার করতে চাচ্ছে? একটি মেয়েকে ধর্ষিত হওয়ার পর বিনা দোষে সারাজীবন ভুগতে হয়। একাত্তরের যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসরদের লালসার শিকার হয়ে যে মেয়েরা সম্ভ্রম হারিয়েছিল সমাজ তাদের বীরাঙ্গানা আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু পাশে বসার অধিকার দেয়নি। বরং তাদের গায়ে কলঙ্কের চিহ্ন আরো ভালোভাবে লেপ্টে দিয়েছে।

এখন কি টানবাজারের মেয়েদের ছবি প্রতিদিন পত্রিকায় ছাপিয়ে এবং তাদের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে সিরডাপের মিলনায়তনে অধিকারের কথা তুললেই সব হয়ে যাবে? এই মেয়েদের ছবি ছেপে আমরা কি আরো বড়ো ধরনের অন্যায় তাদের প্রতি করছি না? বর্তমানে একটি বিষয়ে অনেকেই একমত পোষণ করেন যে ধর্ষণের শিকার মেয়েদের ছবি যেন প্রকাশ না হয়। তেমনি পতিতাবৃত্তি ব্যবসায়ী চক্রের শিকার এ মেয়েদের ছবি কেন ছাপা হচ্ছে?

তাহলে এখন বিতর্ক কেবল পুনর্বাসন বা উচ্ছেদের পক্ষে বা বিরুদ্ধে নয়, আলোচনা হওয়া দরকার সার্বিকভাবে পতিতাবৃত্তির প্রশ্নে আমাদের অবস্থানটা কি? আমরা যারা বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি এই বিষয়ে

তাদের স্বচ্ছতা অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পতিতাপল্লীর উচ্ছেদ কিংবা সেখানকার বাসিন্দা মেয়েদের পুনর্বাসন নিছকই কথার কথা মাত্র। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার স্বভাবের কারণেই মেয়েদের শরীর ব্যবহার করে। হয় সস্তা শ্রম হিসেবে অথবা যৌন ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়োগের জন্য। টানবাজার উচ্ছেদের অর্থ আরো বৃহৎ টানবাজার তৈরি করা। ভয় হয় টানবাজারের মেয়েদের যৌনকর্মী আখ্যা দিয়ে তারই শর্ত গণমাধ্যমগুলো গড়ে তুলছে কিনা। সকলকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যই এই লেখা।

ভোরের কাগজ
২৬-৭-৯৯

পতিতা বিতর্ক প্রসঙ্গে

রাশেদ খান মেনন

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কবিতায় পতিতাদের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ঐ কবিতার প্রতিটি পঙক্তি পতিতালয় সম্পর্কে সমাজের মনোভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রুপ, শ্লেষ ও বিদ্রোহের প্রতিফলন। সমাজকে তিনি ঐ সত্য কথাগুলো উচ্চারণে জাগাতে চেয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন পার হয়েছে। সেই বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মশতবর্ষে পতিতা ও পতিতাবৃত্তি নিয়ে আরেক তুলকালাম ও বিতর্ক চলছে এই বাংলাদেশে।

এই বিতর্কের সূত্রপাত নারায়ণগঞ্জের বহু পুরোনো টানবাজার পতিতাপল্লী উচ্ছেদের ঘটনা থেকে। হঠাৎ করেই যেন নারায়ণগঞ্জে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব এই পতিতাপল্লী উচ্ছেদের ব্যাপারে এতো উদগ্রীব হয়ে উঠলো। অবশ্য বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পতিতাপল্লী উচ্ছেদের ব্যাপারে স্থানীয় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, সামাজিক নেতাদের আন্দোলন লক্ষ্য করা গেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, ঐ আন্দোলনের পিছনে ধর্ম বা সমাজ হিতৈষীর চেয়ে পতিতাপল্লীর সম্পত্তি দখল বা অন্য কোনো আর্থিক লাভালাভের বিষয় কাজ করেছে। বছরখানেক আগে ঢাকার পুরোনো পতিতাপল্লী কান্দুপট্টি উচ্ছেদের পিছনে ঐ এলাকায় দখলদারিত্বের বিষয় কাজ করেছে। নারায়ণগঞ্জের ক্ষেত্রে কেবল আর্থিক লাভালাভ নয় ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনেরও লক্ষ্য ছিল। সংবাদপত্রে যে সব অনুসন্ধানী রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে জানা যায় যে, এখানেও সেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দল বিএনপির বিরোধ। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র ক্ষমতাধর ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে যে প্রতিদ্বন্দ্বী গড়ে উঠেছিল তার আর্থিক শক্তির ভিত্তি ছিল নাকি ঐ পতিতালয়ের বাড়ির মালিকানা থেকে পাওয়া অর্থ। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জে উত্তর-দক্ষিণ অঞ্চলের রাজনৈতিক আধিপত্যের বিষয়ও এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এ কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় এ কারণে সরকারের তরফ থেকে পুনর্বাসনের কথা বলে টানবাজার পতিতালয় উচ্ছেদের ঐ ঘটনা ঘটানো হলেও পরবর্তী ঘটনাদৃষ্টে এটা পরিষ্কার যে, ঐ পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারের কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না, এখনো নেই। টানবাজারের ঐ পতিতাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকার গঠিত টাস্কফোর্স ও ইউএনডিপি একটি জরিপও চালিয়েছে মাত্র কদিন আগে। কিন্তু তার পরপরই রাতের আঁধারে পুলিশ ও মাস্তান মিলে টানবাজারের ঐ পতিতাদের তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে

তাতে তালা লাগিয়ে দেয়। নারায়ণগঞ্জের ঐ পতিতাপল্লীর এভাবে উচ্ছেদ এতোই অমানবিক ছিল যে সরকারি কর্তৃপক্ষও তার সপক্ষে কোনো কথা বলতে পারেনি- সংবাদপত্রের কাছ থেকে পালিয়ে থেকেছে। গত ৪ দিন ধরে গাজীপুরের কাশিমপুর ও পুবাইল ভবঘুরে কেন্দ্রে আটকে রাখা পতিতাদের প্রতিবাদ ও প্রতিদিন অশান্তি সৃষ্টির খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সরকারি তথ্য বিবরণীতে বলা হয়েছে যৌনকর্মীদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের পুনর্বাসিত করা হয়েছে। এবং তাদের ঐ ভবঘুরে কেন্দ্রে খাদ্য, চিকিৎসা ও বিনোদন সুবিধাদি দেয়া হয়েছে। উপযুক্ত কাউন্সেলর ও মটিভেটর নিয়োগ করে এদের সমাজের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে সরকারি তথ্য বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা সম্পর্কিত বিধিতে (বিধি ১৮(২)) স্পষ্টভাবে বলেছে যে গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। বাংলাদেশের সংবিধানে এই সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরও বাংলাদেশে গত ২৮ বছরে রাষ্ট্র ও সমাজের নাকের ডগায় এই পতিতাবৃত্তি অব্যাহত থেকেছে। রাষ্ট্র এই পতিতাবৃত্তির জন্য লাইসেন্স প্রদান করেছে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হলফ গ্রহণ করে অসহায় মেয়েরা পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময় উত্তর বাংলার গাইবান্ধা জেলায় এক দিনে শতাধিক বিপন্ন মেয়ের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এফিডেভিট করে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ সেই সময় বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং সংবিধানে যাই থাক, এই গণিকাবৃত্তি প্রসারে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই সেই পতিতাদের যখন পুনর্বাসনের প্রশ্ন আসে তখন রাষ্ট্রের দায়িত্বের প্রশ্ন এসে যায়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সরকার বলছে যে, ঐ পুনর্বাসনের জন্যই টানবাজার পতিতাপল্লী উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং তার জন্য সরকার তার নিজ তহবিল থেকে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। অপরদিকে সরকার এই কার্যক্রমের সঙ্গে ইউএনডিপিকেও যুক্ত করেছে। তারাও ১০ কোটি টাকা খরচ করবে।

অতি উত্তম কথা। কিন্তু গত কদিনের ঘটনার পরিণতি কি হয়েছে। এটা ঠিক যে টানবাজার ও নিমতলীর অধীনে ৩০০ পতিতাকে ভবঘুরে কেন্দ্রের আশ্রয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলের প্রায় হাজারের কাছের পতিতারা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন পড়েছিল কান্দুপট্টির পতিতারা। ঢাকায় অবস্থাটা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, চন্দ্রিমা উদ্যান অথবা রমনা

পার্কের পাশ দিয়ে মেয়েরা একলা চললে তাদের সঙ্গে পরিচয়পত্র রাখতে হতো যাতে তাদের পুলিশি বা অন্য কোনো হয়রানিতে না পড়তে হয়। নারায়ণগঞ্জের অবস্থাও সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী একই দাঁড়িয়েছে বলে প্রকাশ। এতো গেলো ঐ ঘটনার আপাত পরিণতি। কিন্তু পতিতাবৃত্তির উৎস বন্ধ করা না গেলে তার রোধ কিভাবে করা যাবে। পতিতাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞাসা করা হলে তারা নাকি বলেছে, আগে নদী ভাঙন লোকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন, বস্তির মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন তারপর আমাদের পুনর্বাসনের কথা বলবেন।

আসলে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, নারায়ণগঞ্জ পতিতাপল্লী কেবল নয়, সারা দেশে এই অসম্মানের বৃত্তিতে যারা জড়িত তাদের এখানে আসার কাহিনী ঐ দারিদ্র্য, নদী ভাঙন গ্রামে কাজ না পাওয়া- এসব ঘটনার মধ্যে। নিজেদের পেট বাঁচাতে গ্রাম থেকে শহরে উঠে এসে নানাভাবে এদের অধিকাংশই পতিতাপল্লীতে স্থান পেয়েছে।

এই দারিদ্র্যের পাশাপাশি সমাজের ভোগ লালসা ও নারী মাংসের বেচাবিক্রির খুব শক্তিশালী চক্র এই পতিতাবৃত্তির বিস্তারের সঙ্গে যুক্ত। কেবল এ দেশেই নয় প্রতিদিন পতিতাবৃত্তির জন্য এ দেশ থেকে মেয়েদের বাইরে পাচার করা হচ্ছে। সরকারি কর্তৃপক্ষ জানেন না বিষয়টি এমন নয়। মাঝে মধ্যে এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও তা অব্যাহতই আছে। এই গত বুধবারই জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার রিপোর্ট অনুসারে, নারী শিশু নির্যাতন ও পাচার সংক্রান্ত ঘটনা চলতি বছরের মার্চ মাসেই ২ হাজার ৫৮৩-তে পৌঁছেছে। ঐ তথ্য অনুসারেই এটা পরিপূর্ণ পরিসংখ্যান নয়।

একদিকে দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা ও অপরদিকে নারী ব্যবসা- একে বাদ দিয়ে ঐ পুনর্বাসন প্রক্রিয়া খুব স্বাভাবিকভাবেই কোনো ফল দেবে না। ঐ পতিতাদের একজন বলেছে যে, ভবঘুরে কেন্দ্রের নারী নির্যাতনই তাকে পতিতাবৃত্তির পথে ঠেলে দিয়েছে। সুতরাং পতিতা পুনর্বাসন করতে হলে সামগ্রিকতার ভিত্তিতে করতে হবে।

দেশের এই পতিতা বিতর্কে আরেকটি নতুন উপাদান সম্প্রতি সংযুক্ত হয়েছে। সেই উপাদানটি হচ্ছে- এই পতিতাদের যৌনকর্মী হিসেবে আখ্যা দান নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিকর। কারণ যৌনকর্মী বলার মধ্য দিয়ে পতিতাবৃত্তিকে কর্ম বা পেশার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। বস্তুত পুঁজিবাদি দেশগুলোতে এ ধরনের যৌনাচারের ব্যবস্থাকে বিশাল পুঁজি বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যৌন শিল্প বা সেক্স

ইন্ডাস্ট্রিতে রূপ দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর এই সেক্স ইন্ডাস্ট্রিগুলো নারী মাংসের বেচাকেনা করে বিপুল মুনাফা লুটে থাকে। এর মধ্যে নারীত্বের অবমাননা কেবল নয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহারের ঘৃণ্য চিত্রকেও তুলে ধরে।

পতিতাদের উপর সরকার ও সমাজের নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে এই নারী দেহ ব্যবসাকে কর্ম বা বৃত্তি হিসেবে দেখার অর্থ হবে ঐ পুঁজিবাদী ভোগবাদী ব্যবস্থার এই কদর্য রূপটিকে সমর্থন করা। পতিতাবৃত্তিকে এভাবে পেশা হিসেবে উপস্থাপনা সাধারণ মনে আরো অন্যান্য বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করে। কর্মের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব এই কর্মের অধিকার নিশ্চিত করা। 'দেহ ব্যবসাকে কর্ম বলে স্বীকার করলে মানুষের ঐ মৌল অধিকারটিই বিকৃত হয়ে যায়। কর্ম কখনোই নৈতিকতার বাইরের বিষয় নয়। ঐ নৈতিকতা অবশ্য এক এক সমাজ ব্যবস্থায় এক এক রূপ নিয়ে থাকে। কিন্তু কতোগুলো মৌলিক নৈতিকতার প্রশ্ন সব সমাজেই একইভাবে বিদ্যমান। পৃথিবীর আদি ব্যবসার একটি এই নারীদেহ ব্যবসা কখনো কোনো সমাজ ব্যবস্থাই স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেনি, যদিও সমাজের উচ্চবিত্তদের জন্য রকমফের করে এই ব্যবস্থা বহাল থেকেছে।

তাছাড়া এভাবে বিষয়টি আনা হলে পতিতা উচ্ছেদের নামে ক্ষমতাসীনরা যে অমানবিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদপেক্ষ নিয়েছে সেটাও এই বিতর্কের আড়ালে পড়ে যাবে। এ ধরনের বক্তব্য জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়াতে সাহায্য করবে। ভোরের কাগজ-ই খবর দিচ্ছে যে টানবাজারের পতিতাদের প্রশ্ন নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়েরসহ বিভিন্ন এনজিওদের তৎপরতা ঐ অঞ্চলে জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অথচ টানবাজারের ঘটনায় ক্ষমতাসীন মহলে আইন, নিয়মনীতি ও ব্যক্তি অধিকারের যে লঙ্ঘন ঘটিয়েছে তার প্রতিটি বিষয় আদালতের নজরে এনে তার প্রতি বিধানের ব্যবস্থা করা উচিত।

তাই পতিতাবৃত্তি নিয়ে কোনো খণ্ড আলোচনা বা বিতর্ক নয় সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেই এই বিতর্ক হওয়া উচিত। কেবল তখনই পতিতাবৃত্তি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে আমরা সক্ষম হবো।

ভোরের কাগজ
৩১-৭-৯৯

পঞ্চম অধ্যায়

২৩ জুলাই ১৯৯৯ মধ্যরাতে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয় উচ্ছেদ অভিযান এবং ২৬৭ জন যৌনকর্মীকে তাদের ইচ্ছার বিরূদ্ধে পুনর্বাসনের নামে জোরপূর্বক কাশিমপুর ভবঘুরে কেন্দ্রে আটক রাখার বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করে সংহতি সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক হাইকোর্টে একটি রীট দাখিল করে।

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত এই রায়ে সরকারের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীরা জয়লাভ করে যা প্রান্তিক সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্টির আইনগত ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

টানবাজার উচ্ছেদ, যৌনকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার্থে আইনি লড়াই

হোসেন শহীদ সুমন

২৩ জুলাই ১৯৯৯ মধ্যরাতে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত টানবাজারে ও নিমতলী পতিতালয় উচেছদ অভিযান এবং ২৬৭ জন যৌনকর্মীকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুনর্বাসনের নামে জোরপূর্বক কাশিমপুর ভবঘুরে কেন্দ্রে নিয়ে আটক রাখার বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করে ৮৬টি নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত মানবাধিকার মোর্চা সংহতি সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক হাইকোর্টে একটি রীট আবেদন দাখিল করে।

সংহতির পক্ষে রীট আবেদনে আবেদনকারী হিসেবে স্বাক্ষর করেন-

মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা (BSEHR)

নারীপক্ষ

জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি (BNWLA)

বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম (BMSF)

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (ASK)

রীট আবেদনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে যাদেরকে প্রতিপক্ষ/ বিবাদী করা হয়-

১. সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩. সমাজসেবা অধিদপ্তদরের মহাপরিচালক
৪. জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ
৫. পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ
৬. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সদর থানা

মানবাধিকার মোর্চা সংহতির পক্ষ থেকে এই রীট আবেদনে যে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয় সেগুলো হচ্ছে -

● টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ের নিবাসী যৌনকর্মীরা দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন বাড়িওয়ালাদের সাথে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে থেকে তাদের পেশা পরিচালনা করে আসছিলেন এবং ভোটার তালিকায় পেশার ঘরে পতিতাবৃত্তি হিসেবে তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল, এমতাবস্থায় রাতের আঁধারে

যৌনকর্মীদের তাদের আইনগত আবাস স্থল থেকে উচ্ছেদ, শারীরিকভাবে নির্যাতন এবং আইন সংগত, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া আটক রাখা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ, বেআইনি এবং মানবাধিকারের পরিপন্থী।

● যথাযথ কারণ ও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই সাবালক নারীদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভবঘুরে কেন্দ্রে আটক রাখা সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

● পুনর্বাসন একটি অংশগ্রহনমূলক প্রক্রিয়া যেখানে পুনর্বাসনকারী দাতা সংস্থা এবং সর্বপোরি উপকারভোগীর সমান অংশগ্রহণ প্রয়োজন। শারীরিক ও যৌন হয়রানি করে বলপূর্বক কোনো একটি স্থানে আটক রেখে কখনও পুনর্বাসন হতে পারেনা। সরকারের এহেন পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকারের অদক্ষতা, অসচ্ছতা এবং অসৎ উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হয়েছে।

এই কারণ সমূহের উল্লেখ করে মহামান্য আদালতের কাছে রুলনিশি কামনা করা হয়। আদালত ৫টি কর্মদিবসে বিস্তারিত শুনানী শেষে ১৪.৩.২০০০ তারিখে অবিভক্ত রায় প্রদান করেন। বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করিম দীর্ঘ ৬২ পৃষ্ঠার একটি রায় প্রদান করেন এবং অপর বিচারপতি জনাব মো. আব্দুল ওয়াহাব মিয়া প্রদত্ত রায়ের সাথে একমত প্রকাশ করেন। এই রায় বাংলাদেশের যৌনকর্মীদের আইনগত লড়াইর ক্ষেত্রেই শুধু নয় বরং দেশের মানবাধিকার আন্দোলনের জন্যও একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

হাইকোর্টের রায়ে যে বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়-

● বাংলাদেশে প্রচলিত কোনো আইনেই পতিতাবৃত্তি বা যৌনকর্মকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। বিভিন্ন আইনে কেবল মাত্র পতিতালয় পরিচালনা এবং বলপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার জন্য শাস্তি বিধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু সামাজিক বিধি নিষেধ রয়েছে তথাপি যৌনকর্মীরা সম্মতির মাধ্যমেই তাদের পেশা পরিচালনা করছে যা দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বেআইনি বা অবৈধ নয়।

● যদিও সংবিধানের মুখবন্ধে মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম বলা হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ শরিয়া আইনের দ্বারা পরিচালিত নয়, যে আইনে স্বামী ব্যতিত অন্য কারো সাথে দৈহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ এবং জেনা হিসেবে উল্লেখ করে পাথর ছুঁড়ে মৃতুদন্ডের উল্লেখ থাকলেও তা আমাদের দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বলবৎ যোগ্য নয়। রায়ে বলা হয় যে, দেশের

প্রচলিত আইনে পতিতাবৃত্তিকে অবৈধ/ বেআইনি ঘোষণা করা না হলেও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে কখনই যৌনকর্মকে উৎসাহিত করেনি বরং প্রয়োজন বোধে পতিতাবৃত্তি রোধে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে বলে সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে।

● বেআইনি উচ্ছেদ ও কাশিমপুর ভবঘুরে কেন্দ্রে আটক রাখা প্রসংগে রায়ে বলা হয় যে - আমাদের সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদে নিরাপত্তার অধিকার এবং প্রত্যেক নাগরিকেরই আইনের আশ্রয় লাভের নিশ্চিয়তা বিধান করা হয়েছে এবং যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা ছাড়া কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সুনাম এবং সম্পত্তির স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না। সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে বলা হয় প্রজাতন্ত্র হবে গণতন্ত্র এবং যেখানে মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতা এবং মানুষের মর্যাদাবোধ নিশ্চিত করা হবে, টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ে বসবাসকারী যৌনকর্মীরাও দেশের নাগরিক এবং তারা ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত এবং অধিকার ভোগ করার অধিকারী। যদিও সামাজিকভাবে যৌনকর্ম সেই অর্থে স্বীকৃত পেশা নয় কিন্তু কার্যত তারা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে শপথ ও এফিডেভিট প্রদানের মাধ্যমেই এই পেশায় নিজেকে তালিকাভুক্ত করে ব্রথেল (পতিতালয়) এর মধ্যে রেখে, স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তাই তারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। দেশের নাগরিক হিসেবে যৌনকর্মীরাও সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জীবনের নিরাপত্তা ভোগ করার অধিকারী। সর্বোপরি বিভিন্ন আইনের উদ্ধৃত করে বলা হয় যে, টানবাজার ও নিমতলীর নিবাসীদেরও আইন অনুযায়ী জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে, যা এক্ষেত্রে লংঙ্ঘিত হয়েছে। টানবাজার ও নিমতলীর নিবাসীদের তাদের আবাসস্থল থেকে উচ্ছেদ তাদের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ যা সম্পূর্ণরূপে বেআইনি এবং অসাংবিধানিক।

● আইনের অনুমোদন ছাড়া কোনো ব্যক্তিরই অপরের গৃহের স্বাধীনতা খর্ব করা বা অনুপ্রবেশের অধিকার নেই। এটা স্বীকৃত যে যৌনকর্মীরা রেন্ট কন্ট্রোল আইনের বিধান মোতাবেক, বাড়ি মালিকের কাছ থেকে বৈধ ভাড়াটিয়া চুক্তির মাধ্যমেই উক্ত এলাকা ভোগ দখল সহ জীবিকা নির্বাহ করে আসছিল। রায়ে আরো উল্লেখ করা হয় যে, মানুষের বাসস্থান হচ্ছে তার জন্য প্রাসাদ বিশেষ যেখানে তার অনুমতি ব্যতিত অপরের প্রবেশ অথবা যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া সেখান থেকে উচ্ছেদ করা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি। কিন্তু টানবাজার ও নিমতলী নিবাসীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অমানবিক ভাবে তাদের গৃহে প্রবেশ করে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে টেনে হিচড়ে ঘর থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। যা সংবিধান

স্বীকৃত গৃহের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার অধিকারকে খর্ব করেছে।

● পুলিশের দায়িত্ব রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করা অথচ দুঃখজনক বিষয় যে পুলিশের বিরুদ্ধে এক্ষেত্রে নিষ্ঠুর অমানবিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। রায়ে আরো উল্লেখ করা হয় যে ফৌজদারি কার্য বিধিতে উল্লেখ আছে সূর্যাস্তের পর থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত ওয়ারেন্ট নিয়েও কারো গৃহে তল্লাশির জন্যে প্রবেশ করা যাবে না এবং মহিলাদের তল্লাশির জন্য শুধু মহিলাদেরই ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু টানবাজার উচ্ছেদের সময় পুলিশ এসবের কোনোটিই না মেনে সভ্যতা বিবর্জিত অসৌজন্যমূলক এবং অভদ্র আচরণের আশ্রয় নিয়েছে।

বিজ্ঞ বিচারপতিদ্বয় তাঁদের দীর্ঘ রায়ে আইন শৃংখলা রক্ষার্থে পুলিশের ব্যর্থতা এবং সমসাময়িক ভূমিকাকে কটাক্ষ করে তাদের জন্য একটি যুগোপযোগী কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়নসহ একটি সভ্য সুশৃংখল বিশ্বস্ত পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহ্বান জানান। এবং বলা হয় যে পুলিশ হচ্ছে জনগণের রক্ষক ও নিরাপত্তা প্রদানকারী কিন্তু সেই পুলিশ যদি বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তবে নাগরিকদের অভিযোগ দায়েরের কোনো জায়গা থাকবে না এবং জনগণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে বাধ্য হবে। বিচারপতিদ্বয় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা তথা স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষ অবলম্বনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার জন্য নির্দেশ দেন।

সর্বোপরি রায়ের আদেশ সংশ্লিষ্ট অংশে বলা হয় যে-

পুনর্বাসনের নামে টানবাজার এবং নিমতলীর যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ এবং তাদের কাশিমপুর ভবঘুরে কেন্দ্রে আটক রাখাকে সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করে ভবঘুরে কেন্দ্রে আটক যৌনকর্মীদের অবিলম্বে ছেড়ে দেয়ার রায় দেওয়া হয় এবং পাশাপাশি মর্যাদাপূর্ণ ও সুপরিকল্পিত পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং যৌনকর্মীদের অংশগ্রহণ ছাড়া দৌলতদিয়া ঘাট থেকে যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ না করার জন্য বলা হয়।

উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের পুনরায় টানবাজার ও নিমতলীতে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নে আদালত উল্লেখ করেন যে বিষয়টির সঙ্গে বাড়ীওয়ালা এবং ভাড়াটিয়াদের বিরোধের প্রশ্ন জড়িত বিধায় এটি দেওয়ানি আদালতের বিচার্য বিষয়, সেহেতু রীট এখতিয়ার অনুযায়ী তারা যৌনকর্মীদের তাদের পূর্বতন বাসস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিতে পারেন না তাই তারা এরূপ নির্দেশ প্রদান থেকে বিরত থাকেন। তবে যৌনকর্মীরা ইচ্ছা করলে তাদের বাসস্থানে ফিরে যাওয়ার

জন্য দেওয়ানি আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন বলে উল্লেখ করা হয় । হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত এই রায়ে সরকারের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীরা জয়লাভ করে যা প্রান্তিক সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির আইনগত ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করলেও উচ্ছেদকৃত এবং নিগৃহীত যৌনকর্মীদের নিজের জায়গা ফিরে পাওয়ার বিষয়টি রায়ে উপেক্ষিত হয়েছে এবং উচ্ছেদের ফলে সর্বস্ব হারানো যৌনকর্মীদের অবস্থারও কোনো পরিবর্তন হয়নি এ রায়ের মাধ্যমে। এই রায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - এই রায়ের মাধ্যমে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের চেয়ে আইন এবং মানবাধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৮ (২) অনুচ্ছেদে পতিতাবৃত্তি ও জুয়া বন্ধের জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে বলে উল্লেখ থাকলেও সংবিধানে সুনিশ্চিত করা মৌলিক অধিকারের উপর গুরুত্ব দিয়ে মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের অধিকারকে সবার উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে জীবিকা নির্বাহের জন্যে মানুষ যে পন্থা বেছে নেয় এবং যে পেশার মাধ্যমে তার জীবনের স্বাচ্ছন্দ (Livelihood) অর্জন করে তা কখনো অবৈধ হতে পারে না। এই রায়ের উল্লেখযোগ্য আর একটি দিক হলো পেশা হিসাবে যৌনকর্ম নিষিদ্ধ নয়।

এই রায় বস্তুত পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশা পতিতাবৃত্তি সম্পর্কে লালিত নৈতিক, অনৈতিক, বৈধ, অবৈধ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নের নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে হয়।

হাইকোর্ট প্রদত্ত রায়ের অংশ বিশেষ এই লেখায় ভাষান্তরিত করে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংহতির জন্ম ১৯৯৯ সালে টানবাজার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে হলেও বর্তমানে সংহতি একটি মানবাধিকার মোর্চা হিসেবে যৌন কর্মীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

সংহতির লক্ষ্য হচ্ছে যৌনকর্মীদের জন্য কোন কর্মসূচী হাতে নিলে তাদের সাথে বা তাদের সংগঠনগুলোর সাথে পরামর্শ করতে হবে। সংহতির কার্যকরী কমিটিতে যৌনকর্মী সংগঠন সমূহ সক্রিয় ভূমিকা রাখে। টানবাজার উচ্ছেদের পর সংহতির উদ্যেগে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের উপর একটি জরিপ চালান হয়।

এই জরিপের সারাংশ এখানে উপস্থাপন করা হোল।

সারসংক্ষেপ-১

টানবাজার ও নিমতলীর উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের জীবনধারা ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ : অধিকার ও মানবিক পটভূমির আলোকে সরকারের পুনর্বাসন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

সমীক্ষা সংগঠনে
সংহতি

সমীক্ষা পরিচালনায়
রিসার্চ ইভ্যালুয়েশন এসোসিয়েটস ফর ডেভেলমেন্ট (রীড)

সারসংক্ষেপ - ১ক

টানবাজার ও নিমতলীর উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের জীবনধারা ও
অভিজ্ঞতা মুল্যায়ন : অধিকার ও মানবিক পটভূমির আলোকে
সরকারের পুনর্বাসন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

গবেষক দল

- ড. সৈয়দ জাহাঙ্গীর হায়দার, প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর
- ফরিদা কে, চৌধুরী, এম এস, ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর, রীড
- মাহবুবা মাহমুদ লীনা, সংহতি
- ডা. রূদাবা খন্দকার, কনসার্ন বাংলাদেশ
- সেলিনা শেলী, অক্সফাম জিবি

সাংগঠনিক সমর্থনে

- দুর্জয় নারী সংঘ
- উল্কা নারী সংঘ
- অক্ষয় নারী সংঘ

সারসংক্ষেপ-২

সমীক্ষার যৌক্তিকতা

■ টানবাজার ও নিমতলী যৌনকর্মী শূন্য পরিত্যাক্ত জনবসতি।

■ উচ্ছেদ করেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে ২৪ জুলাই ১৯৯৯ তারিখে শেষ রাতে।

■ উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের সংখ্যা আনুমানিক ৩০০০ থেকে ৬০০০ জন।

■ কেবলমাত্র ২৬৭ জন যৌনকর্মীকে ডি.এস.এস. পরিচালিত ভবঘুরে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় বলে কোনো কোনো দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে।

■ অধিকাংশ যৌনকর্মী আজ ভাসমান অবস্থায় যৌন- সংক্রামণ ও এইডস্ রোগের আশঙ্কায়।

■ যৌনকর্মী ও তাদের সন্তান-সন্ততি আজ অপব্যবহার নির্যাতন ও ছিনতাইয়ের ভয়ে আতংকিত।

■ শেষ পরিণতি কী হবে? সাধারণ সমাজের এটিই প্রশ্ন।

■ উল্লেখিত পরিস্থিতির আলোকে, উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের অভিজ্ঞতা ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বর্তমান সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ-৩

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহ

- সংহতি, বাংলাদেশে কর্মরত ৮৬ টি এনজিও'র সমন্বয়ে গঠিত। দূর্জয় এবং উল্কার সহায়তায় সংহতি রীড'কে সাংগঠনিক সমর্থন প্রদান করে।
- কনসার্ন বাংলাদেশ এবং অক্সফাম প্রদান করে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা।
- সমীক্ষা রূপরেখা প্রনয়ন ও পরিচালনা করে 'রীড'।

সারসংক্ষেপ - ৪

উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, যৌনকর্মীদের উচ্ছেদকালীন ঘটনা ও পরিবর্তিতে তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত তথ্য সংগ্রহ।

নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ

- যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ ঘটনা এবং উচ্ছেদ পদ্ধতি এবং এর ফলাফলের সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।
- উচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রা পর্যালোচনা।
- পুনর্বাসনের এবং যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রার উপর এর প্রভাব মূল্যায়ন।
- যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ এবং পুনর্বাসনের উপর দোকানদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বাড়ীওয়ালা, দালাল, সর্দারনীদের মতামত (দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত সুবিধাভোগি)।

সারসংক্ষেপ - ৫

গবেষনা পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা

■ নিবিড় তথ্য পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছেঃ কেসস্টাডি মাধ্যম।

■ Case Study: উচ্ছেদকৃত ১০০জন যৌনকর্মীর সাথে নিবিড় আন্তব্যক্তিক সাক্ষাৎকার

- যে সমস্ত যৌনকর্মী উচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে ভবঘুরে কেন্দ্রে যান : ২৩ জন
- যে সমস্ত যৌনকর্মী উচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে ভবঘুরে কেন্দ্রে যাননি : ৭৭ জন

গবেষনা জনগোষ্ঠির নির্বাচন

- যৌনকর্মীর বয়স এবং যৌনকর্মের অভিজ্ঞতার সময়সীমা
- যৌনকর্মীদের উপর নির্ভরশীল এবং অনির্ভরশীল লোকজন
- যৌনকর্মীগন কোন কোন ভৌগোলিক অঞ্চল হতে আগত

■ যৌনকর্ম ব্যবসায় সরাসরি বা অন্যথায় নির্ভরশীল নির্বাচিত জনগোষ্ঠির মতামত দলগত আলোচনার (এফ জি ডি) মাধ্যমে সংগৃহিত।

- ৫৪ জন অংশগ্রহণকারী লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৪৭ জন দলগত আলোচনায় অংশ নেয়

- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং দোকানদার : ১৯ জন
- দালাল এবং নিয়োজিত ব্যক্তি : ১২ জন
- সর্দারনী : ১২ জন
- বাড়ীওয়ালা : ৪ জন
- টানবাজারের আশে পাশের প্রতিনিধি : ২৯ জন
- নিমতলীর আশে পাশের প্রতিনিধি : ১৮ জন

সারসংক্ষেপ - ৬

তথ্য সংগ্রহ

■ ২০ জন তথ্য অনুসন্ধানকারী/ সুপারভাইজার/ মডারেটরস এবং ৮ জন গাইড

■ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তথ্য অনুসন্ধানকারী

■ গাইডলাইন, কেস স্টাডি এবং দলীয় আলোচনার জন্য, পূর্বে পরিচালিত মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রনীত হয়েছে।

■ সমীক্ষায় গাইডগণ ছিল যৌনকর্মীদের নেতা : সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা ঘন ঘন ঠিকানা পরিবর্তন করা যৌনকর্মীদের চিহ্নিত করা এবং খুঁজে বের করার কাজে গাইডগণ নিয়োজিত ছিলেন। তারা বেসরকারি সংস্থা দুর্জয়, উল্কা এবং অক্ষয়ের সদস্যা।

■ তথ্য সংগ্রহ এবং এফ জি ডি শুরু হয় ১৫ মে ২০০০ এবং তা ২৯ জুন ২০০০ পর্যন্ত চলে।

নিম্নলিখিত স্থানগুলো তথ্য থেকে সংগ্রহীত হয়

- নারায়ণগঞ্জ : বন্দর সালেহনগর, জিমখানা (টানবাজার এলাকা), মাসদাইর, রূপালীগেইট, দাউবোগ, রেইলগেইট, রেলীবাগান, মিশনপাড়া, বাবুরাইল, হাজীগঞ্জ।
- ঢাকা : তেঁজগাও, কমলাপুর, সদরঘাট, চন্দ্রিমা উদ্যান।
- ময়মনসিংহ : স্বদেশী বাজার।
- রাজবাড়ী : দৌলতদিয়া, গোয়ালন্দ।
- টাঙ্গাইল : কান্দাপাড়া।

সারসংক্ষেপ - ৭

কেইস সমীক্ষার পরিচালনার সময় সমস্যা

■ প্রতিটি কেইস সমীক্ষার গড় সময় : তিন ঘন্টা হতে সর্বোচ্চ চার ঘন্টা

■ কেইস সমীক্ষর পরিচালনা সময় উত্থিত সমস্যা :

■ যৌনকর্মীরা এখন ভাসমান অবস্থায়; এদের খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য।

- তারা শঙ্কিত ও ভীত থাকায় উত্তরদাত্রীদের রাজী করানো কঠিন ছিল।
- উন্মুক্ত স্থান এবং পার্কে সাক্ষাতকার নেয়ার সময় পুলিশ এবং মাস্তানরা বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

■ দলীয় আলোচনার সময় উত্থিত সমস্যা:

- এফ জি ডি অনুষ্ঠানের জন্য প্রথম দিকে কোনো অংশগ্রহণকারীই বসতে রাজি হয়নি। তারা সকলেই একযোগে বলেন যে, ভাড়াটে গুন্ডারা তাদের হামলা চালাতে পারে বলে তারা অত্যন্ত শঙ্কিত।
- কোন বাড়ীওয়ালা বা স্থানীয় প্রভাবশালী প্রথম দিকে এফ জি ডি তে বসতে রাজী ছিলেন না।

সারসংক্ষেপ - ৮

কেইস সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য ও বিশ্লেষন

সামাজিক ও জনমিতিক তথ্য

■ যৌনকর্মীদের অধিকাংশই (৬২) ঢাকা বিভাগের অধিবাসী। তারপরেই আসে রাজশাহী (৯) খুলনা (৭) বরিশাল (৪) চট্টগ্রাম (৩), এবং সিলেট (২)। ১২ জন যৌনকর্মী তাদের দেশের কথা বলতে পারেননি এবং মাত্র ১ জন বলেন তার আদিবাস ভারতে।

■ কোনো যৌনকর্মীরই বয়সই ১৫ বছরের কম ছিল না।

■ অধিকাংশ যৌনকর্মী (৮৫) কখনও স্কুলে যাননি।

■ ৩৯ জন যৌনকর্মী কোনোদিন বিয়েই করেননি এবং এদের মধ্যে ১০ জনের

বর্তমানে সন্তান আছে। ১০ জন বর্তমানে বিবাহিত। ৫১ জন কোনোও না কোনো সময়ে বিবাহিত।

■ যৌনকর্মীদের প্রায় এক চতুর্থাংশের ক্ষেত্রে (২৭ জন) ১৪ বৎসর বয়সের আগেই যৌনব্যবসা শুরু করেছে।

■ উচ্ছেদের পূর্বে এবং পরেও, ১৬ জন যৌনকর্মী তাদের বাবা- মা সাথে যোগাযোগ বা সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে; তবে উচ্ছেদের পরে ভাই, বোন, চাচা, চাচীদের সাথে বেশির ভাগ যৌনকর্মীদের যোগাযোগ বা সম্পর্ক হ্রাস পেয়েছে।

■ অধিকাংশ (৫৩ জন) যৌনকর্মীই উচ্ছেদের পূর্বে তাদের পোষ্য পরিবার পরিজনের ভরণপোষনের জন্য টাকা পয়সা নিয়মিতভাবে পাঠিয়েছেন। পক্ষান্তরে উচ্ছেদের পরে বেশিরভাগ (৭৭) কোনো রকম আর্থিক সহায়তা প্রদানে সমর্থ নন।

সারসংক্ষেপ - ৯

■ যৌনকর্মী হওয়ার পিছনে যে সব কারণ বিদ্যমান, তা নির্নয়ের জন্য কেইস ভিত্তিক বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

■ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ১৫ টি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অপ্রাপ্ত বয়স্কা মহিলারা (বালিকা) যৌনকর্মীতে (CSW) পরিণত হন। মূল পরিস্থিতিগুলি হলো :

- সর্দারনীদের কাছে বিক্রয়
- দালালদের প্রভাব ও খপ্পর
- শারীরিক নির্যাতন
- প্রতারণা; এবং ধর্ষণ
- এগুলোর ঠিক পরেই আসে দারিদ্র্য

একজন মহিলার যৌনকর্মী পেশাভুক্ত হওয়ার পিছনে বহুবিধ কারণ থাকে।

সারসংক্ষেপ - ১০

উচ্ছেদকালের অভিজ্ঞতা

■ ৫২ জন যৌনকর্মী উচ্ছেদ সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল; তথ্যের উৎস ছিলেন বাড়ীওয়ালা এবং খদ্দেরগণ।

■ ৪ জন উচ্ছেদের পূর্বেই পতিতালয় ছেড়ে যান।

■ উচ্ছেদের সময় ৭৩ জন পালাতে সক্ষম হন : তাদের মধ্যে ৩০ জন পুলিশ দ্বারা পাকড়াও হওয়ার পরও পালাতে সক্ষম হন; ২৫ জনকে পুলিশ সরাসরি পালাতে সাহায্য করেছিল; ৪ জন পুলিশ ভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যায়, আর ১ জনকে টিএনও, ম্যাজিস্ট্রেট পালাতে সাহায্য করে।

■ ২৩ জনকে পুলিশ পাকড়াও করে অপেক্ষমান গাড়িতে ওঠায় এবং ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যায়।

ঘটনাবলী

■ উচ্ছেদ মুহূর্তে সবাই নিজ নিজ ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। কেউ কেউ ঘুমাচ্ছিলেন, আর কেউ কেউ গল্প গুজবে মশগুল ছিলেন।

■ বাথরুমের পিছনের পাইপ, দেওয়াল, পায়খানা পূর্ণ ড্রেন দিয়ে পালানোর সময় তারা ভীষণ আতংকগ্রস্থ ছিলেন।

■ কেউই তাদের টাকা, গহনা, কাপড়, সংগে নিতে পারেননি। প্রায় সবাই পেটিকোট ও ব্লাউজ পরা অবস্থায় বের হয়ে আসেন।

■ আসবাবপত্র এবং বিছানাপত্র সব লুট হয়ে যায়।

■ দোকানদার এবং দালালদের কাছে গচ্ছিত টাকা পয়সা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

■ পুলিশ দ্বারা নৃশংসভাবে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন; চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ব্যাটন চার্জ ও হ্যান্ডকাফ দ্বারা আহত ও উপুর্যপুরি মাথায় আঘাত করা হয়েছে; তলপেটে বুট দ্বারা লাথি মারা হয়েছে।

■ উপরন্ত গর্ভবতী মেয়েকে তার কান্নাকাটি, ব্যাথা, চিৎকার সত্ত্বেও, এমনকি সে যে গর্ভবতী একথা বলার পরও তাকে উপুর্যপরি লাথি মারা হয়েছে।

■ ভাড়াটে লোকজন, পুলিশ এবং মহিলা পুলিশও এই নৃশংস কাজে অংশগ্রহণ করেছিল।

■ কয়েকজন যৌনকর্মী বিস্তারিতভাবে বলেছেন যে, পুলিশ ভ্যানের পাটাতনের উপর ফেলে কয়েকজন পুলিশ তাদের উপর গণধর্ষণ/ বলাৎকার, একের অধিক পুলিশ, যেমন হাত-পা চেপে ধরেছে একজন অন্যজন যৌন কাজে লিপ্ত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ - ১১

ব্যতিক্রমধর্মী কয়েকটি কেইস সমীক্ষা

কেইস নম্বর : ১১৫০৪৩

আমি সামনে যেতেই এক পুলিশ আমাকে খপ করে ধরে এবং গাড়ির দিকে টানতে থাকে। আমার কোনো কথাই শুনতে চায় না। আমি তখন চিৎকার করে বলি আমাকে ছেড়ে দেন, আমি গর্ভবতী। এক পুলিশ বলে "বাচ্চা টাচ্চা পরে হওয়াইও, এখন জায়গা মত চল।" আমি পালাতে চেষ্টা করলে আমাকে হাতের লাঠি দিয়ে এমন জোরে বারি দেয় যে আমি মাগো বলে মাটিতে বসে পড়ি। তখন আমাকে এক মহিলা পুলিশ টেনে গাড়িতে তোলে।

কেইস নম্বর : ১২২০০৪

গাড়িতে তিনটা পুলিশ ছিল ওরা আমার সাথে সবাই যৌন কাজ করলো। আমি করতে চাইলাম না। তারপর একজন আমার হাত ধরলো এবং একজন আমার বুকের দুধ চাপতে থাকলো এবং একজনে আমার সাথে যৌন কাজ করলো এবং তিনজনেই আমার সাথে এভাবে কাজ করলো। পুলিশ একসময়ে আমার একটা হাত একটু আলগা ভাবে ধরা ছিল। কিছুক্ষণ পর আমি পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে গাড়ি থেকে পালিয়ে একটা বাগানের দিকে ছুটতে থাকি। আমার পিছে পিছে ১০/১২ জন ছেলে আমাকে ধাওয়া করে ও ওরা আমাকে ধরে একটা মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে জোর পূর্বক সবাই যৌন কাজ করে। ছেলেগুলো আড্ডা দেয় সেরকম একটা ঘরে আমাকে নিয়ে যায় এবং ওরা আমার জন্য ঔষধ কেনার নাম করে যখন বাইরে যায় তখন আমি পালাই।

কেইস নম্বর : ১২৫০৮১

পুলিশরা যেভাবে মেয়েদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার করেছে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ভাবলাম আমাকে ধরতে পারলেও ছাড়বে না। আমি কোনো রকমে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বাসা থেকে নিচে নেমে আসলাম। আমার সাথে পাশের রুমের ৪/৫ জন মেয়েও নামলো। আমরা পিছনের দরজা ভেঙ্গে ড্রেনের ভিতর দিয়ে পালালাম। ময়লা পায়খানার ভিতর দিয়ে হাঁটতে হয়েছিল। মনে মনে ভাবলাম আমাদের জীবন কুকুরের অধম। এর চেয়ে মরণও ভালো। কোনো রক্তমাংসওয়ালা মানুষ এই দুর্গন্ধযুক্ত ড্রেনের মাঝে হাঁটে না। কিন্তু আমরা জীবনের মায়ায় তা করেছি। ড্রেনের ভিতর থেকে কোনো রকমে উঠে

ময়লাগুলো একটু পরিষ্কার করে সারারাত একটা গাছের আড়ালে বসেছিলাম যাতে পুলিশে না ধরতে পারে সেই ভয়ে ছিলাম সারাক্ষণ। সকাল হলে গাড়িতে উঠে দেশের বাড়ি চলে গেলাম। আমার সাথে আমার ছেলেটা ছিল।

সারসংক্ষেপ - ১২

ভবঘুরে কেন্দ্রের জীবনযাত্রা

■ তারা আমাদেরকে জেলখানায় আটকে রাখে।

■ ৪০/৪৫ জন মেয়েকে একত্রে একরুমে রাখে।

■ খাবার পানিতে কেরোসিন এর গন্ধ ছিল, যে পানি দিয়ে আমরা গোসল করেছি, তাতে আমাদের সবারই চর্মরোগ হয়েছে। পাইপের পানি ব্যাবহারের ফলে আমাদের অনেকের গায়ে চুলকানি দেখা দিয়েছে।

■ খাবার ছিল স্বাদহীন, এতে ঔষধের দুর্গন্ধ পাওয়া যেত। কেউই এই খাবার খেতে পারত না। যে ভাত আমাদের দেওয়া হতো, তা খাওয়ার মত ছিল না। কারণ এর মধ্যে থাকতো ইটের টুকরা।

ভবঘুরে কেন্দ্রের নির্যাতন/ লাঞ্চনার অভিজ্ঞতা :

যৌন নির্যাতন :

ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রে বসবাসকারী একজন সর্দারনী (পারভীন) অফিসারদের কাছে মেয়ে পাঠাত। অফিসাররা এইসব মেয়ের বুকে (স্তন টিপে) হাত দিয়ে যৌন কাজে উৎসাহিত করতো। অফিসারদের যে সব মেয়ের উপর দৃষ্টি ছিল, তাদেরকে কোনো কাজ দেওয়া হতো না। আমরা যৌনকর্মী ছিলাম বলে বড় অফিসার থেকে শুরু করে গার্ড ও পিয়ন পর্যন্ত সকলেই আমাদের সাথে যৌন কাজ করতে চাইত। আমাদের মাঝের বহু মেয়েকে তারা যৌনকর্মে বাধ্য করেছে। ভবঘুরে কেন্দ্রের ৪/৫ জন গার্ড আমাদের এক সহকর্মীর সাথে জোর করে যৌন কাজ করেছে। দুইজন মিলে ওকে শক্ত করে ধরে রেখেছে এবং অপর জন যৌন কাজ করেছে। একজন জুনিয়ার অফিসার আমার রুমের একটি মেয়ের সাথে জোর করে যৌন কাজ করেছে। সুন্দরী মেয়েদের সাথে ম্যানেজার, শিক্ষক, জমাদার ও অন্যান্য কর্মচারিরা যৌন কাজ করত। এইসব মেয়ের সাথে তারা রাত্রে অফিস বা স্টাফ রুমে যৌন কাজ করত।

শারীরিক নির্যাতন

মোটা কাঠের রোলার দিয়ে তাকে পিটিয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রে প্রবেশ করে আমরা যখন মিছিল করলাম এবং আসবাব-পত্র ভেঙ্গে ফেলে জোর প্রতিবাদ জানালাম, তখন অফিসাররা জ্বালানি কাঠ দিয়ে আমাদের সাংঘাতিক মারপিট করে । আমার বড় বোনের উরুতে এমন আঘাত করে যে, তার উরু একবারে থেতলে যায় এবং পরে সেখানে ঘা হয়ে যায়। ফলে তার উরু একবারে নষ্ট হয়ে গেছে এবং সে এখন নড়াচড়া করতে পারে না।

সারসংক্ষেপ - ১৩

ভবঘুরে কেন্দ্র থেকে মুক্তির সময়ের অভিজ্ঞতা

■ যে ২৩ জন যৌনকর্মী ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রে এসেছিলেন, তারা নিম্ন বর্ণিত অবস্থায় তাদের পলায়ন বা মুক্তির ব্যবস্থা করেন

■ ২ জন যৌনকর্মী পলায়ন করেন, তাদের চিকিৎসার জন্য যখন বাইরের ক্লিনিকে পাঠানো হয়, এবং

■ ২১ জন যৌনকর্মীকে মুক্তি দেওয়া হয় আর্থিক অনুদান ও ঘুষের বিনিময়ে

- ৮জন যৌনকর্মী তাদের মুক্তির জন্য কোনো আর্থিক অনুদান পাননি বা কোনো ঘুষও দেননি।
- ১ জন যৌনকর্মী আর্থিক অনুদান নিতে চাননি এবং কোনো ঘুষও দেননি।
- ৩ জনের প্রত্যেকে ৭,০০০.০০ টাকা পেয়েছেন এবং তাদের মুক্তির জন্য ঘুষও দেননি।
- ৬ জন যৌনকর্মীর প্রত্যেকে ৭,০০০.০০ টাকা পয়েছেন এবং প্রত্যেকে ২,০০০.০০ থেকে ৭,০০০.০০ টাকা ঘুষ দিয়েছেন।
- ৩ জন যৌনকর্মীকে কোনো আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়নি, কিন্তু তারা ২,০০০.০০ থেকে ৩,০০০.০০ টাকা ঘুষ দিয়েছেন।

সারসংক্ষেপ - ১৪

বর্তমান জীবন : উচ্ছেদ পরবর্তী সময়

■ যৌনকর্মীদের মধ্যে থেকে ৫৮ জন বর্তমানে বিভিন্ন পতিতালয়ে অবস্থান করছেন, যেমন, দৌলতদিয়া (৪২), টাঙ্গাইল (৮) এবং ময়মনসিংহ (৮)।

■ অবশিষ্ট ৪২ জন পতিতালয়ের বাইরে বাস করেন, তাদের মধ্যে ৩৩ জন যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করছেন এবং ৯ জন সম্পর্কে জানা গেছে যে, তারা যৌন ব্যবসা পরিত্যাগ করেছেন। তাদের মধ্যে একজন বর্তমানে গর্ভবতী, ৬ জন বিবাহিত এবং ২ জন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করছেন।

■ অধিকাংশ যৌনকর্মীই (৫৪) তিন বা ততোধিক বার তাদের বাসা বা ঠিকানা বদল করেছে এবং এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক (১৪) গত এক বৎসর চার বার বাসা বদল করেছে।

বর্তমান জীবনের সমস্যা ও দুর্ভোগ

■ "মাস্তানরা প্রায়ই নির্যাতন করে। তাদের সাথে যৌন কাজ না করতে চাইলে অথবা টাকা দিতে না চাইলে তারা আমাদেরকে মারার জন্য ছুরি পর্যন্ত ব্যবহার করে এবং জলন্ত সিগারেট দিয়ে গা পুড়িয়ে দেয়;"

■ "পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তার করে এবং তাদের ঘুষ দিয়ে বা যৌন পিপাসা মিটিয়ে মুক্তি পাই, অনেক সময় পুলিশ আমাদের ভীষণভাবে লাঠি দিয়ে মারে"

■ "পার্ক, রাস্তায় ঝড় বৃষ্টির মধ্যে যৌন কাজ করতে হয়।"

তাদের আয় সাংঘাতিক হ্রাস পেয়েছে, ফলে তাদের পোষ্য পরিবার পরিজনের ভরণ পোষন করতে পারে না ।

■ কেইস নম্বর : ১১২০৯৭

- মার খেয়েও কাজ করি। জীবনের সাথে লড়াই করে চলেছি। মার খেয়েও যৌন কাজ করি।
- আমদের একটা ভালো জায়গা চাই। বাচ্চাদের নিয়ে থাকতে চাই এখন আমার বাচ্চারা বুঝেনা আমি যৌনকর্মী। বড় হলে বুঝবে তখন আমি তাদের কি বুঝাবো তাই ওদের নিয়ে থাকার মত একটি জায়গা চাই।

বাৎসরিক আয়

■ প্রতিটি যৌনকর্মীর খদ্দেরের সংখ্যা সপ্তাহে পূর্বের ৩৫ থেকে বর্তমানে ৫ এ নেমে এসছে। যার ফলে তাদের আয় সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। খদ্দের প্রদত্ত অর্থের হারও কমে গেছে, কেননা ভাল খদ্দের রাস্তায় যৌন কাজ করতে আসে না।

সময়	গড় আয়
বর্তমান আয় (মাসিক)	২,০০০ টাকা
পূর্বের আয় (মাসিক)	২৮,০০০ টাকা

■ অতীতে প্রত্যেকটি যৌনকর্মী তার আয় থেকে কিছু সঞ্চয় করতে পারতেন। বর্তমানে ৭৭ জনের কোনো সঞ্চয় নেই।

সারসংক্ষেপ - ১৬

ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্খা : পুনর্বাসনের পরামর্শ

■ ৪০ জন যৌনকর্মী উল্লেখ করেছেন যে, টানবাজার ও নিমতলীতে ফিরে গিয়ে যৌন ব্যবসা শুরু করতে চান। যৌন পেশা অব্যাহত রাখার জন্য সরকার বা এনজিওদের কাছে নিম্নবর্ণিত সাহায্য প্রত্যাশা করেন :

পুলিশ, মাস্তান এবং সর্দারনিদের নির্যাতন থেকে অব্যাহতি
যৌন কর্মকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি
যৌনকর্মীদের অধিকার ও স্বাধীনতা সাধারণ নাগরিকদের সমপর্যায়ভুক্তকরণ;
বেশ্যা ও খানকি শব্দগুলির ব্যবহার সর্বপর্যায়ে নিষিদ্ধকরণ
যৌনকর্মীদের মৌলিক প্রয়োজন যথা চিকিৎসা সেবা, স্কুল, আশ্রয়, পানি ও স্বাস্থ্য বিধান নিশ্চিতকরণ

■ ৬০ জন যৌনকর্মী, নিম্নবর্নিত সহায়তা সাপেক্ষে পুর্নবাসন বিবেচনা করতে পারেন:

ক্ষুদ্র ব্যবসা চালু ও শুরুকরণে সহায়তা	:	৩৩
চাকরি প্রাপ্তিতে সহায়তা	:	২২
ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা	:	১১
বিয়ের পরে পারিবারিক জীবনে পুনর্বাসন	:	১৬
স্কুল/ এতিমখানা প্রতিষ্ঠা	:	০২
বৃত্তি/ দক্ষতা প্রশিক্ষণ	:	০৬
চাষাবাদের জন্য জমিদান	:	০৮
বিদেশে যাওয়ার জন্য সহায়তা	:	০৮

সারসংক্ষেপ - ১৭

দলীয় আলোচনার বিশ্লেষণ

■ উচ্ছেদের পদ্ধতি এবং আনুষাঙ্গিক ঘটনা :

- ভাড়াটে গুন্ডা ও পুলিশ একসাথে উচ্ছেদ কাজ সম্পন্ন করে; মারপিট, লাথি, ব্যাটন চার্জ, চুল ধরে টানা এবং ধর্ষণ করে;

- স্থানীয় জনসাধারণ উচ্ছেদ কাজে অংশগ্রহণ বা সমর্থন করে নাই;
- মেয়েরা লাফ দিয়ে ড্রেন পার হয়, দেয়াল টপকায়, পিছনের দরজা ভেঙ্গে ফেলে এবং শূন্য হাতে জীবন নিয়ে পালিয়ে যায়;
- স্বর্ণ-অলংকার, নগদ টাকা, টিভি, কাপড় চোপড় মাস্তানরা লুট করে। তারা অন্যান্য জিনিসপত্রও লুট করে।

■ উচ্ছেদের কারণ:

- দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের দীর্ঘদিনের বিদ্বেষের কারণেই এই উচ্ছেদ কাজ সংগঠিত হয়। এর মূলে ছিল একজন রাজনৈতিক নেতার স্বার্থসিদ্ধি ও যৌনকর্মীদের ক্রীড়ানক হিসেবে ব্যবহার করে টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত এবং শক্তি আহরণ করা।

■ উচ্ছেদ সংক্রান্ত মতামত :

- যৌনকর্মীদের উচ্ছেদের ফলে কেবলমাত্র যৌনকর্মীরাই ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি। পক্ষান্তরে তাদের সন্তান-সন্ততি, বাবা-মা এবং ভাই-বোনের জীবনও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে;
- টানবাজার ও নিমতলী বন্ধ করে দেয়ার ফলে দুইলক্ষ মানুষে জীবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

■ আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি : উপাজন/ ব্যবসার অবস্থা

- নীট বার্ষিক আয়ের ক্ষতি হয়েছে ৬১১ মিলিয়ন টাকা।

সারসংক্ষেপ - ১৮

উচ্ছেদের সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রভাব বিশ্লেষণ ও সুপারিশ সমূহ

■ টানবাজার এবং নিমতলী থেকে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীরা এবং দ্বিতীয় স্তরের সুবিধাভোগিরা যেসব ঘটনাবলির অবতারণা করেছেন তাতে মৌলিক ও মানবিক অধিকার লংঘনের একটি ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে।

■ সরকার কর্তৃক যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ ও পুনর্বাসনের পরিকল্পনার অবস্থা :

- উচ্ছেদ সম্পর্কিত সমগ্র কার্যক্রমই ছিল অপরিকল্পিত এবং যৌনকর্মীদের তাদের বসবাস ও ব্যবসার স্থান থেকে বলপূর্বক

উচ্ছেদ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এই ঘটনা থেকে কোনো মতেই প্রতীয়মান হয় না যে, পরিকল্পিতভাবে এদের পুনর্বাসনের কোনো ইচ্ছা ছিল ।

- এই নির্যাতন থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, যেসব লোককে এই উচ্ছেদ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল, তারা এই যৌনকর্মীদের সাধারণ মানুষ বলেও গণ্য করে নি।
- সমাজসেবা অধিদপ্তর ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সমস্ত যৌনকর্মীকে স্বাভাবিক জীবনে পুর্নবাসন করা যাবে এবং যৌনকর্মীদের কেবলমাত্র জোরপূর্বক উচ্ছেদের মাধ্যমেই যৌনকর্ম নির্মূল করা সম্ভব।

■ উচ্ছেদ ও পুর্নবাসনের উদ্যোগ গ্রহণকারী সংশি- ষ্ট সংস্থার ভাবমূর্তি

- সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি একেবারে কলঙ্কিত হয়ে গেছে।
- যৌনকর্মীরা বর্ণনা করেছেন নিষ্ঠুর মারপিট এবং ডি এস এস এর অফিসার ও কর্মচারীদের দ্বারা অফিসের মধ্যেই অফিস চলার সময় যৌনকর্মীদের বার বার ধর্ষণের করুণ কাহিনী।
- এই অভিযোগগুলির আশু তদন্ত হওয়া বাঞ্চনীয় : সম্ভব হলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত।
- অভিযোগ রয়েছে, সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মজারীরা বিপুল আকারের তহবিল আত্মসাতে এবং যৌনকর্মীদের মুক্তিদানের সময়ে ঘুষ গ্রহণে লিপ্ত ছিল।
- যৌনকর্মীরা এনজিওগুলি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেছে যে, তারাই তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করেছে।

সারসংক্ষেপ - ১৯

যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন প্রয়াসের সম্ভাব্য ফলাফল

- এফজিডি অংশগ্রহণকারীগণ সর্বসম্মতভাবে এই কথাই বলেন যে, উচ্ছেদের ফলে যে লোক বা লোকজন লাভবান হয়েছে, তারা হল স্থানীয় একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য, বিশেষ করে একজন খুব বিখ্যাত লোক এবং সম্ভবত সমাজ সেবা অধিদপ্তরের কয়েকজন অফিসার
- সরকার, যৌনকর্মী, তাদের পোষ্যরা বা দ্বিতীয় স্তরের সুবিধাভোগীরা কেউই

লাভবান হননি। পক্ষান্তরে এরা সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে; সরকার হারিয়েছে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং অন্যরা আর্থিকভাবে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছেন।

- যৌনকর্মীদের আয় ভয়াবহভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাদের ভাসমান জীবন ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক হয়ে পড়েছে। সেখানে তারা পুলিশ ও মাস্তানদের হাতে অবিরত শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।
- যৌনকর্মীদের আয় হ্রাস পাওয়ায় তাদের সন্তান-সন্ততি ও পোষ্যদের বেঁচে থাকাই একটি সমস্যায় পরিণত হয়েছে, তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেছে।
- দুই লক্ষ মানুষের জীবিকা অর্জনের পথ অর্থ্যাৎ তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে।
- বলপূর্বক এবং নৃশংসভাবে উচ্ছেদের ফলে টানবাজার ও নিমতলী ঠিকই জনশূন্য হয়েছে তবে উচ্ছেদের পরও ১০০ জন যৌনকর্মীর মধ্যে মাত্র ৯ জন যৌনকর্মী যৌন ব্যবসা ছেড়েছে। আজ তারা জনস্বাস্থ্যমূলক দুর্যোগের সম্মুখীন। তাদের এখন উম্মুক্ত নোংরা জায়গায় যৌনকর্ম করতে হচ্ছে, যার জন্য চিকিৎসার কোনো ফলো-আপ নিশ্চয়তা নেই।

সারসংক্ষেপ - ২০

পুনর্বাসনের জন্য আশা আকাঙ্খা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- এইরুপ ধারণা করা ভুল যে 'সমস্ত যৌনকর্মীরা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়' এবং এইরুপ ধারণা করাও ঠিক নয় যে কোনো যৌনকর্মীকেই পুনর্বাসন করা যায় না'।
- এই সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১০০ জনের মধ্যে ৪০ জন যৌনকর্মী এ ব্যবসা অব্যাহত রাখতে চায়। পক্ষান্তরে ৬০ জন পুনর্বাসনের কথা চিন্তা করে ।
- যারা পুনর্বাসনের আশা করে তারা সরকার এবং বিভিন্ন এনজিওর কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অর্থপূর্ণ সাহায্য সহায়তা পেতে চান। যেমন- ঋণ, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, কোনো পেশায় প্রশিক্ষণ, বিবাহের জন্য সাহায্য ইত্যাদি।
- যৌনকর্মীদের সুপারিশ হল এই যে, তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে এনজিওদের পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ যাতে তারা প্রতিশ্রুত সহায়তা পেতে পারেন। যে বিষয়টি বর্তমান উচ্ছেদ কার্যক্রমে সম্পূর্ণভাবে লংঘন করা হয়েছে।
- যৌনকর্মীদের একটি গ্রুপ এবং দ্বিতীয় স্তরের সুবিধাভোগী দোকানদার ও ক্ষুদ্র

ব্যবসায়ী উভয় শ্রেণীই এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে একদিন যৌনকর্মীদের টানবাজার ও নিমতলীর আশেপাশে (পতিতালয়ে) আবার পুনর্বাসন করা হবে।

সরকারের বর্তমানে উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত। যা অর্জিত হয়েছে, তা হলে যৌনকর্মীদের আরও ঝুঁকিপূর্ণ জীবনে ঠেলে দিয়ে সমগ্র সমাজকে আজ এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। যৌনকর্মীদের জীবন বিপর্যস্ত, তাদের উপর নির্ভশীল জনগোষ্ঠি, বিশেষ করে তাদের সন্তান সন্ততি অসহায় অনিশ্চিত জীবনের মুখোমুখি হয়েছে।
বস্তুত উচ্ছেদ কার্যক্রম সুপরিকল্পিত পুনর্বাসন কার্যক্রমের ভিত্তি হতে পারত এবং সে কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ ছিল যৌনকর্মীদের।